রাম অভিষেক নাটক।

শ্রীকেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

অদৃষ্টের চক্র ভেদে, সাধ্য আছে কার ?
কোথা রাজ-সিংহাসন, কোথা বনবাস !

শ্রীযদুনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।
১১৫নং চিৎপুর রোড জেনারল প্রিন্টিং প্রেসে
শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৪ সাল।

বিজ্ঞপ্তিরীয়ম্‌।

পাঠক মহোদয়গণ!

এই "রাম অভিষেক" নাটক প্রণয়নে, যে আমি অতীব গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ কোরেছি, সেটি বলা বাহুল্য। এই বিষয়ানুরূপ পূর্ব্ব প্রণেতা, তাঁহার গ্রন্থে দুই চারিটী অপূর্ব্ব কবিতা সংযোজনে, যেরূপ গুণগ্রামের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সকলের ভাগ্যে সম্ভবে না। আমি যদ্যপিও এই গ্রন্থ প্রণয়নে তাদৃশ প্রসংশা লাভের আশা করি না, তত্রাচ এই দাতিশয় করুণারসাশ্রিত বিষয়টি, যে একেবারে মত্ত মাতঙ্গ পদবিদলিত কমল দলের ন্যায় হইয়াছে, এমন নহে,—মহাত্মা কবিচূড়া মুনিপ্রবর বাল্মীকি প্রদর্শিত পথে বিচরণ পূর্ব্বক, অনেকেই যশ-পতাকা লব্ধ হয়েছেন, এবং অনেকেও জন্মের মত দুর্ভাগ্যক্রমে হতাশ হ'য়ে, নবাঙ্কুরিত আশাতরু উন্মূলিত করে, চির-বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হোয়ে, সর্ব্বসাধারণের স্মৃতিপথের বহির্ভূত হইয়াছে, এক্ষণে আমি যে কোন পক্ষ পরিবর্দ্ধিত করিব, তাহা ভবিষ্যতের আন্ধারময় উদর গহ্বরে অপ্রতিত ;—যশোচন্দ্রের বিমল সুধাময় রশ্মীতলে উপবিষ্ট হইয়া সল্পকাল স্থায়ী জীবনাতীত করিব, কিম্বা অযশান্ধারে জড়িত হইয়া সকলের স্মরণবর্ত্মে বিলীন হইব, তাহা কে জানে? সানুগ্রহপূর্ব্বক যদ্যপি অপক্ষপাতীরূপে আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাহা হইলে অবশ্যই ইহাতে নবভাব ও নূতন সুমিষ্ট রসের আস্বাদন পাইবেন, আর অদৃষ্টক্রমে, যদি মহাকবি পোপ যেমন লিখিয়াছেন,———

রচনা পাঠেতে আছে, কিবা ফলোদয়।
রচকের নাম অগ্রে, কর সুনিশ্চয়॥
মনঃপুত হলে তার, গাও গুণগান।
নতুবা কেশেতে ধরি, দেহ বলিদান॥

সেইরূপ হয়, ক্ষতি নাই।

খলের বচন ভবে, অবজ্ঞা করিয়ে,
সানন্দে করিব বাস, মহা সুখ মনে।

তত্রাচ আপনাদের নিকট এই নিবেদন, যে ঔৎসুক্য নিবারণার্থেও গ্রন্থখানি এক এক বার পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই আমার আয়াস ও যত্ন সফল জানিয় চরিতার্থ হইব। পরিশেষে এই নিবেদন যে,———

"মক্ষিকা ব্রণ মিচ্ছন্তি, মধু মিচ্ছন্তি ষট্‌পদা।
সজ্জনা গুণ মিচ্ছন্তি দোষ মিচ্ছন্তি পামরা॥"

এই কবিতাটি যেন স্মরণ থাকে। অলমতি বিস্তরেন।

কলিকাতা।
৭ই মাঘ।
সন ১২৮৪ সাল।

একান্ত বিনয়াবনত
শ্রীকেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

দশরথ	অযোধ্যাপতি।
রাম	জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র।
লক্ষ্মণ	তৃতীয় রাজপুত্র
বশিষ্ঠ	রাজ-কুলগুরু।
সুমন্ত্র	রাজমন্ত্রী।

পুরোহিত, আচার্য্য, প্রজাগণ, প্রতিহারী, মোহ, বিষাদ, দ্বেষ, লোভ, হর্ষ, পথিকগণ, জনেক ভট্টাচার্য্য, নট, চামরধারী বালকগণ।

স্ত্রীগণ।

কৌশল্যা	প্রধানা রাজ্ঞী।
কৈকেয়ী, সুমিত্রা	মহিষীগণ।
মনোহরা, মনোরমা	কৌশল্যার সখীদ্বয়
মন্থরা, মঙ্গলা	কৈকেয়ীর সখী।

ব্রাহ্মণী, কুলবধূগণ, নটী; শান্তি ইত্যাদি।

দৃশ্য,—অযোধ্যা নগর,—রাজসভা ও রাজবাটী।
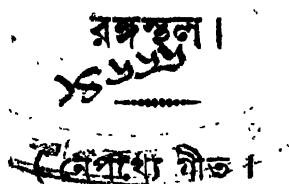
রাগিণী ইমন কল্যাণ।—তাল মধ্যমান।

বীণাপানি, বাগ্‌বাদিনী।
শুভ্রুরুচি সরস্বতী, শ্বেতাম্বুজ বিলাষিনী॥
বিষ্ণুজায়া বিদ্যা রূপিণী, ত্রিলোকের মূঢ়তা নাশিনী,
অজ্ঞানে তার জননী, আদ্যাশক্তি স্বরূপিণী।
কে জানে মা তব মায়া, মায়ারূপিণী হরিপ্রিয়া,
দেহ মোরে পদছায়া, কেশব মনমোহিনী॥

(নটের প্রবেশ।)

নট। হাঃ! আমি সহসা কোথায় এলেম? খমণ্ডলস্থিত তারকারাজীর ন্যায় বিরাজিত, কি সুরসভায় দিগ্‌ভ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছি নাকি? নতুবা প্রচণ্ড জ্যোতির্ম্ময় গ্রহগণ সদৃশ সমাজ-রত্ন শচীপতির সভা ব্যতিত আর কোথায় পাওয়া যায়? আর এই সমুজ্জ্বলিত সভাস্থ সভ্যগণের হীরা মাণিক্যালঙ্কার মধ্যে মধ্যে নীলকান্ত, অয়স্কান্ত, চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায়, দীপালোক প্রভায় আরো চাকচক্যমান দেখাচ্ছে, আমার পরম শুভাদৃষ্ট বোল্‌তে হবে, যে আজ এমন সভাস্থল ও তদনুরূপ সভ্যগণ সন্দর্শনে নয়নযুগল সার্থক হোলো,—এতদ্দর্শনে আমার মনে সুদ্ধ এইমাত্র ভাবের উদয় হচ্ছে, যে যেন দিবানিশি অনশনে এই স্থানে বোসে থাক্‌তে পাই,—শাস্ত্রকারেরা যাঁহাদের সমস্ত ঐহিক সম্পদের সুখাধি-

কারী বোলে উল্লেখ কোরে থাকেন,—এই অসামান্য সভাস্থলে সে সমস্তেরই প্রাচুর্য্য আছে, কিছুমাত্রেরই অপ্রতুল নাই,—ধন, বুদ্ধি, জ্ঞান, রস সমস্তেরই এখানে অধিকারী আছেন,—যা হোক্, ভাগ্যক্রমে যখন এবম্বিধ স্থানে এসেছি,তখন যদ্যপি কোন প্রকারে এই প্রশংসিত সভ্যগণের মনস্তুষ্টি সাধন কোর্‌তে পারি, তা হলেই আমার মানব জন্ম সার্থক হয়,—কিন্তু সঙ্গীত রসাস্বাদ করান ব্যতীত পৃথিবীতে আর আস্পদের বিষয় কি আছে? তত্রাচ সে দুরূহ কার্য্যে হস্তার্পণ বড় অর্ব্বাচীনের কার্য্য নয়,— দেখা যাক, প্রেয়সী যদ্যপি আমার সহকারী হয়, তা হলে একবার প্রাণপণে যত্ন কোরে দেখি, যে আমার মনোস্কামনা সিদ্ধ হয় কি না,—এতদ্ব্যতীত আর উপায় কি? (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) প্রিয়ে! একবার ঐ মনোহারিণী বেশে অত্র সভাস্থলে এসো।

রাগিণী বাহার-খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালি।

এসো গজেন্দ্র গমনে চারুবদনী।
সভাস্থল দেখ আসি, কিবা মনমোহিনী॥
হাসিতেছে দিঙ্ চয়, চতুর্দ্দিক শোভাময়,
যেমন দেবের সভা, শোভে দিবা রজনী।
ধনী গুণী জ্ঞানী কত, এক ঠাঁই সমবেত,
চিত্ত হবে প্রফুল্লিত, ওলো সোহাগিনী॥

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল খেমটা।

ও নাথ, বল অধিনীরে কি কারণ।
বিহার উপবন,ত্যজিয়ে এখন,পুরুষ সমাজ মাঝে করিছ স্মরণ।
রসিক নাগর তুমি, অবলা কামিনী আমি,
কি রসে ভুলাতে মোরে, কোরেছ মনন॥

(নটীর প্রবেশ।)

নটী। একি, নাথ! আমি অবলা, আমায় এমন স্থানে কেন আহ্বান কোল্লেন? বিরলে রসিকতা কোরে বুঝি সাধ পূর্ণ হয় নাই, তাই এই সমস্ত গুণিগণাগ্রগণ্য অসামান্য সভ্যগণ সমক্ষে আমার সহ কোন অভুতপূর্ব্ব পরিহাসে ব্রতী হতে মানস করেছ? ছি! আমার বড় লজ্জা হচ্ছে, অনুজ্ঞা কর আমি পুনর্ব্বার উপবনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

রাগিণী পিলু-মূলতান।—তাল কাস্মিরী খেম্‌টা।

হে রসিকরাজ, একি ব্যাভার।
আমি কি বুঝিতে পারি, ছলনা তোমার॥
এত রঙ্গ জান, কর কত ভান,
তুমিহে নির্লজ্জ, লজ্জা করিছে আমার।
বিরলে সযতনে, কুসুম কাননে,
তোমার কারণে, গেঁথেছিনু হার॥
ভ্রম সদা রঙ্গে, প্রফুল্ল অনঙ্গে,
রঙ্গিণী করিতে মোরে, বাসনা তোমার।

নট। হৃদয়-তোষিনি! তুমি এত রসের রসিকা হয়ে, কেমন কোরে এমন অযথা প্রস্তাব মুখে আন্‌লে? মুল্যবান প্রস্তরখণ্ড সকল যদ্যপি ভুগর্ভ মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, পুনর্ব্বার সেই মৃত্তিকাতেই বিলীন হতো, তা হলে, কি কোরে অন্যে তার মূল্য জান্‌তো? সুলোচনে! তুমি যে এমন রসিকা, তা যদি সুদ্ধ আমি বই আর কার গোচর না হলো, তা হলে আর তোমার এতাদৃশ শ্রমের কি ফললব্ধ হলো? আর এতাদৃশ সভাও সর্ব্বদা সন্দর্শন হয় না, অতএব প্রিয়ে! আমি আজ এই মনন্ কোরেছি, যে কোন নুতন নাটকের অভিনয় কোরে

উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর মনস্তুষ্টি করি, তা সে বিষয়ে তোমার সাহায্য প্রদান কোত্তে হবে।

নটী। নাথ! আমি অবলা,—দুরূহ সঙ্গীতশাস্ত্রে আমার এমন কি ব্যুৎপত্তি আছে, যে তোমাকে সে বিষয়ে সাহায্য কোর্‌ব, তবে তুমি স্বামী, তোমার কথা আমি কখনই অন্যথা কোর্‌তে পারি না, তোমার যথেচ্ছা কর, আমার সাধ্যমত সাহায্য কোর্‌বো।

নট। প্রিয়ে! সাধ কোরে কি তোমায় আমি সমস্ত জগতের সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে, বিরলে নিয়ে থাকি?—তা যা হোক, এখনকার নব্য সম্প্রদায় যদ্যপিও করুণা বা শান্তিরসে বিরাগ প্রদর্শন কোরে থাকেন, তত্রাচ ওঁরা সুন্দর নির্ম্মল চরিত্র-তার সাতিশয় পক্ষপাতী, তা চলো এমন কোন বিষয়ের অভি-নয় আরম্ভ করি, যাতে আবাল বৃদ্ধ যুবা সকলের মন সন্তোষ রসে দ্রবিত হয়।

নটী। আচ্ছা নাথ চলুন, নিশানাথ প্রায় মধ্যপথাবলম্বী হোলেন, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল খেমটা।

নটী। চল চল প্রাণধন, হ'য়ে প্রফুল্লিত মন,
রাম গুণগানে আজি, তুষিব সবার মন।

নট। ধীর সত্যব্রত রাম, দরশনে সিদ্ধ কাম,
কিবা অনুপম ঠাম, মুনি জন মোহন॥

নটী। কায়মন প্রাণপণে, মিলিয়ে মোরা দুজনে,
শুনাইব সভাজনে, রঘুবর গুণগান।

[নৃত্য করিতেং উভয়ের প্রস্থান।

রাম-অভিষেক নাটক

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

দৃশ্য,—অযোধ্যা—রাজপথ ।

(ছদ্মবেশে হর্ষ ও শান্তির প্রবেশ ।)

শান্তি । দেব ! আমরা প্রায় সর্ব্বদাই বৈজয়ন্তধাম পরিত্যাগ কোরে, মরভূমে বিচরণ কোরে থাকি, বিধাতা নিবন্ধন স্থানেই আমরা সর্ব্বদা যাতায়াত করি, কিন্তু আজ অযোধ্যাধামে যেমন প্রফুল্লিত মনে এসেছি, এমন আর কখনই অনুভূত করিনে,—সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের সম্রাজ্যে আমরা চিরকালই বাস কোরে থাকি, মান্ধাতা, অজ প্রভৃতি ভুপতিগণের জীবদ্দশায় আমরা যথেষ্ট সন্তোষ সহকারে এই সকল রাজ্যে বিহার কোরেছি, কিন্তু সর্ব্বসদ্গুণমণ্ডিত, সর্ব্বজনপ্রিয় জানকীনাথ শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক শ্রবণ কোরে, আমার মন যে কিরূপ আনন্দে পরিণত হচ্ছে তা বলা যায় না,—আমার এমনি ইচ্ছা হচ্ছে, যে মহা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত যেন এই রাম-শাসিত রাজ্যে থাক্‌তে পাই ।

হর্ষ। কুমারি! স্বয়ংব্রহ্ম নারায়ণ যখন মরভূমে অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন তাঁর শাসিত-রাজ্যে আমরা ব্যতীত আর অধিকার কার? আমাদের দুর্বৃত্ত, পাপাত্মা, খল বৈরীগণের এমন সাধ্য নাই, যে এতদ্দেশে প্রবেশ কোরে আমাদের কোন অনিষ্ট সাধন করে,—আমি যখন শচীপতির সভা পরিত্যাগ কোরে আসি, তখন দেখি না আমার চিরবৈরী বিষাদ মলিন মুখে একটী পর্ব্বত ঝরণা হোতে জলপান কোচ্ছে,—আমার দর্শনে অন্যদিকে দৃষ্টি কোরে রইলো, আমি গর্ব্বিত স্বরে বোল্লেম, "রে দুষ্ট বিষাদ! আমি যে যে স্থান অধিকার করি, তুই অচিরে আমার সেই২ সুখময় স্থান ভঙ্গ করিস্, এইবারে দেখ্‌বো যে তোর কিরূপ ক্ষমতা, অযোধ্যাপতির অগ্রজকুমার রামচন্দ্রের আজ অধিবাস দিবস,—অদ্য হতে অযোধ্যা ও তৎঅধীনস্থ রাজ্য সকল আমার অধীন হোলো, দেখ্‌বো তুই কেমন কোরে তন্মধ্যস্থ একটী দেশেও প্রবেশ করিস্।" এইমাত্র বোলে আমি অহঙ্কারে পাদবিক্ষেপ কোরে চলে এলেম,—ক্ষণদূর এসে দেখি, যে লোভ, হিংসা প্রভৃতি অন্যান্য অনুচরগণ সেই পর্ব্বতের দিকে যাচ্ছে, আমি আর তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপও না কোরে তোমার আবাসের দিকে যাত্রা কোর্‌লেম।

শান্তি। দেব! ওদের যে এবারে সম্পূর্ণরূপে দর্পচূর্ণ হলো, তার আর সন্দেহ নাই, দুরাত্মাগণ কখনই আর আমাদের নিকট আস্‌তে পার্‌বে না, যা হোক্, চলুন আমরা একবার সমস্ত অযোধ্যা ভ্রমণ কোরে প্রজাগণের আনন্দ বর্দ্ধন করে আসিগে, আর সকলে উপস্থিত শুভ কার্য্যানুষ্ঠানে কিরূপ গৃহ সজ্জা করেছে, ও কিরূপ পরিচ্ছদাদি পরিধান করেছে, সেই

সমস্ত দর্শন করে নয়ন সার্থক করিগে, তার পর মহা সমারোহ পূর্ব্বক রাজবাটী প্রবেশ কর্‌বো।

হর্ষ। দেখ কুমারি! আমি যে এত বৃদ্ধ হয়েছি, তত্রাচ শ্রীরামচন্দ্র যে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন, এ প্রস্তাব শুনে আমার সমস্ত লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে বালকের ন্যায় নৃত্য কোর্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।

শান্তি। দেব! যথার্থ কথা বলেছেন, আমারও মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হচ্ছে, আসুন, আমাদের প্রফুল্ল ভাব দর্শনে প্রজাগণও আনন্দে অনুকরণ কর্‌বে এখন।

হর্ষ। আচ্ছা তাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দুই জন পথিকের প্রবেশ।)

প্র-প। মিয়া সায়েব! আজ এ সহরডার মদ্দি নি এড্‌ডা কিসের গুলমাল দেহি? নাচ গানা হচ্ছে আর নেয়েত নোক পোষাক পিঁদে এয়ার দোস্ত সাতে কোরে বেড়াচ্চে রকমডা কি বলদিনি?

দ্বি-প। বাপুরে! তুই দ্যাশে থেহে এডাও শুনিস্‌নে, ঝে মোগাদের আজার বড় ছাবাল আজা হবে, তারই জন্যি এতডা হ্যাংনামা হচ্ছে? কত দ্যাশের কত বড় বড় নোক আইছে, তার আর ঠেকানা করা যায় না, তুই বাপু ঝ্যামন সড্ডু দিনির ব্যালা দকানে থাকবি, আর নাত্তির বেলা বোয়ের সাতে গপ্পি কর্‌বি, তা এসব খপর ঝান্‌বি ক্যাম্‌নে?

প্র-প। (দাড়ি কণ্ডুয়ন করিতে করিতে) নানা সায়েব!

মুইতো কথাডার হিরভিতি কিছু সমজ করতি পার্‌লাম না, — মোগাদের তো আজা আচে, তা আবার আমচন্দের আজা হওয়াডা কি বল দিনি, — নেয়েতরা খাজনাডা দেবে কারে ?

দ্বি-প। অঃ! এই জন্যে তোর মুখটা অত ভার হয়েলো ? তা বাপু! তুই ঝা ভাবছিস, ঝে মোগাদের বুঝি দু-য্যায়গায় খাজনা দিতি হবে, তা নয়রে বাপু, — মোগাদের হ্যাক যেয়গায় খাজনা দিলিই হবে, — আবার শোন, আমচন্দর আজা হবে বলে, সব এয়েতের বছরকের খাজনা মকুব হইছে, আর ঝার ঝা ইচ্ছে, সে আজ বাড়ীতে গেলেই পাবে, এখন কথাডা বুজ্‌লি ?

প্র-প। আহা হা! তোর কথাডা শুনে মোর পরাণডা ঝেন সুখ-সাগরে ডুবলো, — যথার্থ হেমন আজার প্র্যাজা না হতি পার্‌লে, সবই ব্র্যাথা, বল্‌বো কি ঝে বৌ হেখানে নাই, আগেতে বাড়ী যাই, তারপর তার সাতে বোঝ্‌ব !

রাগিণী জংলা।—তাল খেমটা।

বল্‌বো কি সুখের কথা, পরাণে ঝা হইছে।
হক না ক্যানে দুজন আজা, এ্যার বাড়া কি সুখ আছে॥
আগে তো গরে যাই, বউ আম্মা ভাত খাই,
বল্‌বো তখন গলা ধরে, এ সব কথা তার কাছে।
অযোদ্যায় আম আজা হ'ল, নেয়েত লোকের কষ্ট গেল,
রসুলাল্লা রাম বল, আর সকল কথা মিছে॥
মিয়া সায়েব গরে চলো, বিবী গোস্বা হয় পাছে,
হোক না কেন দুজন আজা, তাতে মোদের লাভ আছে।

দ্বি-প। বাপুরে! এখন চলো, — আজার বাড়ীতে হ্যাক-বার যাই। কত রকম নাচ গানা দেখবো শোন্‌বো হ্যাকন।

প্র-প। মিয়া সায়েব! আগে চল বাপু খানাপানি খেয়ে লিইগে, তার পর ভোর দিন সব য্যায়গায় বেড়াব এখন।

দ্বি-প। আচ্ছা বাপু! তোর যা ইচ্ছে তাই কর, আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ছদ্মবেশে মোহের প্রবেশ।)

মোহ। (স্বগত) দুরাত্মা হর্ষের এতদূর স্পর্দ্ধা, যে আমার অনুচরগণ লোভ হিংসা এদের অবমাননা করেছে?—বিষাদকে স্পষ্টরূপে দম্ভ কোরে ভৎর্সনা করেছে? দুরাচার! পাপাত্মা আপনার ঠিকানা না কোরে প্রেতিনি হতভাগী শান্তিকে সুদ্ধ প্রভূত্ব দেখাতে এনেছে?—আচ্ছা পিশাচ! দেখ্ কতক্ষণ তুই অযোধ্যাপুরে থাকতে পারিস, আমি মোহ, আমার দম্ভে সমস্ত জগৎ বশীভূত হয়, আমি সত্বে তোর শান্তি, করুণা এদের স্থান হবে? তা হলে যে বিধিকৃত সমস্ত সৃষ্টি ত্বরায় লোপ হবে, তুই দুরাত্মা কি জানিস্ না, যে আজ হতে সূর্য্য-বংশ রাজকুল আমার অধিনস্থ হবে?—লোভ, হিংসা বিষাদ এ রাজ্য শাসন কোর্‌বে? দেখি আজ কি কোরে তুই শান্তি সহকারে অযোধ্যাধামে বাস করিস্। অনুচরগণ! কে পাছিস্ রে?

(বিষাদ, দ্বেষ, লোভ ইত্যাদির প্রবেশ।)

সকলে। রাজন! আপনাকে অভিবাদন করি।

মোহ। দ্বেষ! দেখ তুমি ত্বরায় গিয়ে কৈকেয়ী-দাসী মন্থরার দেহে আশ্রয় করগে,—যাতে রামের অভিষেক নিবারণ হয়, তাই তোমার করা চাই।

দ্বেষ। যে আজ্ঞা মহারাজ! আর আপনাকে অধিক বোল্‌তে হবে না।

[প্রস্থান।

মোহ। লোভ! দ্বেষ কর্ত্তৃক মন্থরা অধিকৃত হলেই, তুমি মধ্যমা রাজমহিষি কেকয়-কুমারীর দেহে প্রবেশ কোরে, রাম রাজা বিনিময়ে যাতে বনগমন করে, সেই উদ্যোগে ব্যাপৃত হওগে।

লোভ। যে আজ্ঞা রাজন্! দেখ্‌বেন আমি কেমন সুচারুরূপে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করি।

[প্রস্থান।

মোহ। বিষাদ! তোমাকে আজ হর্ষ দুরাচার যেমন অপমান কোরেছে, তেম্নি তুমি তাকে রাজ্যমধ্যে যেখানে পাবে এই দণ্ডেই বিতাড়িত করগে,—রাজপুরী প্রারম্ভ কোরে, রাজস্থ প্রজা, আবাল, বৃদ্ধ, যুবা কোথাও যেন আর হর্ষ শান্তির চিহ্ন না থাকে, তোমায় আর অধিক বোলতে হবে না?

বিষাদ। মহারাজ! আজকার অপমানের উত্তম প্রতি-হিংসা সাধন কোর্‌ব, আপাততঃ এ রাজ্য শাসনের ভার আমায় অর্পণ কর্‌লেন?

মোহ। হাঁ, তোমরা সকলে এখানে রাজ্য কর, তার পর পশ্চাতে অন্যান্য বিহিত করা যাবে, এক্ষণে আমি অন্যত্রে যাত্রা কোর্‌লেম।

বিষাদ। যে আজ্ঞা, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—রাজভবন—অন্তঃপুর।

(মন্থরা গুপ্তভাবে আসীনা।)

মন্থ। (স্বগত) হুঁঃ! তাই জন্যে আজ কয়েক দিনাবধি কৈকেয়ীর মন্দিরে যাওয়া হয়নি? আর ছুঁড়ি বলে কি না, "মন্থরে! একবার বড় রাণীর মহলে গিয়ে দেখ্‌তো মহারাজের কি আর কারো বুঝি কোন পীড়া হ'য়েছে, তাই তিনি আমার মহলে ক-দিন আসেননি," আহা! ভাতার যে এদিকে বড় মাগের ছেলেকে রাজা কর্‌বার হিড়িকে আছেন, তা জানে না? কি আক্কেল মা! বড়রাণী যদি এত সোহাগী, তবে তাকে এত মুখে তোষবার আবশ্যক কি? ছেলেমানুষ পেয়ে সুদ্ধ তাকে ফাঁকি দেওয়া, মনের টান বড় রাণীর উপর সম্পূর্ণ;—কি কালের গতি! ফাঁকি দিতে পার্‌লে কেউই কাকে ছাড়েন না,—বুকের ভাতার সেও মাগ্‌কে ফাঁকি দেয়,—আচ্ছা দেখি এই কুঁজির কিছু ক্ষমতা আছে কি না,—বাছা কি একেবারে ভেসে যাবে? তবে তাকে বিয়ে করার কি আবশ্যক ছিল? ওর ছেলের মুখ একটীবার চাইলে না? আগে তো গিয়ে আপনার ঘর সাবধান করিগে, তারপর এই বিশ্বাসঘাতকতার ফল দোব। এই যে বড় সোহাগীর কটা ছুঁড়ি আস্‌ছে,—উঃ! মুখে যে আর হাঁসি ধরে না,—আচ্ছা গরবিনিরে! দেখি তোমাদের ও অহঙ্কার ভাংতে পারি কি না? আমি এইখানে কোথাও লুকুইগে দেখি আর সকলে কি বলাবলি করে।

[গুপ্তভাবে প্রস্থান।]

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী ললিত।—তাল কাওয়ালী।

হইল নগরে আজি আনন্দ অপার।
যুবরাজ হবে রাম, অধিবাস আজি তাঁর॥
প্রতি গৃহে, প্রতি দ্বার, শোভে কুসুমের হার,
প্রজাগণ নৃত্যগীতে, করিছে বিহার।
বাজে মঙ্গল বাজনা, নহবত মৃদঙ্গ নানা,
গায় গীত গুণিজনা, বসন্ত বাহার॥

(দুই জন পরিচারিকার প্রবেশ।)

প্র-পরি। সত্যি? আমার মাথায় হাত দিয়ে বল্ দেখি, মাইরি! তা হলে মহারাণী আজ আমাদের যার পর নাই সন্তুষ্টা হবেন, সন্তানের সুখ্যাতি শুন্‌লে ভাই মার প্রাণ যে কত দূর প্রফুল্লিত হয়, তা প্রসূতী মাত্রেই জানে, তা রামচন্দ্রের জন্যে যে প্রজাগণ মহারাজকে এত কথা বলেছে, এ শুন্‌লে দেবী আহ্লাদে আটখানা হবেন,—আর আমাদেরও যে কত ভালবাস্‌বেন, তা বলা যায় না, সীতাদেবী রাণী হয়ে রামের বামে সিংহাসনে বস্‌বেন, এর অপেক্ষা সুখময় ঘটনা আর কি আছে?

দ্বি-পরি। দেখ্ ভাই! আমি আগে কিছু জানিনে,—বিদুষক ব্রাহ্মণ মহারাণীর কাছেই ঐ কথা বোল্‌তে এসেছিল, তা দেবী পূজায় আছেন কি না দেখা হলো না, অন্তঃপুর হতে বেরিয়ে যাচ্ছে, আমার সঙ্গে দেখা হলো, আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "ও বিদূষক মশাই! আমাদের মহলে আজ কি মনে করে আসা হয়েছে?" তা তিনি বোল্লে, "তরু! আমি বড় রাণীর

কাছে একটা শুভ সংবাদ দিতে এসেছিলুম, তা তিনি পূজায় আছেন, এখন বলা হলো না, ক্ষণকাল বিলম্বে আস্‌বো।" এই বোলে তিনি চলে যান, আমি হাতে পায়ে পোড়ে বল্লেম, "কি সু-সম্বাদ আমায় বোলে যান।" তা তিনি বোল্লেন, "যা পুরস্কার পাবি, আমাকে অর্দ্ধেক দিস্‌,—মহারাজ কল্য রামচন্দ্রকে রাজা কোর্‌বেন, তারই স্থির হচ্ছে।" এই বোলে তিনি চলে গেলেন। আমি ভাই অমৃনি রাজসভার বাতায়নের দিকে গিয়ে দেখি, মহারাজের কাছে অনেক লোক, সকলে "মহারাজের জয়" বোল্‌ছে, আর মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ চুম্বন করে বোল্লেন, "বৎস! যখন প্রজাগণের ঐকান্তিক ইচ্ছা, যে তুমি রাজা হও, তখন তাদের সম্মান রক্ষার্থে ও আমার স্বীয় মন সন্তোষার্থে আমি কালই তোমাকে রাজা কর্‌বো।" রাম মহারাজকে প্রণাম কোল্লেন, উপস্থিত সভ্যগণ সকলে চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি করে উঠ্‌লো, আমি আহ্লাদে আর দেখতে পেলেম না,তাই বেরিয়ে আস্‌বার সময় তোর ঘাড়ে পড়ে গেছি।

প্র-পরি। তা ভাই, তবে আর দেরি কোরে কাজ নাই, আয় মহারাণীকে এমন সুসংবাদ দিইগে, আর দেখ ভাই, রামচন্দ্রকে যে প্রজাগণ ভালবাস্‌বে, তার আশ্চর্য্যটা কি? কেমন মা! আমরা সামান্য দাসী আমাদের সঙ্গে যেরূপ কথা কন, তা শুন্‌লে আহ্লাদে বুক ফুলে উঠে, আমি তো ভাই এত দিন আছি, এক দিনের জন্যে একটী রূঢ় কথা শুনি না, তা যেমন গাছ, তার তেম্‌নি ফল হবে বৈ আর কি?

দ্বি-পরি। তা চল ভাই চল, আর দেরি কর্‌বো না, যতক্ষণ তাঁকে না বলি, ততক্ষণ আর আমার মন স্থির হচ্ছে না।

প্র-পরি। তুইও ভাই দাঁড়িয়ে আছিস, আমিও ভাই আছি, তুই গেলেই আমি যাই।

দ্বি-পরি। বটে? তবে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

-০০-

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—রাজবাটী—কৌশল্যার পুরী।

(কৌশল্যা সমাসীনা।)

কৌশ। (স্বগতঃ) বৎস আমার এখনো পুরীমধ্যে এলো না কেন? বাবার আমার আজ আহারের সময় অতীত হয়েছে, সহোদরগণ সঙ্গে বুঝি জলক্রীড়ায় রত হয়েছেন, লক্ষ্মণও আসে নাই, তা হবে কেন? যেখানে রাম সেই-খানে লক্ষ্মণ,—বৎস অগ্রজের যেন ছায়া স্বরূপ কিছুমাত্র ভেদা-ভেদ নাই, সুদ্ধ ক্ষণকালের জন্য একবার নিশিতে সতন্ত্র শয়ন করা হয়;—আমার যে কি সৌভাগ্য তাই এমন পুত্ররত্ন পেয়েছি বাছার মুখ দর্শন কোল্লে আমার হৃদয় আহ্লাদে পুলকিত হয়ে ওঠে,—সৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভির্য্য, ঔদার্য্য সমস্ত সদ্‌গুণে ভূষিত হয়েছেন, প্রজাগণের উপর মমতার পরিশেষ নাই, সকলের প্রিয়, মহারাজের তো কৃপণের ধন, অন্ধের যষ্টি,—সুদ্ধ বাছার এখন রাজ্যপ্রাপ্তি হলেই আমার সুখের শেষ হয়,—তা না হয় দু-দিন বিলম্বে হবে, রাজপুত্র মাত্রেই রাজা হয়, তজ্জন্য আর চিন্তা কি? যা হোক, পরিচারিকারা সব কোথায় গেল,

না হয় একবার বৎসগণকে সম্বাদ দিয়ে আহ্বান কোরে আনুগ। এই যে ছুঁড়িগুলো হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছে, আরে, এতো আমোদ কিসের ? কি হয়েছে শুনি।

(মনোরমা ও মনোহরার প্রবেশ।)

উভয়ে। রাণী মা ! প্রণাম হই।

কৌশল্যা। কি গো বাছারা, তোদের আজ এত ফুর্ত্তি কিসের ? তোরা কি দুজনে মনের মত বর পেয়েছিস্ নাকি ?

মনো। না মা, বর কোথা পাব মা।

কৌশল্যা। তবে বাছা, কিসের হাসি বল্, আমার বড় শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।

মনো। মা ! আমাদের বর পেলে তো সামান্য আহ্লাদ হতো, কিন্তু আজ যে জন্য আমাদের প্রফুল্লতা, তা আর কি বোল্‌বো জননি ! শুন্‌লে আনন্দের সীমা থাক্‌বে না, আমরা বা কি হাস্‌ছি, তোমার মা আর হাসির শেষ থাক্‌বে না।

কৌশল্যা। আচ্ছা বাছারা বল দেখি, না হয় তিন জনে খুব হাঁস্‌বো।

মনো। মাগো ! তোমার রামচন্দ্রকে মহারাজ রাজা কোর্‌বেন।

কৌশল্যা। (সপুলকে) এঁ্যা ! কি বল্লি ? আমার রাম রাজা হবে ? সত্তি ? কবে ?

মনো। কাল !

কৌশল্যা। কাল রাম আমার রাজা হবে ? কে বল্লে ?

কোথা শুনে এলি ? বল্২, সব কথা বল্, আমি যে আহ্লাদে চখে দেখ্তে পাচ্ছিনে।

মনো। আমরা মা স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

কৌশল্যা। স্বচক্ষে কি দেখে এসেছিস গো ?

মনো। ওমা! তবে সব বলি শোন। তুমি তো শিব-পূজায় বসেছ, আমি এদিক ওদিক করে বেড়াচ্ছি, খানিক বাদে দেখি না; বিদূষক মশাই আমাদের অন্দর হতে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তা আমায় দেখ্তে পেয়ে বল্লেন, "তরু!" তিনি আমায় তরু বোলে ডাকেন। "তরু! আমি তো মহারাণীর কাছে একটা শুভ সংবাদ দিতে গেছ্লেম; তা তিনি বুঝি পূজায় বসেছেন ? তা এখন চল্লেম, ক্ষণকাল বাদে আসবো।" তা মা! তিনি নাকি আমায় বড় ভালবাসেন, তাই আমি বোল্লেম, "বিদূষক মশায়! কি সুসম্বাদ বোলে যান, আপনার পায়ে পড়ি।" তিনি বোল্লেন যে "ওরে, মহারাজ কাল রামচন্দ্রকে যুবরাজ কোর্বেন।" এই বোলে তিনি চলে গেলেন, আমি ওমনি রাজ-সভার বাতায়নের দিকে গিয়ে দেখি, যে রাম মহারাজের পাশে বোসে আছেন, সকলের হাস্যমুখ,—মন্ত্রী মহাশয় যোড়-হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান,—মহারাজ বোল্লেন, "মন্ত্রি! শীঘ্র রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করে দাওগে, যে আজ রামের অধিবাস কাল প্রাতে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে,—আর প্রজাগণ বৎসর কাল নিষ্করে বাস কোর্বে সকলে যেন রাজ্যমধ্যে আনন্দ উৎসবে থাকে।" মন্ত্রী মহাশয় কতিপয় প্রধান২ প্রজার হাত ধরে হাসতে২ বেরিয়ে গেল, আর আমিও ওমনি চলে এলেম, তারপর মনোরমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে, দুজনে

ঐ কথা নিয়ে হাস্‌তেং আস্‌ছি।—আর মা! রাম যুবরাজ হবে শুনে প্রজালোকের যে আনন্দ তা আর বোল্‌ব কি।

কৌশল্যা। বাছারে! তোদের মুখে, এই শুভ সম্বাদ শুনে, আমার যে কতদূর হৃদয় পুলকিত হলো, তা আর বোল্‌তে পারি না,— বৎসকে যে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক প্রজাগণ রাজা কোর্‌তে চেয়েছেন, এর বাড়া আর আমার কি আস্পদের বিষয় আছে? (যোড় করে) মা ভগবতি! আমি যে চির-কাল আপনাকে রক্ত চন্দন জবা দিয়া অর্চ্চনা কোরে থাকি, আজ সেই ভক্তির ফল ফল্‌লো,—দেবি! আজ আমার সুপ্র-ভাত, রাম আমার রাজা হবে! আঃ! জীবন শীতল হলো, আশাতরু সুফল প্রসবিনি হলো, ঐহিকের সুখ ভাণ্ডপূর্ণ হলো,—দেবি! আপনার চরণে আজ শত সহস্র প্রণাম করি। (পরিচারিকাগণের প্রতি) বৎসেগণ! তোরা আমার এই সম্বাদে যতদুর পুলকিত করেছিস্‌, সে পুরস্কার কাল পাবি, আজ এই স্মরণার্থ সূচনা স্বরূপ দুজনে দুটী হীরকাঙ্গুরী নে।

উভয়ে। মাগো! আমরা যেন তোমার মত জননীর জন্মং সেবিকা হই, মা! তোমার যেমন সরলান্তকরণ, তেমনি মা ভগবতী তদনুরূপ ফল দিলেন, যান আপনি অন্য প্রকোষ্ঠে যান, বোধ হয় কুমারগণ এলেন বোলে,—বোধ করি আজ হতে সকলের সমস্ত দ্রব্যাদির আয়োজনে আর নিদ্রাহার হবে না, আর কুমারকে তো উপবাস কোরে থাকতে হবে, ওমা! এই যে তিনি স্বয়ংই আস্‌ছেন, আমরা অন্য গৃহে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সহাস্যমুখে রামের প্রবেশ।)

রাম। জননি! প্রণাম হই।

কৌশল্যা। বৎস! চিরজীবি হও, এসো বাবা কোলে এসো (ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন।)

রাম। বাবা কাল আমায় অযোধ্যা, কোশল ও অন্যান্য অধিনস্থ রাজ্যের শাসনভার প্রদান কোর্‌বেন, মা! তুমি কাল হতে রাজমাতা হবে।

কৌশল্যা। রামরে! আমি যখন তোমার সদৃশ পুত্রের গর্ভধারিণী,—তখন বাবা! আমার কি অল্প সৌভাগ্য? বাছারে! তোমার জন্মাবার অগ্রে আমি যেমন দুঃখ পেয়েছি, তোমার ভুমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত আমি তেমনি সুখাধিকারিণী হয়েছি,—বৎস! প্রজাগণ যে তোমাকে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক রাজ্য-ভার প্রদানে মহারাজকে অনুনয় করেছিল, এর অপেক্ষা আর আমার আস্পদের কি আছে? বাবা! একবার বধূ মাতাকে এই সুসংবাদ দাওগে, আহা! বাছা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী,—তা যার এমন সর্ব্বগুণাকর পুত্র, তার বধূও সেইরূপ হবে। রাম! তোমার পিতা কি সভাস্থলে এখন আছেন?

রাম। মা মা, তিনি সভা হতে উঠেছেন, তিনিও আগত প্রায়,—ঐযে আস্‌ছেন, তবে আমি জানকীর প্রকোষ্ঠে গমন করি; প্রণাম হই মা।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে মঙ্গল বাদ্য ও শঙ্খধ্বনি।)

কৌশল্যা। আহা! প্রজাগণ সকলেই আনন্দে মগ্ন হয়ে মঙ্গল বাদ্য বাজাচ্ছে,—দেখি মহারাজ কতদূর। [প্রস্থান।

মন্থরা। (বাহিরে আসিয়া) বড় গিন্নি! তোমার এই মহা হরিষে] যদি আজ আমি বিষাদ না করি, তা হলে আর আমায় কেউ যেন কুঁজি বলে না,—আপনি আর বৌ-ব্যাটা সুখে থাক্‌লেই হলো, তুমি কেমন একচোকী তা দেখবো, আর আমার এখানে থাকবার কি আবশ্যক, যা যা জান্‌বার তা জান্‌লেম। উঃ! রাজবাড়ী একেবারে জম্‌কালো হয়ে উঠ্‌লো, ভরত আমার যেন কেউ নয়, বাণে ভেসে এসেছে, তাই সেখানে একবার খবরটা দেবার কথাও কার মনে পোড়্‌ল না? আচ্ছা, থাক থাক দেখ্‌ছি, এক মাকড়্‌সার জালে সব ফাঁসাব।

[প্রস্থান।

-oo-

য় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—অযোধ্যা নগরস্থ সরোবর তীর।

(দুইটী কুলবধূ আসীনা।)

প্র-ব। হ্যাঁ ভাই গঙ্গাজল! আজকে রাজ্যময় অত বাজনা, শঙ্খধ্বনি হচ্ছে কেন?

দ্বি-ব। ওমা! তুই বুঝি তাও শুনিস্‌নে? না, তাই বা শুন্‌বি কেমন কোরে, আজ সবে বাপের বাড়ি হতে এসেছিস ওরে ভাই! বাজনা বাদ্দি হচ্ছে কেন জানিস? মহারাজ

তাঁর বড় ছেলে রামচন্দ্রকে কাল প্রাতে রাজা কোর্‌বেন,তাই কত দেশের রাজারাজড়া ও কত বড় বড় লোক আস্‌ছে,—ভারি ধুম, আমাদের সব এক বছরের খাজনা রদ হয়েছে,—ঐ দেখ্‌লিনে সব বাড়ীর সমুখে কল্‌সী দিচ্ছে, কলাগাছ, ডাব আর ভারা বাঁধছে আলো দেবে বোলে।

প্র-ব। বটে? আহা তা বেশ হবে, আমাদের উনি বলেন, যে রামচন্দর রাজা হলে প্রজালোক খুব সুখে থাক্‌বে, তা সেই রামচন্দ্র যখন কালই রাজা হবে, তাতে আর প্রজালোক আহ্লাদ কর্‌বে না? আমি ভাই বাড়ী গিয়ে ঠাকরুণকে বোলব, যে আমাদের রাজবাড়ী নিয়ে যান, সীতাদেবীর পুনর্ব্বিবাহের সময় আমি আর একবার গেছলেম,—মাইরি ভাই, এমন সুন্দরী দেখিনে।

দ্বি-ব। ওলো, ঐ যে রাজবাড়ীর পুরুত না কে আস্‌ছে, ঐ যে ব্রাহ্মণীও আস্‌ছে, আয় ভাই আমরা আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে দেখিগে ওরা কি বলে।

প্র-ব। আচ্ছা ভাই চল। [প্রস্থান।

(জনেক ব্রাহ্মণ ও তৎপশ্চাতে ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণী। দেখ; খাবার দাবার গুলো যেন আর কোথায় বিলিয়ে এসো না।

ব্রাহ্মণ। আঃ! গৃহিনি! তুমি বৃথা আমায় কেন জ্বালাচ্ছ? (বারি লইয়া) ওঁ শন্ন অপধন্যা,——

ব্রাহ্মণী। আর দেখ, যদ্যপি একলা অত জিনিষ না আন্‌তে পার, তা হলে নয় বড় ছেলেটাকে সঙ্গে দি, দুজনে হাতাহাতি করে,——

ব্রাহ্মণ। গৃহিণি! তোমার এত বয়েশ হয়েছে, তবু তোমার,——

ব্রাহ্মণী। দেখ, তুমি খালি আমার বয়েস দেখ, এত তত, আমার কত বয়েস হয়েছে বলদেখি? তুমি খালি আমাকে লোকের কাছে বুড়ী করতে চাও।

ব্রাহ্মণ। তোমার বয়েসের কথা বোল্লে যে খেতে আস, (আচমনান্তে) শমন সন্তু সুপ্যা;—

ব্রাহ্মণী। দেখ ঠাকুর! তুমি যখন আমায় বিয়ে কোরে-ছিলে তখন আমার বয়েস কত? কুড়ি? আর সেদিনে বড় ছেলেটি হয়েছে,শেঠের কোলে না হয় সেও কুড়ি বছরের হোক, বড় মানুষের ঘরে পড়্লে আজো পুতুল খেলবার বয়েস নয়,—তা যা হোক মোদ্দা,খাজা গজা গুণো যেন খুইয়ে এসো না,আর কাপড় চোপড় গুলো না হয় মোট বেঁধে মাতায় কোরে এনো, তা হলে হাত জোড়া হবে না।

ব্রাহ্মণ। আঃ! তুমি যে আমায় ভারি জ্বালাতন কোর্লে, (নেপথ্যে দেখিয়া) তুমি পালাও, রাজবাড়ী হতে বুঝি সুমন্ত্র মহাশয় আস্ছে।

ব্রাহ্মণী। তা আমি যাচ্ছি, কিন্তু মাথায় কাপড়, আর হাতে খাবার এটী ভুলো না। [প্রস্থান।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ।)

সুমন্ত্র। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি এখানে আছেন? আমি আপনাকে সমস্ত স্থান অন্বেষণ কোরে এলেম, যা হোক, আর বিলম্ব কোর্বেন না একবার ত্বরায় আসুন,—অভিষেচ-নীয় কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন আছে দেখবেন।

ব্রাহ্মণ। যা হোক, সুমন্ত্র মহাশয়! রামের রাজ্যাভিষেক বার্ত্তা শ্রবণ কোরে প্রজারা কিরূপ ভাবে আহ্লাদ সূচনা কোর্‌ছে?

সুমন্ত্র। প্রজাগণ এই শুভকার্য্যানুষ্ঠানের বার্ত্তা আকর্ণন মাত্র, সকলেই হরিষে মগ্ন, কদলী বৃক্ষ, পূর্ণ কলস, অভ্রসার ও পুষ্পমালা দিয়ে বাটীর দ্বার ও বাতায়ন সকল সজ্জিত করেছে,—দেবমন্দিরে গায়কগণ ঐশ্বরীক সঙ্গীতে প্রতিধ্বনীত কোর্‌ছে,—সকল স্থানে, শ্বেত, নীল, হরিদ্রা, রজত বর্ণের পতাকাতে পরিপূর্ণ, আর সকলে স্বস্ব বাটীতে মঞ্চ প্রস্তুত করে দীপমালা সজ্জিত কোরছে, সমস্ত অযোধ্যায় আনন্দ-স্রোত বচ্ছে, সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের জয়সূচক নাদে নগর বর্ত্ম পূর্ণ, বোধ হয় অমরাবতীও আজ অযোধ্যার সঙ্গে সমকক্ষ হতে পারে না,—অতএব আসুন আর বিলম্ব কোর্‌বেন না, মহারাজও দীন দরিদ্রগণকে অসংখ্য ধন বিতরণ কোচ্ছেন, ব্রাহ্মণগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ। সুমন্ত্র মহাশয়! আপনি যখন কর্ম্মকর্ত্তা তখন আর আমাদের বিষয় বোলতে হবে না, তবে চলুন আর বিলম্ব অনাবশ্যক, বাকি সন্ধ্যাটা পথিমধ্যেই সমস্ত কোরে নেব এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—অযোধ্যা—রাজবাটী,—সীতার প্রকোষ্ঠ।

(সীতা আসীনা।)

সীতা। (স্বগতঃ) আজ আমার এই মুক্তার হার ছড়াটী নাথের গলায় দিয়ে দেখ্‌বো, নবজলধর অঙ্গে কিরূপ শোভা পায়,—কি না হয় আমার সমস্ত অলঙ্কার তাঁকে পরিয়ে নারী সাজাব,—যথার্থ! কিসে যে নাথের মনস্তুষ্টি সাধিত হবে এই আমার বাঞ্ছা, যদ্যপিও তিনি আমায় সাতিশয় ভাল বাসেন, তত্রাচ আমার ইচ্ছে, যে সর্ব্বদা তিনি আমার কাছে থাকেন,—বিরলে বোসে নিয়ত তাঁর শ্রীমুখের শ্রী দেখে নয়ন চরিতার্থ করি, ও তাঁর মধুমাখা কথা শুনে শ্রবণ পরিতৃপ্ত করি, আমি এমনি নাথের পক্ষপাতিনী, যে সমস্ত জগৎ এক দিকে ও নাথের সুমধুর নামের বর্ণ একদিকে কর্‌লেও জগৎ সমকক্ষ হতে পারে না,—আমি এই মণিমাণিক্য খচিত অন্তঃপুর মধ্যে আছি বটে, কিন্তু জীবন আমার সেই প্রাণনাথের সঙ্গে,—সর্ব্বদাই সেই কথা সেই রূপ মনে হচ্ছে, আর আর সমস্তই বৃথা।

রাগিণী মুলতান।—তাল আড়াঠেকা।

সদা ধায় তাঁর কাছে, এ মম পাগল মন।
যত দেখি তত বাড়ে, তৃপ্ত নহে এ নয়ন॥
সদা সেই মৃদু হাসি, হৃদয়ে উদয় আসি,
হয় মম প্রতিক্ষণে, নিশি দিনে অনুক্ষণ।
বিরলে বসিয়ে থাকি, সে মোহন রূপ দেখি,
তবু মম দুই আঁখি, কেন ঝরে অনুক্ষণ॥

(মনোরমা ও মনোহরার প্রবেশ।)

এসো২, ভগ্নিগণ এসো, মা বুঝি আমায় ডেকেছেন? তা একজন ছেড়ে একেবারে দুজনেই যে এসেছ কি সংবাদ ভাই?

মনো। জানকি! আমরা আজকাল ভাই সম্বাদ বেচে বেড়াই।

সীতা। কি সংবাদ ভাই! বল না আমি কিনে নেব।

মনো। সে ভাই অনেক দামের কিন্তে পার্‌বেনা।

সীতা। কেন ভাই, সে সংবাদের কি এত মূল্য?

মনো। জানকি! সে সংবাদের এত মুল্য, যে রাজার রাণী না হলে কিনতে পারে না।

সীতা। তবে ভাই আমি কি কোর্‌ব, রাজবধূ হলে যদি হোত, তা হলে দেখ্‌তেম,—রাণী নই, তবে আর কেনা হোল না।

মনো। আর যদি ভাই আমরা তোমাকে রাণী কোরে নি, তা হলে পার্‌বে?

সীতা। সেতো আর সহজে হবে না ভাই, সে অনেক বিলম্ব।

মনো। আর যদি ভাই কালই পারি তা হলে?

সীতা। ভাই! ও পরিহাস।

উভয়ে। জানকি! এ পরিহাস নয় সত্য, শোন।

অযোধ্যার সিংহাসনে, তব প্রাণেশ্বর,
নবজলধর রূপী, রাম রঘুবর,
যৌবরাজ্য অভিষিক্ত, হইবেন কালি,
অনুমতি দিয়াছেন রাজরাজ্যেশ্বর

মহারাজ দশরথ, অপত্য বৎসল।
ব্যাপী সর্ব্ব রাজময়, হয়েছে ঘোষিত
এ হেন শুভ সংবাদ,—আসিতেছে কত,
নদ নদী উত্তরিয়ে, পর্ব্বত প্রদেশ,
অনুগত রাজগণ, সজ্জিত স্বদলে,—
এ রাজ্য নিবাসী যত,—যুবক যুবতী,
আবাল বৃদ্ধ বনিতা,—অন্ধ খঞ্জ আদি
প্রফুল্লিত সর্ব্বজন,—সারি সারি দ্বারে,
সাজায়েছে হেমঘট, আর অগ্রসারে।
বাজিছে বাজনা কত, শঙ্খ ঘণ্টা রবে,
প্রপূরিত রাজবর্ত্ম,—নাচিছে নর্ত্তকী,
গাইছে গায়ক কত সুমধুর গান,
রামজয় রবে নাচে, সর্ব্ব প্রজাগণ।

সীতা। ভগ্নিগণ! আমার এতক্ষণ হৃদ্বোধ হোল, যে তোমাদের সংবাদের মূল্য দিতে আমি অক্ষম বটে, প্রাণেশ্বরকে পিতা যুবরাজ কর্‌তে মনন কোরেছেন, এ কথা শুনে যে আমার কি আনন্দ হলো, তা আর বোলতে পারি না, আমি ভাই কিন্তে পার্‌লেম না, সুদ্ধ তোমাদের দুজনের কাছে বায়না কোরে রাখ্‌লেম। (দুই ছড়া মুক্তার হার প্রদান)

(উর্ম্মিলা ও সুলেখার প্রবেশ।

উর্ম্মিলা। বড় দিদি! আমি সে রাত্রে যে স্বপ্ন দেখেছিলেম ভাই ভাই সত্য হোল কি না দেখলে? এখন ভাই তোমার বাজী হার?

সীতা। ভগ্নি! এ রকম বাজী আমি প্রত্যহ হার্‌তেও অস্বীকৃত নই।

মনো। কিসের বাজী সেজ দিদি?

উর্ম্মিলা। ও ভাই! সেদিন রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি, যে বট্‌ঠাকুর রাজবেশ পরিধান কোরে, দিদির হাত ধোরে নিয়ে রাজ-সিংহাসনে উঠ্‌তে যাচ্ছেন, চারিদিকে সভাস্থল হোতে জয়ধ্বনি হয়ে উঠ্‌ল,—সে জয়ধ্বনিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হোল, আর রাত্রে ঘুম হোল না, প্রাতঃকালে এসেই আমি বোল্লেম যে, "ভাই! তুমি ত্বরায় নুতন রাণী হবে" তা উনি হেঁসে উড়িয়ে দিলেন, তাই আমি বাজী রেখেছিলেম,—আজ দিদির বাজী হার হোল।

সীতা। ভগ্নি! মা যখন আমাকে তাঁর পরিচারিকা দ্বারা সংবাদ প্রেরণ কোরেছেন, তখন আর আমার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু আগে জান্‌তেম না, যে আমার অদৃষ্ট এত শীঘ্র সুপ্রসন্ন হবে, আমি বিধাতাকে শত সহস্রবার ধন্যবাদ করি, যে তিনি আমার উপর এত করুণা প্রকাশ কোল্লেম।

রাগিণী পিলু। তাল যৎ।

আজি গো উর্ম্মিলা আমার, শুভদিন সুপ্রভাত।
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত, হবে দুঃখিনীর নাথ॥
সকরুণ হোল বিধি, হাতে দিল রত্ননিধি,
আমার প্রাণের নিধি, হবে অযোধ্যার নাথ।
নিশিতে সকলে মিলি, চল হোয়ে কুতুহলি,
শান্তিরসে মন ঢালি, সুখী হব অচিরাত॥

উর্ম্মিলা। দিদি! বড়রাণী ঠাকরুণ ও পিতা তোমার মহলে আস্‌ছেন।

সীতা। বটে? আজ আমার পরম সৌভাগ্য বোল্‌তে হবে, এই যে এসেছেন।

(দশরথ ও কৌশল্যার প্রবেশ।)

উভয়ে। মা! প্রণাম হই,—পিতঃ! প্রণাম হই।

উভয়ে। বৎসগণ! তোমাদের চিরায়ত্ত হোক।

দশরথ। মা জানকি! তুমি পরিচারীকাগণ মুখে শুনেছ, যে আমি কাল রামকে রাজা কোর্‌ব, তা বাছা! তোমাদের উভয়কে সিংহাসনে বসিয়ে আমার নয়ন ও মন চরিতার্থ কোর্‌ব।

সীতা। বাবা! আপনার অনুগ্রহে আমরা যে কতদূর আনন্দিত হোয়েছি, তা আর আপনাকে কি জানাব? আশী-র্ব্বাদ করুন, যেন প্রাণেশ্বর প্রজাবৎসল প্রজাপ্রিয় হোয়ে রাজ্য শাসন প্রণালীতে সূর্য্যকুলের মুখ সমুজ্জ্বলিত করেন।

দশরথ। মা! রাম যে আমার প্রজাপ্রিয়, তা তাকে যুবরাজ কর্‌বার জন্য প্রজাগণের আগ্রহতা দেখেই বোধ হয়েছে, আমার যে রামকে দেখে শত্রুগণ ফিরে চায়, মহা হিংস্রক সর্প পর্য্যন্ত মস্তক নত করে, সে রামকে আবার প্রজাগণ ভাল-বাস্‌বে, তার আর আশ্চর্য্য কি? তা যা হোক বাছা, কাল প্রাতে স্নানাদি কোরে পরিচ্ছদাদি পরিধান কোরে প্রস্তুত হোয়ে থেকো।

কৌশল্যা। আর দেখ মা, আজ রাত্রে একটু সকাল২ শুয়ো, তা না হোলে আবার ভোরের ব্যালা ঘুম ভাংবে না, আর সুলেখা! তুই বাছা নূতন রাণী সাজাবার সব জিনিষপত্র

কাপড় চোপড় আন্‌বি আয়, সব ঠিক কোরে রেখে দিও, তখন যেন আর কিছু কোর্‌তে হয় না ; এখন আমরা চোল্লেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুখেলা। সখি! বড় রাণীমা ডেকে গেলেন, তা আমি ওঁর মহল থেকে সব জিনিস গুল নিয়ে আসি, আর দেখি আমাদের নুতন রাণীর জন্যে কি নুতন গয়না গড়িয়েছেন, মনের মত না হোলে ঝগড়া কোর্‌ব।

সীতা। না সই! মা যা দেবেন তাই এনো, তাঁকে যেন কিছু বোল না।

সুলেখা। আচ্ছা ভাই, দেখা যাক।

[প্রস্থান।

সীতা। ঊর্ম্মিলে! আগে প্রাণেশ্বর আসুন তার পর কালকের বিষয়ের সব পরামর্শ করা যাবে।

ঊর্ম্মিলা। আচ্ছা দিদি, কিন্তু ভাই আমি মনে করি সমস্ত নগরে যখন এত আহ্লাদ আমোদ নাচ গাওনা হোচ্ছে, তখন আমাদের অন্তঃপুরে না হওয়া অন্যায়।

সীতা। ভাই! মা কি আজ্ঞা কোরে গেলেন দেখেছ তো. যা আমোদ আহ্লাদ কোর্‌তে হয় কাল করা যাবে, আজকের রাৎটে চোক বুজিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাক।

ঊর্ম্মিলা। (সহাস্যে) দিদি। তাতো নয়, বঠ্‌ঠাকুর একে একলাটি থাকবেন সেই জন্যে ওদিকে মন নাই।

সীতা। হ্যাঁলা ছুঁড়ি! তোর মন বুঝি দেবর ছাড়া আর কার উপর আছে? যার মন তারই, আবার কার হবে? তবে একটা লৌকিক চাই, কাল খুব পেট ভরে নাচ দেখিস।

নেপথ্যে। কোথা গো বৌ-ঠাকরুণ কোথায়?

ঊর্ম্মিলা। কারা সব আমাদের বাড়ীতে এসেছে, এস দেখিগে।

সীতা। চল, সকলকে আদর কোরে ঘরে আনিগে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—অযোধ্যা,—সীতার প্রকোষ্ঠ।

(রামের প্রবেশ।)

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী পুরবী।—তাল আড়াঠেকা।

হের কিবা মনলোভা, চলে রাম রঘুবর।
সুমধুর হাসি মুখে, জগজ্জন মনোহর॥
তুষিতে জানকী ধনে, সুমধুর সম্ভাষণে,
শুনাইতে প্রিয়জনে, সুসংবাদ সুখকর।
প্রভাতা হোল রজনী, দোঁহে হবে রাজারাণী,
সুখে দিবস যামিনী, কাটাইবে নিরন্তর॥

রাম। কৈ প্রেয়সীকে তো পরিচারিকা অনেক ক্ষণ সম্বাদ দিয়েছে, তবে এখন কি কাযে আছেন? বোধ হয় বুঝি প্রতিবাসিনী কুলবধূগণ সঙ্গে হাস্য পরিহাসে ব্যস্ত আছেন, যা হোক, আমি তো এইস্থলে উপবেশন করি, (উপবেশনান্তে) আজ আমার অভিষেকের বার্ত্তা পেয়ে প্রেয়সী না জানি কত

সুখিনী হয়েছেন, আহা ! সরলা কৌমারী-মাধুর্য্যসম্পন্না সীতা ব্যতীত রামের আর গতি নাই, প্রাণেশ্বরী আমায় যে কিরূপ প্রেম করেন, তা বোধ করি মুখে প্রকাশ করা যায় না। কিসে আমি ভাল বোল্‌ব,—কিসে আমি ভাল দেখ্‌ব, সুদ্ধ এই সকল কার্য্যেই দিবারাত্র বিব্রতা, অনুপমেয় শ্রদ্ধা, ভক্তি, মমতা, প্রীত, এমন সীতা যে কাল নূতন রাণী হয়ে আমার সহ সিংহাসনে বোসে সহধর্ম্মিণী কার্য্য সম্পাদন কোর্‌বেন, এ আমার মহা আস্পদের বিষয়,—হাঃ ঐ যে স্ত্রীলোকের পদালঙ্কার শব্দ হোচ্ছে না ? ও নুপুর ধ্বনি রাম-হৃদয় রঞ্জিনী ভিন্ন আর কার নয়।

(সহাস্যমুখে সীতার প্রবেশ।)

সীতা। নাথ ! আমার যে আস্‌তে বিলম্ব হয়েছে, সে জন্য তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি, প্রতিবাসিনী সঙ্গিনীগণ সহ পাঁচ কথা হইতে একদণ্ড দেরি হয়েছে।

রাম। প্রিয়ে ! আর তোমার ক্ষমা প্রার্থণায় কাজ নাই, আমি মনেও ঐরূপ ভেবেছি, ও কথা যেতে দাও, এই খানে উপবেশন কর। (উপবেশন) মাতৃমুখে ও পরিচারিকাগণ মুখে সমস্তই শুনেছ, আমার আর সে বিষয় বোল্‌তে হবে না, এখন বলদেখি কাল রাজ-সিংহাসনে বোস্‌তে কি কি নূতন অলঙ্কার চাই ?

সীতা। নাথ ! হীরা, মাণিক্য, মুক্তা, প্রবাল সকলেরই এক একটী নির্দ্ধারিত মূল্য আছে, কিন্তু তোমার সদৃশ অমূল্য রত্ন যখন আমার দক্ষিণ পার্শ্ব শোভিত কোর্‌বে, তখন

তার কাছে এমন অলঙ্কার কি আছে যে সমতুল্য হবে? তা প্রাণেশ্বর! সীতার নিকট অযোধ্যা জীবন রামাপেক্ষা আর কিছুরই গৌরব নাই, তবে পিতামাতা ও প্রজাগণের মন সন্তোষার্থে যা দেবেন তাই আমার ভাল।

রাম। কিন্তু জানকি! এ অভিষেক সুধু আমার নয়, তোমারও, কারণ তুমি যখন আমার সহধর্ম্মিণী স্থলে উপবেশন কোর্‌বে, তখন আমায় সমভাবে প্রজাপালন, প্রজাশাসন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই সহায়তা কোর্‌তে হবে, আমি সুদ্ধ একমাত্র অবলম্বন হব।

সীতা। আচ্ছা যা হোক, এত ছলাও জান, আমি রাজ্য কোর্‌ব? এ অদ্ভুত কথা কি কেউ কখন শুনেছে?

রাম। কেন প্রিয়ে! শক্তির সহায়তা ব্যতীত পুরুষের কি সাধ্য যে কোন কর্ম্মে সিদ্ধ হয়, তা তুমি আমার সহকারিণী না হোলে আমি কখনই এ দুরূহ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় পারগ হব না।

সীতা। নাথ! আমার যথাসাধ্য তাই কোর্‌ব, তার পর অবশিষ্ট ভার তোমার, এখন এস সন্ধ্যা কার্য্যাদি সমাপন কোর্‌বে তার পর সকল পরামর্শ করা যাবে।

রাম। আচ্ছা প্রিয়ে! আজ আমি অনশনে আছি, চল ত্বরায় পর্য্যঙ্কে পতিত হয়ে শ্রান্তি লাভ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—অযোধ্যা—রাজবাটী।

(কৈকেয়ী আসীনা।)

কৈকেয়ী। (স্বগতঃ) তাইতো, মন্থরাকে তো বড় দিদির মহলে আজ পাঠাইনে! মাগি এদানি যেন কেমন হয়েছে, যেখানে যায়,সেইখানেই থাকে, ঘর থেকে বেরুলে আর ফির্তে চায় না, এক দণ্ড যদি অন্দর থেকে বাইরে গেছে, অম্নি রাজ্যের খবর এনে হাজির; যার যেখানে যা হয়েছে, কি হোচ্চে সব গুলি এসে পরুচে পাড়া হবে, হাজার হোক সেকেলে মানুষ কি না, অনেক বুদ্ধি ধরে অনেক ফন্দী জানে, তা যা হোক; এর বিলম্ব দেখে যে আমার ভয় হোচ্চে, অবিশ্যি কার কোথাও কিছু অমঙ্গল হয়েছে, তা না হলে ক্ষণেং আমার দক্ষিণ অঙ্গই বা নাচ্চে কেন? থেকেং যেন মনটা হুহু কোর্‌ছে, চোক বুজ্‌-লেই যেন কত ভয়ানক আকার দেখতে পাচ্চি, এর কারণ কি? পরিচারিকা গুলোর কারেও দেখতে পাচ্চি না, কি করি?

(মঙ্গলার প্রবেশ।)

হ্যাঁলা! আমি এই ঘরের ভেতর চোরের মত বোসে আছি, আর তোরা সব কোথা ছিলি? আচ্ছা সব মেয়ে যাহোক বাবা, খালি কিসে আপনারা ফিটফাট থাক্‌বে এই চেষ্টা, এদিকের

চুল গাছটি ওদিক হবার যো নাই, আমি নিজেই সকলের মাথা খেয়েছি, আগে আদর দিয়ে বড় কোরেছি, এখন সামলান ভার।

মঙ্গলা। কেন মা! আম্‌রা কি কোরেছি? কোথায় সব শাঁক বাজ্‌ছিল, আমরা মনে করি বুঝি ভূমিকম্প হচ্ছে, তাই খিড়্‌কির পুকুরের জল দেখ্‌তে গেছলেম, তার পর দেখি যে কিছুই না।

কৈকেয়ী। তোরা তো ঐ সব হুজুক খুঁজে বেড়াস্‌, আর তোদের কাজ কি, তিনবার কোরে রাজভোগ খাবি; আর এম্‌নি কোরে মাতুনি কোরে বেড়াবি, এক কাজ কর্‌দেখি, মন্থরাকে তো বড় দিদির মহলে পাঠিয়েছি, এত দেরি হোচ্ছে কেন, কার কি ব্যায়রাম স্যায়রাম হোল নাকি, তাই আমার ভাবনা হচ্ছে, তা তুই না হয় একবার এগিয়ে দেখ।

মঙ্গলা। বালাই,—রাজপরিজনের মধ্যে আবার কার অসুখ হবে, শত্রুরের হোক,—আচ্ছা মা, তুমি বোলছ আমি দেখ্‌ছি মন্থরা দিদি কতদূর। (নেপথ্যে দেখিয়া) ওমা! এই যে দিদি আস্‌ছে,—নাম কোত্তে না কোত্তেই অনেক দিন বুড়ি বাঁচ্‌বে (স্বগতঃ) আর আমাদের হাড়ে নাড়ে পোড়াবে, পোড়া যম কি ওর নাম ভুল্‌তে ভুলেছে, মাগি খালি কুতর্কের গোড়া (প্রকাশ্যে) এই যে দিদি এসেছে।

(মন্থরার প্রবেশ।)

দেখ দিদি! মা আবার তোমাকে খুঁজ্‌তে আমায় পাঠাচ্ছিলেন, তা তুমি ভাই নাম কোত্তেই এসেছ।

মন্থরা। আচ্ছা লো মিষ্টিমুখী! তুই এখন এখান থেকে পালা, সাবান দিয়ে গা ঘোস্‌গে যা, না হোলে গোরো নাগর কাছে ঘেস্‌বে না।

মঙ্গলা। না হয় তোমায় দিয়ে গা ঘেঁসা কোরে নেব।

মন্থরা। তাও কি কখন হয় লা? তোরা হলি ছুঁড়ি, আর আমি হোলেম ত্রেকেলে বুড়ী, সব কাজের বার।

মঙ্গলা। সে ভাই তুমি নও, আমরা তোমার কাছে ক্রাও,—মাইরি দিদি! তুমি এক জন।

মন্থরা। আচ্ছা লো,—এখন এখান থেকে যা, মেজ গিন্নির সঙ্গে আমার গোটাকত কথা আছে বিরলে বোল্‌ব।

মঙ্গলা। (স্বগতঃ) চোকখাগী হতভাগী একদণ্ড বাইরে গিয়েই কার মাতা খাবার মন্ত্রণা এঁটে এসেছে, মাগির মত যদি আর একটী বুড়ি থাকত, তা হোলেই পৃথিবী রসাতল যেত (প্রকাশ্যে) যা! তবে এখন আসিগে, আর বেলা নাই, প্রায় সন্ধ্যা হোয়ে এল।

[প্রস্থান।

কৈকেয়ী। ও ছুঁড়ীকে অমন কোরে তাড়ালে কেন?

মন্থরা। ওগো তুমি ছুঁড়ী, তাই খুকিদের নিয়ে থাক্‌তে ভালবাস, আমার ওসব ভাল লাগে না, আমি যখন না থাকব, তখন তুমি খুকীদের নিয়ে পুতুল খেলা কোরো।

কৈকেয়ী। কেন মন্থরে! তোর রকম দেখে আমার যে ভয় হচ্ছে,—কি দেখে এলি কি শুনে এলি বল্‌, কার কি কোন বিপদ হয়েছে নাকি?

মন্থরা। বিপদ যত তোমায়।

কৈকেয়ী। কেন নন্দীগ্রামে পিতা মাতা কি বৎস ভরত তাদের কোন অমঙ্গল হোয়েছে ?

মন্থরা। বালাই! শেঠের কোলে ষষ্ঠীর দাস, ভরতের আবার কি হবে লা ?

কৈকেয়ী। তবে কি দিদি কৌশল্যা না ভগ্নী সুমিত্রা না বধূমাতাগণের কার অসুখ হয়েছে ?

মন্থরা। না গো না, তাঁদের কিছু হয়নি।

কৈকেয়ী। তবে কি লক্ষ্মণ না সর্ব্বগুণাকর লোকাভিরাম প্রিয় বৎস রামের কোন পীড়া হয়েছে ? না মহারাজের ?

মন্থরা। (সরোষে) ইস্! রামের সুখ্যাতি যে আর মুখে ধরে না, "লোকের ব্যারাম পিয় বচ্ছ রাম" রাম কি তোমার সতীন পো, না পেটের ছেলে ?

কৈকেয়ী। কেন মন্থরে! আজ এমন কথা বল্লি কেন ? রামের গুণানুবাদ কি সুদ্ধ আমি করি ? রামকে ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিৎ, আবাল বৃদ্ধ, যুবতী কে না ভালবাসে ? ভরত আমার পেটের ছেলে, কিন্তু রামের কাছে নয়, রাম কি আমায় সৎমা ভাবে ? আমায় গর্ভধারিণী অপেক্ষা ভালবাসে, আমার আগে রাম, তার পরে ভরত, রামের সঙ্গে তুলনা কার ? তা এমন রামের যথার্থ প্রশংসায় তোমার মুখভাব বিকৃত হোল কেন ?

মন্থরা। তোরা বাছা লিখুনে পড়ুনে একালের মেয়ে, মেলা জানিস, আমরা অত বক্তিতা জানি না, সাদা সিদে বুঝি।

কৈকেয়ী। তা এতে তোমার আর সাদা কালর কথা কি হোল ? তোর যে মুখ ভঙ্গিমা দেখে আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেছে।

মন্থরা। বাছা ! তোমার শুকোনোর দরকার কি ? তোমার "পিয় বচ্ছ রাম" কাল অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বোস্‌বে, তুমি মেলা চিনি মিছ্‌রি খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করো।

কৈকেয়ী। এঁ্যা ! কি বল্লি ? রাম কাল অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বোস্‌বে ? সত্তি ?

মন্থরা। এ কথায় কি আবার গঙ্গাজল ছুঁতে হবে নাকি ?

কৈকেয়ী। কোথা শুন্‌লি ? কে বোল্লে ?

মন্থরা। শুন্‌লুম বড় গিন্নির মহলে, দেখ্‌লুম চখে, বোল্লে রাজা নিজে !

কৈকেয়ী। মাগো ! তুই কি লোক বাবু, এমন সুখের কথা কি ওমোন ভয় দেখিয়ে বোল্‌তে হয় ? আঃ ! রাম আমার রাজা হবে ? শুনে শরীর শীতল হোল, এতদিনে তবে সকলের মনস্কামনা সিদ্ধ হোল, মহারাজ যে এই কল্পনা কোরে কতদূর সকলের মনোরঞ্জন কোর্‌লেন তা বলা যায় না৹ তাই জন্যে এ ক-দিন আমার এখানে আসেন নি,মাগো ! আমি আরো কতখানা ভেবে মরি, মন্থরে ! তুই আমায় এই সুসম্বাদ দিয়ে যেমন পরিতুষ্ট কর্‌লি, মা ভগবতী তোকে তেম্‌নি সন্তোষ করুন, তা বাছা ! তুই আমার বাপের বাড়ীর দাসী, আমার ধাত্রী, তোকে আর আমি কি পুরস্কার দিয়ে সন্তোষ কোর্‌ব, "রাম রাজা হবে" এ কথার পুরস্কার দেওয়া আমার সাধ্য নাই, তত্রাচ মহারাজ প্রদত্ত এই মনি-খচিত মুক্তার হার ছড়াটী যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার স্বরূপ গ্রহণ কোরে আমায় বাধিত কর।

রাগিণী পুরবী।—তাল আড়াঠেকা।

না পারি কহিতে কত, আনন্দ অপার।
হইল মন যে মম, সুসম্বাদে আজিকার॥
সর্ব্বজন প্রিয় রাম, মরশনে সিদ্ধ কাম,
সর্ব্বসদ্‌গুণধাম, পাবে সিংহাসন।
যে সম্বাদ দিলি মোরে, কি শুবিধ পুরস্কারে,
তথাচ সামান্য মত, লহ কণ্ঠহার॥
এত দিনে সূর্য্যকুল, খ্যাতিতে হবে উজ্জ্বল
আশাতরু দিল ফল, কিবা চমৎকার॥

আহা! সেই জন্যে বুঝি ছুঁড়িগুল বোলছিল, যে নগরে অনেক শঙ্খধ্বনি হোচ্ছে, এতক্ষণে তার যথার্থ কারণ আমার হৃদ্বোধ হোল, দেখি (বাতায়নের নিকট গমন) আহাহা! একি! নগরময় ধ্বজপতাকায় যে একেবারে উৎসব দিন কোরে তুলেছে, আর চারিদিকে আলো প্রকাশের কারণ দীপমালা সজ্জিত হয়েছে, আর নানাবিধ বাদ্যশব্দে যে সমস্ত নগর একেবারে প্রতিধ্বনিত কোরছে, আহা! এতে কোরে প্রজাগণ যে কতদূর সন্তোষ লাভ কোরছে, তা উত্তমরূপেই জানা যাচ্ছে, মন্থরে! দেখবি আয়, কি শোভা হয়েছে।

মন্থরা। আমার বেশ দেখা হয়েছে, তুমি না হয় আর দুটো চোখ বাড়িয়ে নাও, তা হলে আরো কত দেখতে পাবে।

কৈকেয়ী। (উপবেশন করিয়া) মন্থরে! তোর কথা গুলো যেন নিরাশ নিরানন্দ সূচক বোধ হোচ্ছে কেন? আমি কণ্ঠহার দিলেম তাও আহ্লাদ কোরে গলায় পরিসনে, এর কারণ কি? সমস্ত রাজ্য হরিষে মগ্ন, সুদ্ধ তুই অমোন করে

রয়েছিস কেন? মন ও হারে মা উঠে থাকে তো বল আর কি চাই? আহা! ঐ শোন কেমন নেপথ্যে গান হচ্ছে।

মন্থরা। (সরোষে) কৈকেয়ি! আমি তোর ভাব দেখে একেবারে অবাক হোয়েছি, এমন বুদ্ধি হবে জান্‌লে তোমাকে ভুমিষ্ঠ হবামাত্রই খানিকটে লুন খাইয়ে মেরে ফেলে সেইখান হোতেই সর্ব্ব কর্ম্ম চুকিয়ে রাখতেম। কি আশ্চর্য্য মা! হ্যাঁলা! তুই কি আজো বার বছুরি? কিছুই জানিস্‌ না? সতীন-ব্যাটা রাজা হবে শুনে তোর এত কিসে আনন্দ হোল? রাম রাজা হলে কি তোকে লোকে রাজার মা বোলবে? মহারাজ যে কটা দিন বেঁচে আছে, সেই কটা দিন যা একটু আদরে আছিস, তার পর রাজার কিছু অমঙ্গল হোলেই তোমার গোরে ব্যাং ডা-ক্‌বে, ঐ তোমার “দিদি কৌশল্যা” তখন আর এক রকম হবে, ব্যাটা রাজা হবে শুনেই তো এর মধ্যে গরবে মাটীতে পা পোড়্‌ছে না, আমার সঙ্গে চক্ষে চক্ষে দেখা, তবু জিজ্ঞাসা কোর্‌লে না যে, “কি মন্থরা! তোরা যে বড় এদিকে আসিস্‌ নে, কি কৈকেয়ীকে আস্‌তে বোলগে” কোন কথাই নাই, আপ-নার দাসীদের পাড়াপ্রতিবাসিনী খোষামুদিদের শুধু “এ কর,” “সেখানে যা,” “এটা ধর” কর্‌ছে,—আমি যেন নাচের ভিকিরির মত দাঁড়িয়েং ফিরে এলুম, আবার দালান দিয়ে আসছি, আ-দুরে ছেলে রাম ওপরে উঠছে, আমি সুমুখে পোড়ে গেছি, তা অলপেয়ে নেড়ীমারা দরওয়ান গুলো আমায় একেবারে ফেলে দিলে, তা ছোঁড়া অহঙ্কারে উপরে চোলে গেল একবার বো-ল্লেও না যে “কি কর ও আমার সেজ মায়ের ধাত্রী” তা বাছা,

অধিবাস দিনেই যখন এই, তখন রাজা হোলে মায়ে পোয়ে পোড়ে কন্ধকাটা কোর্‌বে।

কৈকেয়ী। (অন্যমনে) দেখ মন্থরা! দিদি নানা কাজে ব্যস্ত,—তাতে তুই আপনার লোক, তোকে আবার কি অভ্যর্থনা কোর্‌বে? অহঙ্কার, দেমাক কাকে বলে তা দিদি জানে না, পাঁচ কর্মের ভিড়ে অতটা কম হয়নি, আর যে দরয়ানদের কথা বোল্লি, তা তারা ছোট লোক, আর রাম ছেলে মানুষ, ব্যালা হয়েছিল উপবাস আছে, এই সামান্য কারণের জন্য তোমার রাগ হয়েচে?

মন্থরা। বটে? রাম যদি এতই ছেলে মানুষ, তবে রাজত্বি কর্‌বে কি করে? রাজা হওয়া কি অমনি হাসি মস্করার কথা না কি? তোকে ওরা মায়ে ব্যাটায় কি গুণ কোরে একেবারে মুখ বন্ধ কোরেছে,—তা না হোলে তুই ওদের দোষেও গুণ দেখিস্,—যে মেয়ে মানুষের গায়ের জ্বালা নাই, সে মেয়ে মানুষ না, যে পুরুষের রাগ নাই সেও পুরুষ নয়।

কৈকেয়ী। হ্যাঁলা! তা গায়ের জ্বালা কি আপনার লোকের ওপোর করে থাকে?

মন্থরা। হুঁ! আপনার লোক, আচ্ছা তার পর মহারাজ চক্ষু বুজলে যখন তোমার মড়াটা ধরে বাড়ি থেকে বের্ কোরে দেবে তখন?

কৈকেয়ী। তাও কি কখন হতে পারে? রাম আমার প্রতি এমন অন্যায় আচরণ কোর্‌বে, তা কখনই হবে না।

মন্থরা। দেখ, আমি যদি একটা গরুর সঙ্গে বোক্‌তুম, তা হলেও সে কতকটা বুঝতে পার্‌তো, কিন্তু তোর সে বুদ্ধিও

নাই, ওলো সেকি! কৌশল্যা যদি ব্যাটাকে বলে যে "বাবা! এতকাল রাজার বিত্তমানে ঐ কৈকেয়ী সতীনের জ্বালায় পুড়ে মরেছি, এখন তুমি ওকে দূর করে দিয়ে আমার প্রাণ শীতল কর," তা রাম তখন মার কথা শুনবে, না সৎমা বোলে তোমার মুখ চাইবে, সেইটে আমায় বল দেখি?

কৈকেয়ী। তা দিদিই বা অমোন কথা কেন বোল্‌বে?

মন্থরা। আমরণ! কৌশল্যা তোমায় মুখে যা বলে, অন্তরেও কি সেইরূপ ভাবে নাকি? তবে কি করে পেরে ওঠে না, রাজার একটু টান আছে, কাজেই চুপ করে আছে, যেমন শীতকালের সাপ জড়সড় হয়ে থাকে, তার পর একটু ঋতু বদলালেই চক্র ধরে তেড়ে কামড়ায়, তা এও তেমনি একবার ব্যাটা রাজতক্তে বোস্‌লে হয়, তখন একদিনে মজা বাদিয়ে দেবে। সতীনের ভাব দাঁতে জীবের পিরীত, পড়নে পেলে আর কামড়াতে ছাড়বে না। ঐ যে বড় সতীনের কথায় বলে,——

"জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ো সতীন,
জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ো।
পুত্রবতী নৈলে সতীন,
পুত্রবতী নয়ো।
হাতে কুষ্ট পায়ে কুষ্ট,
পোঁদে হেঁটে যেয়ো।
এক কুনকে চেলের ভাত,
ছমাস বোসে খেয়ো।"

তা বাছা! তোকে ছেলেবেলা অবধি এত কোরে দিন রাত্তির শিকুনু পড়ানু সব ভস্মে ঘি ঢালা হোলো, এমন হাবা মেয়ে আমি কোথাও দেখিনে,—আজও আপনার পর বুঝ্‌লিনে, আরো কি এ কালে অত সরল হোলে চলে?

কৈকেয়ী। মন্থরা! তুই যা যা বোলছিস তাই যদি সত্তি হয়, তা হলেই বা আমার হাত কি?

মন্থরা। (স্বগতঃ) হুঁ! এখন পথে এসো, ঐতো আমি চাই,—বাবা! মন্থরার জালে বদ্ধ না হয় এমন কে আছে রে,—এত একটা ন্যাকা ছুঁড়ি, কত বড় বড় বোদ্ধা ব্যক্তিই আমার কৌশল-জালে পোড়লেন আর পাশ ফের্‌বার যো থাকে না (প্রকাশ্যে) দেখ কৈকেয়ি! এতক্ষণে তুমি এই যে জিজ্ঞাসু হোয়ে গুটীকত কথা কইলে, শুনে আমার মন কতকটা সুস্থ হোল, বাছারে! যখন আমি বর্ত্তমান, তখন তোমার কোন দায় পোয়াতে হবে না, সুধু বাছা যা বোলব, তাই কোরো আর কোন কাজ কোর্‌তে হবে না, তা হোলে আর তোমার কোন চিন্তা নাই, কৌশল্যার পরিবর্ত্তে তুমিই রাজার মা হয়ে প্রভুত্ব কোর্‌তে পার্‌বে।

কৈকেয়ী। ইস্‌! শেষকালে আমায় ঠাট্টা যুড়ে দিলি, রাম সত্ত্বে আমি কি কোরে প্রকৃত রাজার মা হব?

মন্থরা। ওরে বাছা! সাধ কোরে কি বলি যে তোর ছেলেমানুষে বুদ্ধি যায় নি, আমি কি একটা গোড়া না বেঁধেই এতগুনো কথা বাজে খরচ কোর্‌লুম?

কৈকেয়ী। মন্থরা! তোর কথা শুনে আমার আর এক রকম নুতন ভাব মনে হোচ্ছে, কি উপায়ে আমি রাজমাতা হব বল

দেখি ? যথার্থ, নামটার এমনি আকর্ষণ শক্তি আছে, যে অনু
ভব মাত্রেই যেন কত সুখ হোচ্চে,—মাইরি ! বলদেখি তো
যথার্থ মনোভাব কি ? কিন্তু যদি কাজের না হয়, তা হোে
আমায় এমন মিথ্যা প্রলোভন দেখাবার জন্য, তোর কি গ
করি দেখিস,—নাক চুল কেটে দোব।

মন্থরা। (সহাস্যে) আমি নিজে কত লোকের না
চুল কেটে দিয়েছি, তুমি আবার আমার নাক কাট্‌বে ? আচ্ছ
শোন দেখি বাছা, বলি তার পর কথা কোয়ো মহারা
তোমার কাছে দুটী বর দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা কোরে আ
মনে আছে ?

কৈকেয়ী। হ্যাঁ হ্যাঁ,তার পর? সে কথা আমার মনেও নাই

মন্থরা। তা থাক্‌বে কেন ? তার পর শোন, মহারা
আজ অবশ্য এ মহলে আস্‌বে, তার আর ভুল নাই, তুমি এ
কাজ কর, সব গহনা গাঁটি খুলে ফেল, চুলগুলো উস্‌বে
খুস্‌কো কোরে মেজেয় শুয়ে থাক।

কৈকেয়ী। কেন গো, পাগল হোতে গেলুম কেন, আমা
কি হোয়েছে ?

মন্থরা। ওলো ! যা বলি শোন, তার পর চক্ষে এক
বেগুণফুল লঙ্কার বিচি দিয়ে রাখ্‌বে, মহারাজ এলে আরে
বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাঁদবি, তার পর রাজা অনেকবার
জিজ্ঞাসা কোর্‌লে, সাধাসাধি কোর্‌লে বোলবে, যে তোমার
অঙ্গীকৃত দুটী বর আমায় দিতে হবে,মহারাজ সত্যব্রত, তেখুনি
বোলবে, কি বর চাই বল, তুমিও অমনি এক নিশ্বেসে বোল্‌বে,
এক বরে রামের পরিবর্ত্তে ভরতকে রাজসিংহাসন দাও,——

কৈকেয়ী। (করতালি দিয়া) হ্যাঃ, বেশ বোলেছিস, তা মহারাজ যেরূপ সত্যবাদী, একবার অঙ্গীকার কোর্‌লে আর না বোল্‌তে পার্‌বে না, সে হবে, মাইরি! ভরত রাজা হবেই,——

মন্থরা। তার পর ওম্‌নি গরমঃ সেই কথার উপর বোলবে, যে এক বরে ভরতকে রাজ্যভার দাও, আর অন্য বরে রামকে চোদ্দ বৎসর বনে পাঠাও।

কৈকেয়ী। (বিমর্ষভাবে) কেন মন্থরে! শেষেরটা কি প্রয়োজন? এটাতে আমার মন সোর্‌ছে না।

মন্থরা। ওলো নেকি! যেমন আগেরটা, শেষেরটা ততোধিক আবশ্যক, প্রজালোকে রামকে যেরূপ ভালবাসে, সে রাজ্যে থাক্‌তে কখনই ভরতকে রাজা হোতে দেবে না, তা হোলে ও বর নোয়াই বের্‌থা হবে, কিন্তু রাম বনে গেলে চক্ষের আড়াল হোল, তা হলে আর সকলের তার ওপোর ততটা মায়া থাক্‌বে না, তার পর ভরত চোদ্দ বচ্ছরের মধ্যে সবাইকে বশ কোরে নেবে, শেষে রাম দেশে ফিরে এলেও আর কোন ভয় নাই, তখন আর কে তার দিকে হবে? তাকে রাজ্যে প্রবেশ কোর্‌তে না দিলেও হবে।

কৈকেয়ী। দেখ মন্থরা, তোর যে কি আশ্চর্য্য বুদ্ধি, তা আমি বুঝতে পারি না, পুরুষ মানুস কোথা লাগে, কিন্তু বাছা! মহারাজ যে এ কথায় রাজী হবে, এমন তো বুঝায় না, তবে রাম যে রকম সুছেলে, সে মহারাজের প্রতিজ্ঞার কথা শুন্‌লে আর ঘরে থাকবে না, উঃ! তা হলেই সকলের সর্ব্বনাশ হবে, মাগো! কথাটা ভাবলে যেন গা শিউরে ওঠে।

মন্থরা। দেখ, ধন বল, পদ বল, এসব কার গায়ে পড়ে না, দেবতারা সমুদ্র মন্থনের কষ্টভোগ কোরে তবে সুধা পেয়েছিল, তা বাছা! তোমার ছেলে যে রাজা হবে, তার জন্য এক জনার একটু কষ্ট হবে না? মহারাজ বেঁচে থাক্‌তে২ এ কাজটী হয়ে গেলে আর চিন্তা নাই। তা না হলে, এর পর আর কিছুই হবে না, সুধু হাত কামড়ান সার হবে।

কৈকেয়ী। তবে এখন আমায় কি কোর্‌তে হবে বল, এক খেলা খেলেই দেখি।

মন্থরা। সে সব আমি বোলে দিচ্ছি, আগে গায়ের গহনা গুলো খুলে ফেলে ঘরময় ছড়িয়ে রাখ্‌, তার পর মাতার খোঁপা খুলে এলো চুল কর, কাপড়ের পাঁচ যায়গায় কাদা মাখিয়েপোড়ে থাক, চোকে লঙ্কা বীচি দে খুব যেন জল পড়ে, তার পর মুখ নিচু কোরে শুয়ে থাক।

কৈকেয়ী। মন্থরে! তাই একেবারে ভেঙ্গে বল্‌ না যে মান কোরে থাকতে হবে, তারপর কি কোর্‌বো?

মন্থরা। গুলো! তোর এই রকম ভাব দেখেই মহারাজ আর কিছু ভেবে অনেক সাধ্যসাধনা কোর্‌বেন, তুই সেই সময় কাঁদতে২ সেই পূর্ব্ব অঙ্গীকৃত দুটী বর যাচিঞা কোর্‌বি, অবশ্য মহারাজ দিতে সত্য কোর্‌বেন, তুই এক বারেই রাম পরিবর্ত্তে ভরতের রাজ্য ও রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস যাচিঞা কোর্‌বি, পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় মহারাজ আর অস্বীকার কোর্‌তে পারবেন না, তা হোলেই সর্ব্ব কার্য্য এক দণ্ডে সিদ্ধ হবে।

কৈকেয়ী। যথার্থ, তোর বুদ্ধির কৌশল দেখে আমি

আশ্চর্য্য হোয়ে, স্ত্রীবুদ্ধি যে পুরুষাপেক্ষা তীক্ষ্ণ, তা তোর বুদ্ধি শুনেই আমি বুজেছি ;——

মন্থরা। তা দেখিস্, সব যেন মনে থাকে ভুলিস্‌নে, এই ব্যালা সব ঠিক কোরে রাখ্, আমি ও ঘরের দোরে দাড়িয়ে থাকিগে, তারপর যাই দেখ্‌ব মহারাজ আস্‌ছে, আমি একদিক দিয়ে চোলে যাব, আর তুই চোখে লঙ্কা বাঁচি দিয়েই শুয়ে পোড়্‌বি।

কৈকেয়ী। আচ্ছা, তবে শয়ন গৃহে যাই চল।

মন্থরা। আচ্ছা, তাই ভাল, চল।

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী বাহার-খাম্বাজ।—তাল পঞ্চম সোয়ারী।

বাজিছে বাজনা কত, ব্যাপিয়ে রাজনগর।
হরিষে গায়ক গণ, গায় গীত মনোহর ॥
সমুজ্জ্বল প্রতিঘর, দীপালোকে নিরন্তর,
পরেছে যামিনী যেন, আলোক অম্বর।
কুলবধূগণ মেলি, দেয় সবে হুলাহুলি,
রাম জয়, জয় রাম, রব নিরন্তর ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

-oo-

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—অযোধ্যা রাজবাটী- বহির্দ্দেশ প্রকোষ্ঠ।

(সুমন্ত্র ও দুই জন প্রজা আসীন।)

সুমন্ত্র। আচার্য্য! তোমার কথা শুনে যে আমার হৃৎ-কম্প হোচ্ছে, এমন ভয়াবহ ব্যাপার কখনই ঘোট্‌তে পারে না, তা হোলে যে মহারাজ একেবারে আত্মহত্যা কোর্‌বেন, তার আর সন্দেহ নাই।

১ম প্র। মন্ত্রী মহাশয়! আমি ও বিষয় গণনা কোরে অবধি যে কিরূপ ভাবাপন্ন হোয়েছি, তা প্রকাশ কোরতে পারি না,—কিন্তু বিষয়টী এমন গুরুতর, যে সমস্ত দিবস কাহার নিকট প্রকাশ কোরতে সাহস হয়নি।

২য় প্রজা। মন্ত্রী মহাশয়! আচার্য্য জ্যোতিষবেত্তা, সে জন্য ওঁর কথায় আমার প্রতিবন্ধকতা দেওয়া সাতিশয় অর্ব্বাচীনের কার্য্য করা হয়, অবশ্য আমি এখন পর্য্যন্ত কোন কথা কই নাই, কিন্তু আমি স্থির জানি, যে রঘুবংশে কখনই এমন অত্যাহিত ঘটনার সম্ভাবনা নাই, এটী সুদ্ধ ওঁর ভ্রম-জনিত কল্পনা, ও কথাটীর কোন স্থায়ীত্ব নাই।

১ম প্রজা। মহাশয়! এর যদ্যপি অন্যথা হয়, তা হলে আমি জনসমাজে কখনই আচার্য্য বোলে পরিচয় দেব না, তবে যদি কোন কৌশলে উপস্থিত সম্ভাবিত বিপদের নিরাকরণের জন্য কোন উপায় করা যায়, সেটী অনুধাবন করা বিহিত, কিন্তু সে বিষয়ে সিদ্ধ হওয়াও সুকঠিন!

সুমন্ত্র। আচার্য্য মহাশয়! কি সূত্রে সর্ব্বলোকাভিরাম অযোধ্যা-জীবন রামের নির্ব্বাসন হবে, সেটী কি গণণা কোরেছেন, নতুবা কিরূপে উপস্থিত বিপদ হোতে পরিত্রাণ লাভের যুক্তি উদ্ভাবন করা যায়?

১ম প্রজা। মন্ত্রী মহাশয়! আমি ঐ বিষয় নিবারণার্থ সূত্র আবিষ্ক্রিয়ার চেষ্টা কোরেছিলেম, কিন্তু কোন ক্রমে সেটী আমি জান্‌তে পার্‌লেম না, কে যেন আমার জ্ঞান চক্ষুতে একটী আন্ধারময় অবরোধক দিয়েছে, সেই জন্য আমি আপনার কাছে এলেম।

সুমন্ত্র। আচার্য্য মহাশয়! আপনি জ্যোতির্ব্বেত্তা হয়ে যখন এ বিষর স্থিরকৃত কোর্‌তে অক্ষম, তখন আমরা কিরূপে সে বিষয় নিবারণার্থ উপায় উদ্ভাবন করি, হায়! আমি কেন এমন দুর্ভাবনায় পোড়লেম? অদ্য রাত্রে তো কিছুই হোতে পারে না, কল্য প্রাতে যা হয় কোর্‌বো।

১ম প্রজা। মহাশয়! আমি তো সমস্তই আপনাকে বোল্লেম, এখন আপনি যথাবিহিত করুন, আমাদের এমন হরিষে বিধাতা বিষাদ না করুন, কিন্তু,——যা হোক এক্ষণে আমরা উভয়ে চোল্লেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুমন্ত্র। (স্বগতঃ) তাইতো, আচার্য্যের কথাটা শুনে যে আমার সমস্ত দেহ, মন, প্রাণ একেবারে স্তম্ভিত হয়েছে, নয়ন নিমিষশূন্য, মস্তক ঘূর্ণায়মাণ, একাকী বোধ হয় আর ক্ষণকাল থাকলে, ক্রমেই দুর্ভাবনায় পরিণত হোয়ে ক্ষিপ্ত হব, (করযোড়ে) কারুণীক পরম পিতঃ! আপনার করুণা ব্যতীত

আর উপায় নাই, রঘুবংশে যেন এমন অত্যাহিত ঘটনা না হয় ;—তা হোলে মহারাজ আর প্রাণে বাঁচবেন না, মাতা কৌশল্যার তো কথাই নাই।

[প্রস্থান।

-oo-

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—অযোধ্যা—রাজবাটী—কৈকেয়ীর প্রকোষ্ঠ।

(ভূমিতলে আলুলায়িতা বেশে কৈকেয়ী শায়িতা।)

(দশরথের প্রবেশ।)

দশরথ। (চতুর্দ্দিক দর্শনান্তে) আজ মহিষি গৃহে এরূপ বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হোচ্ছে কেন? দ্রব্যসামগ্রী, হেম রজতপাত্র পর্য্যন্ত সমস্ত চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, পরিচারিকাগণ সুদ্ধ কেহই নাই, প্রকোষ্ঠটী অনুজ্জ্বল আলোকে এক প্রকার অন্ধকারময় বোল্লেও অত্যুক্তি হয় না, অন্য দিন আমার সমাগমে চারিদিক হোতে কত প্রকার সম্মানসূচক কথাবার্ত্তা শুনি,কিন্তু আজ কিছুমাত্র নাই, আজি এ প্রকোষ্ঠে যে প্রবেশ কোরেছি,তা বোধ হয় কেউ জানে না, রাজ-অন্তপুঃর মধ্যে এমন মহোৎসবের দিন আমার প্রেয়সী কৈকেয়ীর এরূপ নিরানন্দসূচক কাণ্ড কেন? মহিষী কি দাসীগণসহ ও মহলে গিয়েছেন,কিন্তু তা হলেও আমার আস্‌বার সময় তো নির্দ্ধারিত আছে, তখন কিরূপে সকলে গেল? (আলোক উজ্জ্বল করণ) একি! এগুলো কি চাকচক্যমান

বিক্ষিপ্ত রোয়েছে? (অলঙ্কার তুলিয়া) হাঃ! এযে মহিষীর কণ্ঠহার! ইস্! সমস্তই যে চারিদিকে পোড়ে রোয়েছে? এ কিরূপ হোল? (আলোক হস্তে চারিদিকে অন্বেষণ ও কৈকেয়ীকে দেখিয়া) হুঁ! এতক্ষণে আমার সমস্ত হৃদ্বোধ হোলো। (আলোক রাখিয়া) প্রাণেশ্বরি! কি অপরাধের কারণ তোমার হেমাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত,—সমস্ত রত্নালঙ্কার পরিত্যাগ কোরে পাগলিনীবেশে মানের আশ্রয় কেন? আমি তো মনে উত্তম জানি, যে তোমার চরণে কোন বিষয়ের জন্য দোষী নই, তবে কার উপর অসন্তুষ্টা হয়ে বিষম অভিমান-সাগরে নিমগ্না হয়েছ? হৃদয়েশ্বরি! দশরথের কৈকেয়ীকে কে কি বোলেছে বল, সে আমার সহস্রগুণে প্রিয়ভাজন হলেও আমি তার মহা দণ্ডকর্‌বো,—সে দুরাত্মা জানেনা,যে কৈকেয়ীর বিমল মুখ-সুধার শীতল কিরণে দশরথের জীবনের সুখতরু সঞ্জীবিত ও সতেজিত আছে? আমি সমস্ত রাজ্যখণ্ড পরিত্যাগ কোরে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন কোর্‌তে পারি, কিন্তু তত্রাচ তোমার মুখ-কমল বিষাদে মুদিত দেখ্‌তে পারি না, তোমার কথায় দশরথ যখন জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারে, তখন তুমি এরূপ ভাবাপন্না কেন?

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

প্রকাশিয়ে বিবরণ কহ প্রিয়ে বরাননে।
সু-কমল আঁখি কেন ঝরিছে ঘনে ঘনে॥
শ্বাস বহে সুপ্রবল সম সমীরণ,
কপোল হয়েছে রাঙ্গা, ঘেমেছে বদন,
কি কারণ প্রাণধন, হয়েছ মানে মগন,
করে ধরি প্রাণেশ্বরী, কহ কথা বদনে॥

কৈ জীবিতেশ্বরি! এখনো যে প্রত্যুত্তর দিলে না? তবে কি সত্য সত্যই তুমি দশরথের প্রাণহত্যা স্বচক্ষে দর্শন কোর্ত্তে চাও? আমি তো তোমায় প্রথমাবধিই বোলেছি, যে কৈকেয়ীর বিষণ্ণ বদন দশরথের চক্ষুশূল, তখন আর কেন মৌনাবলম্বন করে আছ? তোমার এরূপ অভিমানের কারণ প্রকাশ করে বল, নতুবা এই হস্তস্থিত অসিধারে আত্মমস্তক ছেদন কোরে এ যন্ত্রণা হোতে পরিত্রাণ লাভ কোর্‌বো, (ক্ষণ বিলম্বে) প্রিয়তমে! কিম্বা যদ্যপি কোন্ প্রার্থিত বিষয় অসম্পূর্ণের কারণ এরূপ হয়, তাও বলো, আমায় আর এমন কোরে কষ্ট দিও না, আমি তোমার পায়ে ধোর্‌ছি,—

কৈকেয়ী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগান্তে) মহারাজ! আপনি আমার পায়ে ধোর্‌বেন না, অগ্রে যদ্যপি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হন, যে আমি যথেচ্ছা যাচ্ঞা করি দিতে অস্বীকার না করেন, তা হোলে আমি বলি, নতুবা অনশনে এই অবস্থায় প্রাণত্যাগ করার কল্পনা কোরেছি, এখন আপনার কিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করুন।

দশরথ। (সপুলকে) মহিষি! আমার নিকট কবে তোমার কি যাচ্ঞা অসম্পুর্ণ আছে,তাই আজ থাক্‌বে? আমার এই সমস্ত বিস্তীর্ণ রাজ্যখণ্ড, মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, রাজছত্র, রাজদণ্ড আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত তোমার অধিকার, কি চাই বল? অযোধ্যাপতি দশরথ কখনই অস্বীকৃত হবে না, এ আমি মুক্তকণ্ঠে স্থিরচিত্তে প্রসন্নভাবে স্বেচ্ছামতে স্বীকার কোর্‌লেম।

কৈকেয়ী। কিন্তু মহারাজ! পরিণামে দেখ্‌বেন যেন তখন কষ্ট হয় না।

দশ। তা দেহপিঞ্জরে জীবন থাক্‌তে হবে না।

কৈকেয়ী। হবেন না?

দশ। না।

কৈকেয়ী। হবেন না?

দশ। না।

কৈকেয়ী। হবেন না?

দশ। না।

কৈকেয়ী। (অৰ্দ্ধ উত্থান করিয়া) দেখুন মহারাজ! তিনবার সত্য কোর্‌লেন, এর পর যেন কোন কারণে পরিতাপ করেন না?

দশরথ। (সপুলকে) মহিষি! তুমি আমায় যত বিভীষিকাই দেখাও, আমার চিত্ত স্থৈর্য্যতা তাতে কণামাত্র বিনষ্ট হবে না, আমি স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল পরিভ্রমণ কোরেও তোমার প্রার্থিব বস্ত এনে দোব, কিন্তু কৃত প্রতিজ্ঞার কারণ অব্যবস্থিত ব্যক্তির ন্যায় কখনই "হা হতোহস্মি" কোরে আত্ম ভৎর্সনা কোর্‌ব না, দশরথকে কে কোন্ কালে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ পাপে লিপ্ত হোতে দেখে অস্থির প্রতিজ্ঞ বোলে উল্লেখ কোরেছে? প্রাণেশ্বরি! (হস্ত ধরিয়া) উঠ, তুমি দেবতা দুর্ল্লভ পদার্থ যাচিঞা কোর্‌লেও দশরথ এনে দেবে।

কৈকেয়ী। (উপবেশন করিয়া) আচ্ছা মহারাজ, আমায় কিন্তু অবশেষ দুষী কোর্‌বেন না?

দশরথ। প্রিয়ে! দশরথের নিকট তোমার দোষেও গুণ, তখন আর চিন্তা কি? আহা! ললাটে, চারু-কুঞ্চিত কেশ গুচ্ছ, অসংলগ্ন ভাবে বিস্তৃত হয়ে পোড়ে তোমার কো-

মারী মাধুর্য্য আরো বৃদ্ধি কোরেছে, যথার্থ প্রণয়িনি! তোমার জন্য প্রাণ প্রদান করাও সহজ কথা।

রাগিণী আড়না-বাহার।—তাল কাওয়ালি।

হেরিলে তোমার চারু বিধুমুখ নয়নে।
কি ভয় আছে লো প্রিয়ে, অনলের দহনে॥
বিশাল নয়ন কটাক্ষ সন্ধান, বিন্ধেছে যাহার হৃদয়ে,
সেইক্ষণে প্রাণ মন, সব তোমার চরণে।
রাখহ মারহ যেবা ইচ্ছা তব মনে,
কিন্তু প্রাণাধিকে যেন, হাসি থাকে বদনে॥

কৈকেয়ী। আচ্ছা, মহারাজ! আপনি যখন কখনই আমার মন্দিরে একদিনের জন্য অনুপস্থিত থাকেন না, তখন এ কয়েক দিন আপনার পূর্ব্বকৃত নিয়ম অতিক্রম করার কারণ কি?

দশরথ। রক্ষা পাই!—যথার্থ মহিষি! তোমার হরিণী-গঞ্জিত আরক্ত লোচন, ও ললাটের স্ফীত শীরা দর্শনে ভয় হোয়েছিল, এই কথা? প্রিয়ে! অগ্রে বিবেচনা করা উচিত ছিল, গুরুতর কার্য্যানুষ্ঠান ব্যতিত দশরথ তার হৃদয় প্রতিমার নিকট কখনই অনুপস্থিত থাকত না।

কৈকেয়ী। সে মহৎ কার্য্যানুষ্ঠান কি?

দশরথ। (সপুলকে) মহিষি! রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজানুরোধে আমি কল্য প্রভাতে আমার জীবন-ধন, সর্ব্বজন প্রিয়, সর্ব্ব-গুণাকর, রঘুকুল-প্রদীপ, সর্ব্বধর, জানকীপতি পুত্র রামকে যুবরাজ কোরে ঐহিকের সমস্ত সুখের শেষ কোর্‌ব। আমি প্রজাগণের প্রস্তাবনার অনুমোদন করাতে আজ নগরে যে কিরূপ উৎসব আরম্ভ হোয়েছে, তা অবক্তব্য, ধনি, দরিদ্র, মধ্যবিৎ, আবাল, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী সকলেই এ সংবাদে স্বর্গীয়

সুখভোগেচ্ছায় বন্ধু, বান্ধব কুটুম্বগণ সহ বিবিধ প্রকার আনন্দে নিমগ্ন,— দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, তর্কলঙ্কার, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যারত্ন, শিরোমণি, বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি দেবজ্ঞ শাস্ত্রবেত্তা সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে নগরময় স্তুতিপাঠে প্রতিধ্বনিত কোর্‌ছে, দেবমন্দিরে ও অন্যান্য সাধারণ বিলাষ স্থানে বীণা লয়ে গায়কগণ, রামের গুণানুবাদ গীত বাদ্যে অমরাপুরীকে জয় কোর্‌ছে, রাজবর্ত্ম সমস্ত ধুলী শূন্য, বারিষিক্ত, চতুর্দ্দিকে দীপমালায় নিশাকে দিবাপেক্ষা সমুজ্জ্বলিত কোর্‌ছে, পুরবাসীগণ শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনিতে একেবারে রাজ্য জমকাল কোরছে, সমস্ত দেশে নিমন্ত্রণ করাতে বহু সংখ্যা রাজগণ সমবেত হয়েছে, দীন দরিদ্রগণকে যথোচিত ধন কড়ি বিতরণার্থে সুমন্ত্রকে অনুজ্ঞা কোরেছি, সমস্ত রাজ্য আনন্দে প্লুত,—তোমাকে সংবাদ দিতে এলেম, আর যেরূপে বধূমাতা জানকীর সজ্জা ভালরূপ হয়, সে ভার তোমার, এখন দেখ প্রিয়ে! তোমার এখানে আমি কি সামান্য কারণে অনুপস্থিত ছিলেম? (কৈকেয়ীর মৌনে স্থিতি দর্শনে) মহিষি! তুমি এখন যে তুষ্ণীম্ভাবালম্বন হয়ে রৈলে? রামের রাজ্যাভিষেক বার্ত্তা শ্রবণ করেও যে পূর্ব্বরূপ নিরানন্দ রৈলে? তোমার স্বাভাবিক শীলতা, সৌজন্যতা কোথায় লুপ্ত হলো? আমি যে তোমার এবম্প্রকার ঔদাস্যভাব সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত হচ্ছি।

কৈকেয়ী। (কৃত্রিম বিমর্শভাবে) মহারাজ! আপনার কথা শুনে আমার বোধ হচ্ছে, যে আপনি এবারে কখনই প্রতিজ্ঞা পালনে সক্ষম হবেন না। থাক্, আপনাকে আমি মিথ্যাবাদী কোর্‌তে চাইনে।

দশ। (ব্যগ্রতাভাবে) কেন মহিষি? আমি এমন কি কথা বোল্লেম যে, তুমি আমায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌তে দেখ্‌লে? অগ্রে তুমি যাচ্ঞা কর, তার পর পারগ কি অপারগ হই, জান্‌তে পার্‌বো।

কৈকেয়ী। আচ্ছা মহারাজ! পরিক্ষাতেই বা আমার হানি কি? আপনার বোধ কয় স্মরণ থাকতে পারে, যে অসুর সংগ্রামে আহত হওয়ায়, সেবা করার কারণ আপনি আমায় একটী বর দিতে প্রতিশ্রুত আছেন?

দশ। আমি মনে উত্তম জানি, করণীয় কর্ম্ম দশরথ কখনই বিস্মৃত হয় না।

কৈকেয়ী। আর সেই বিস্ফোট পীড়ায় আক্রান্ত হলে সেবার কারণ দ্বিতীয়বার আর একটী বর দিতে চান, স্মরণ আছে?

দশ। (হাস্য করিয়া) আমার উত্তম স্মরণ আছে?

কৈকেয়ী। তা মহারাজ! পূর্ব্ব অঙ্গীকৃত বর দুটী আমায় অদ্য দিতে হবে।

দশ। এই দণ্ডে যাচ্ঞা কর, কখনই অস্বীকার হবো না।

কৈকে। দেখ্‌বেন মহারাজ?

দশ। মহিষি! কেন বারম্বার আমার ধৈর্য্যতা ও সত্যব্রত গুণ পরীক্ষা কর্‌ছো, যাই হোক প্রকাশ করে বল।

কৈকেয়ী। যে আজ্ঞা মহারাজ। প্রথম কার একটী বরে রামের বিনিময়ে অযোধ্যার সিংহাসনে আমার ভরতকে রাজা করুন,——

দশ। (শুষ্কবদনে) মহিষি! আমায় পরীক্ষা কর্‌ছো, রামের বিনি——

কৈকেয়ী। না মহারাজ, এ রহস্য নয়, সত্য কথা, রামকে রাজ্য না দিয়ে ভরতকে রাজা করুন, আর——

দশ। মহিষি! অবশ্য ভরত তোমার পুত্র, কিন্তু——

কৈকেয়ী। আর অন্য বরে রামকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস দিন, তা হলেই আপনি দুটী প্রতিজ্ঞায় মুক্ত হোলেন।

দশ। (শূন্য নয়নে) এ্যাঁ! রামকে কোথায় দেবো? ব——নে!! হায়! আমার কি হোলো? (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

কৈকেয়ী। ওরে পরিচারিকারা! কে আছিস্ রে, শিগ্‌গির আয়, মহারাজ মূর্চ্ছা গেছেন।

(বেগে মন্থরার প্রবেশ।)

মন্থরা। ওলো ঢলানি! চুপ কর, এই নে জল, মহারাজের মুখে ছিটে দে, আর এই পাখা খানা নিয়ে বাতাস কর, তার পর চেতন হোলেও সেই বুলি, খবরদার কথায় ভুলিস্‌নে, ঐ লো দেখ, হাত নাড়া দিচ্ছে, আমি সরে যাই।

[প্রস্থান।

(দশরথের মুখে কৈকেয়ীর জলসিঞ্চন ও ব্যজন।)

দশ। (মূর্চ্ছাপনোদনে) আঃ! কি দুস্বপ্ন! মহিষি! রাত্র কত? আমি একটা দুস্বপ্ন দেখে একেবারে কেঁদে উঠেছি, কি পাপ? বাপ্‌রে! রামের বনবাস! আবার তোমার মুখ দিয়েই!—(উত্থান করিয়া উপবেশন)

কৈকেয়ী। কৈ আপনি তো নিদ্রা যান্‌নে, কখন আবার কি স্বপ্ন দেখলেন?

দশ। (বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে) কি! আমি নিদ্রা যাই নাই? তবে কি সত্য সত্যই তুমি আমায় রাম বিনিময়ে ভরতের রাজ্য কামনা করেছ?

কৈকেয়ী। রাজন্! আপনিই আমায় নিজ মুখে দিতে অগ্রে স্বীকার কোরেছেন,—তবে আমি যাজ্ঞা করেছি।

দশ। (কপালে করাঘাত করিয়া) তবে কিছুই স্বপ্ন কল্পিত নয়, সমস্তই হৃদয়-বিদারক সত্য? রাম রাজা হলে কি তোমার তাতে কিছু ক্ষতি ছিল? ভরতও আমার সন্তান, তাকে রাজত্ব দেওয়ায় কোন হানি নাই, কিন্তু রাম প্রজাগণের মনোনীত, রামকে রাজা না কোর্লে তারা সাতিশয় নৈরাশ হবে, কিন্তু কি করি? তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা কোরেছি, উপায়ান্তর নাই, আমি অনুমতি দিলেম, যে প্রজারঞ্জন রাম বিনিময়ে বৎস ভরতই যুবরাজ হবে, এখন তোমার অভিলাষ পুর্ণ হলো?

রাগিণী ঝিঝিট-খাম্বাজ। তাল তেতালা।

বাসনা কি হইল পূরণ।
প্রতিজ্ঞা করিনু ভরতেরে দিব রাজ্যধন॥
শ্রীরাম বা ভরতেরে, সম ভাবি উভয়েরে,
ভিন্ন ভেদ নাহি কারে, শুন প্রিয়জন॥
শুদ্ধ রামে প্রজাগণ, বাসে ভাল অনুক্ষণ,
তাই রাজ সিংহাসন, দিতাম তারে,—
না হয় অন্যথা হলো, প্রতিজ্ঞা কারণ॥

ওকি মহিষি! এখন যে তুমি মুখ বিষন্ন কোরে রৈলে? যা চাইলে তাতো পেলে, তবে আবার অমোন কোরে রৈলে কেন? এসো, তোমার বিধুমুখের হাসি না দেখে আমার মন

সাতিশয় বিষাদে মগ্ন হোতেছ, এস, আমার হৃদয়াকাশে উদয় হোয়ে চিত্তভম দূরীকৃত করসে, আমি তো প্রথমেই বোলেছি, যে যদ্যপি এটীতে আমার মহাশোক হবার সম্ভাবনা, তত্রাচ যখন তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা কোরেছি, তখন কোন ক্রমেই আর না বোল্‌তে পার্‌লেম না, সমস্ত অযোধ্যাবাসী, অন্যান্য রাজগণ, মহিষী কৌশল্যা, জনকতনয়া সকলেই এতে নৈরাশ হলো, কিন্তু সে সমস্ত অবহেলা কোরেও আমি তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ কোর্‌লেম, রামের আজ অধিবাস, কাল প্রাতে অভিষিক্ত হবে, এ কথা সর্ব্বত্রে রাষ্ট্র, তার জন্য সমস্ত রাজ্যময় কত প্রকার আনন্দোৎসব হোচ্ছে, কিন্তু এটী কাল প্রচার হোলে লোকে বোল্‌বে, যে দশরথের ন্যায় আর অব্যবস্থিত চিত্ত নাই, আর কল্য আমি রামকেই বা কি বোল্‌ব ? (চিন্তাবসানে) যা হোক, মহিষি ! ও বিষয় আর চিন্তা কোর্‌ব না, এখন এস আহারাদি কোরে নিদ্রা যাই।

কৈকেয়ী। রাজন্‌ ! একটী বর তো অনেক কষ্টে কেঁদে ককিয়ে দিলেন, শেষেরটী ?

দশরথ। (সভয়ে) আর কি ? এতেও কি তুমি এখন সন্তুষ্ট হওনি ? তুমি মনে কর দেখি, যে আমি কতদুর ভয়ানক কার্য্যে সম্মতি দিতেছি, পুর্ব্ব-প্রতিশ্রুত বোলে আমি প্রজারঞ্জক সর্ব্বসদ্গুণমণ্ডিত জীবসর্ব্বস্ব রামের বিনিময়ে ভরতকে রাজা কোর্‌তে চাইলেম, আবার কি যাচিঞ্ঞা কর ?

কৈকেয়ী। সেকি মহারাজ ! আপনি এর মধ্যে প্রতারণা অভ্যাস কোরেছেন ? দুটী বরের মধ্যে তো একটী পেয়েছি, আর একটী কৈ ?

দশরথ। (মৃদুস্বরে) আবার কি চাই বল ?

কৈকেয়ী। রামের পরিবর্ত্তে ভরতকে রাজ্য দেওয়ায় যেমন একটী ঋণে মুক্ত হোলেন, অন্য বরে রামকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে দাও।

দশরথ। (সরোষে)কি? আমার রামকে বনবাস দিতে বোল্লি? হায়! আমি আপনার বুদ্ধিদোষে আপনার পায়ে কুঠার মার্লেম ? পাপিয়সি! তুই কোন মুখে আমার সর্ব্বগুণাকর রামের নির্ব্বাসন কথা মুখে আন্‌লি ? রাম আমার কি মহাদোষে কলঙ্কিত হোয়েছে, যে তাকে আমি রাজত্ব বিনিময়ে বনবাস দোব ? রাক্ষসি! রাম তোকে কত ভালবাসে, আপনার গর্ভধারিণী অপেক্ষা সম্মান করে, তুই পিশাচী কেমন কোরে কোন প্রাণে, আমার সেই জীবনসর্ব্বস্বকে বনবাস দিতে চাইলি ?

আরে দুশ্চারিণী! তুই কহিলি কেমনে,
পাঠাইতে বনবাসে, জীবন সর্ব্বস্ব,
পুত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীরামেরে, অযোধ্যা জীবন ?
শাণিত ছুরিকাঘাতে, বিদরিয়ে হৃদি
পাত্র পূর্ণিবারে পারি, শোণিতের ধারে,——
উন্মুলিতে পারি আঁখি, অমূল্য রতন,
তথাচ রামেরে আমি,—চক্ষু অন্তরালে
পলক রাখিতে নারি।—সেই রাঘবেরে,
কাঙ্গালের ধন মম, অহি শিরোমণি,
অন্ধের নয়ন যেন, পরান পুতলী,
তারে দিব নির্ব্বাসন ? রে রে পাপিয়সি!
কেমনে কহিলি হেন, অশ্রুত ভারতি ?

পশু, পক্ষ, হরি, করি, শিলাখণ্ড আদি,
দ্রব হয় যার গুণে,—ঘোষে যার যশ,
অযোধ্যা নিবাসী বৃন্দ, আবাল বনিতা
কি দোষে দূষিত সেই, রাম তোর কাছে?
জালবদ্ধ করী প্রায়,—কোরেছ আমায়,
ছলনা সত্যের ভান?—দিনু রাজ্যখণ্ড
সর্ব্ব বঞ্চিয়ে শ্রীরামে, তোর নিজ সুতে,—
আরো কি চাহিস তুই?—পামরি! পিশাচি!
জানিতাম পূর্ব্বে যদি, ও কাল সাপিনি!
মায়াবী রাক্ষসী তুই, ধরি নারী বেশ,
দশরথ প্রাণ বধে, এসেছিস হেথা,
হৃদয় স্বর্ণ মন্দিরে, করি কি প্রতিষ্ঠা,
প্রেমের প্রতিমা জ্ঞানে, তোরে ধর্ম্ম হীনা?
মার্ত্তণ্ড কিরণ তাপে, হইয়ে তাপিত,
(তৃষ্ণায় কাতর প্রাণ,—বারি অন্বেষণে,)
ভ্রমণে মৃগ যেমতি,—সচ্ছ সরোবর
জ্ঞানে, মরীচিকা জ্ঞানি, শীতলিতে তৃষ্ণা,
আসিয়ে হারায় প্রাণী, সম গতি মোর।
সুরম্য কাননে যেন কল্পলতা জ্ঞানে,
রোপণি কণ্টক তরু,—নাশিনু সকলে।
হায় রে ধর্ম্মঘাতিনি! কোন প্রাণে তুই
চাহিলি এমন বর? আরে চণ্ডালিনি!
রাহুর মুরতি ধরি, গ্রাসিলি বদনে,—
সুধাংশু নিন্দিত রাম, চারু সুধাকরে?

পায়ে ধরি, প্রণয়িনি! ক্ষম অপরাধ,
সর্ব্ব রাজ্যধন মোর, লহ অবিবাদে,
মাতাপুত্রে মহাসুখে, — রাখ রাজ্যখণ্ড,
কিন্তু মোর রামধনে, দিতে নির্ব্বাসন,
বোলনা মিনতি করি, — এইমাত্র আজি
যাচে অযোধ্যার পতি, তোমার চরণে।

কৈকেয়ী। (পূর্ব্বস্বরে) রাজন্! আমি পিতৃ গৃহে শৈশবাবধি অনেক মহর্ষি, আচার্য্য, মুনি ঋষি, রাজা, প্রজা সকলের মুখে আপনার গুণানুবাদ কীর্ত্তন শ্রবণ কোরেছিলেম, জনসমাজে আপনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সহিষ্ণু ও বীর বোলে পরিচিত আছেন, কিন্তু এক্ষণে সামান্য কারণের জন্য আপনার এতাদৃশ কষ্ট দর্শনে আমার আর হাস্য সম্বরণ হয় না, আমি রাজ্যভোগ লালসায়, সপত্নী সত্বে আপনাকে বিবাহ কোর্‌তে স্বীকৃতা হই নাই, সুদ্ধ আপনার যশ বর্ণনে মুগ্ধা হোয়ে পিতৃ অনুজ্ঞায় সম্মতা হোয়েছিলেম, আমি যদ্যপি সূচাগ্রে জানতেম, যে অযোধ্যাপতির যশ ঘোষনার্থে অনেক চাটুকার নিযুক্ত আছে, তা হোলে কখনই আপনার সহ পরিণিতা হোতে স্বীয় মুখে স্বীকার কোর্‌তেম না, পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বর দিতে আপনার এত কষ্ট? এর নামই কি সত্যবাদীত্ব? না এইরূপ ভান কোরে আপনি জগতে সত্যব্রত নাম ক্রয় কোরেছেন? ছি! আপনার সমস্তই জাদুকরের লীলা, কণামাত্র সারত্ব নাই? অগ্রে জানলে বর কামনা কোরে আপনাকে এতাদৃশ বিপন্ন কোর্‌তেম না। আপনি স্বীকার করুন, যে আর জনসমাজে কখন কারেও বর দিতে চাইবেন না, তা হোলে আমি আপনাকে

উভয় বিষয়েই ক্ষমা কোর্‌ছি,—কিছুই চাই না, আমি জ্ঞান কোরব, যে কখনই আপনি আমার নিকট বরদানে প্রতিশ্রুত হন নাই।

দশরথ। (ললাটে করাঘাত পূর্ব্বক) ;——

হায় রে ! রাক্ষসী তুই,—ঐ পাপ মুখে
রাম নির্ব্বাসন কথা, বলিতে বিরতা
নাহি হলি ? কি করিব ? হায় ! কি বিপদ,
ঘটিল আমার এই, পরিণাম কালে,——
স্ত্রৈণতা অযশ মম,—ঘুষিবে সকলে
যাবত উদিবে ভানু, আলোকিতে ধরা।
হায় ! সখে সুররাজ ! দানব সমরে,
কতবার দশরথ, হোয়েছে সহায়
তব বৈরনির্য্যাতনে,—কখন যাচিনে
কোন বর তব পাশে,—অযোধ্যা ভুপতি
আজ যাচে তব ঠাঁঞি, একমাত্র বর।
অশনি আঘাতে ত্বরা,—ছিন্ন কর সখে !
এই পাপীয়সি শির,—উদ্ধার ধরারে
এমন পিশাচী ভার, করিতে বহন।
আরে রে স্বামীঘাতিনি ! কৈকেয়ী রাক্ষসি !
ঘৃণা লজ্জা শীলতায়, দিলি জলাঞ্জলি,
ভাবিলিনি একবার,—পুত্র বিদ্বেষিনি!
কেমনে জনসমাজে, দেখাইবি মুখ ?
হা কোশল রাজসুতা ! হা বধূ জানকি !
হাহা পুরবাসীগণ ! রাজ্য প্রজাগণ !

বঞ্চিত হইলে সবে, হরিষে বিষাদ
ঘটাইল তোমাদের, এই হীনমতি,
ব্যাধিনীর জালগ্রন্থে, হইয়ে জড়িত,
আপনার স্বেচ্ছাক্রমে,—আত্মসুখে তরে।
রে নির্লজ্জ পাপ প্রাণি! কি কঠিন তুই,
এখন দেহ পিঞ্জর, করি বিদারণ,
নাহি বাহিরিলি তুই,—করি আকর্ণন,
জীবন সর্ব্বস্ব রাম, নির্ব্বাসন কথা?
শতধিক তোরে প্রাণ,—কি কব অধিক
মম দেহে বাসি তোর,—উচিত কি এই?
হা বৎস জানকীনাথ! কি করিনু হায়!
বিদরিল হৃদি বুঝি,—মোহি মহাশোকে,
সেও তবু সুমঙ্গল,—পিশাচিরে যেন,
আর না দেখিতে হয়,—এ পাপ নয়নে,
হা মাতঃ! রজনী দেবী!—হয়ো না প্রভাত-
তা হ'লে প্রাণের রাম,—যাইবে না বন,—
বিফল হইবে তবে রাক্ষসী বাসনা।
হায়! বুঝি এইবার, বাহিরিল প্রাণ;
মস্তক ঘূর্ণায়মান,—শুষ্ক কণ্ঠতালু,
অন্ধকার চতুর্দ্দিক,—হা রাম! কোথায়?

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

কৈকেয়ী। আঃ! যে কোরে সিদ্ধ হোয়েছে, তা আর কি বোলব, কিন্তু মহারাজ বোধ হয় এ শোক সহ্য কোরে বেঁচে থাকবেন না।

(মন্থরার পুনঃ প্রবেশ।)

মন্থরা। ওলো কৈকেয়ি! সব কাজ ফরসা হয়েছে তো? দেখলি বাছা আমার যুক্তিটে দেখলি? তুই যে আগে হবে না বোলে ভয় পেয়েছিলি, কিন্তু আমি জানি, কোথায় "ঝোপ বুছে কোপ কোর্‌তে হয়।"

কৈকেয়ী। দেখ্‌ মন্থরা! মহারাজ ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্বীকার কোরেছেন, কিন্তু রামকে বনবাস দিতে হবে শুনেই যখন এত বিলাপ কোর্‌ছেন ও মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাচ্ছেন, তখন রাম বনে গেলে, যে তিনি প্রাণ রাখ্‌বেন, এমন তো বোধ হয় না,—মণিহারা ফণীর শোক বোধ হয় সহনীয়, কিন্তু রাম-শোকে যে মহারাজ বাঁচ্‌বেন, তা কখনই বোধ হয় না।

মন্থরা। ওলো! মহারাজের তো তিনকাল গিয়ে এক-কালে ঠেকেছে, এক দিন তো হাঁ কোর্‌বেই, কিন্তু তোর তো এখন কাজ কেয়ালো হলো? আর কি চাস্‌? হয় ডুদিন পরে মোর্‌তো, না হয় কিছু আগে হবে; তাতে আর তোমার ক্ষতি কি? যা হোক্‌, রাত্তিরও আর অধিক নাই, শেষ হয়ে এসেছে, তুই জেগে বোসে তানা নানা কোরে আর ঘণ্টা ডুই কাটিয়ে দে, তা হলেই "কেল্লা মার দিয়া" আমি এখন একবার বাইরে একটু হাওয়া খেয়ে আসিগে, আজ কুঁজটা বড় কাম্‌ড়াচ্ছে।

[দ্বারবদ্ধ করিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—অযোধ্যা,—রাজবাটী,—লক্ষ্মণের প্রকোষ্ঠ।

(লক্ষ্মণ ও ঊর্ম্মিলার প্রবেশ।)

ঊর্ম্মিলা। নাথ! তুমি একলাটী এতক্ষণ কি কোর্‌ছিলে, আমরা দিদির সাজ সজ্জার বিষয় দেখে শুনে রাখ্‌লেম, আবার সেই সকাল বেলা পাছে তাড়াতাড়ি কোর্‌তে হয়, আমি মনে কচ্ছি, যে তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ।

লক্ষ্মণ। প্রেয়সি! তুমি যেমন নূতন রাজ্ঞীর বেশ ভুষা দর্শনে সময়াতিপাত কোচ্ছিলে, আমিও তদনুরূপ অগ্রজ মহাশয়কে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন কোরলে কিসে শোভাকর দেখা যাবে, সেই অপরূপ সম্মোহন-নিন্দনীয় সুমধুর মূর্ত্তি ভাবনা কোচ্ছিলেম। দয়াল রামচন্দ্র যুবরাজ হবেন, এতে রাজা, প্রজা, পুরবাসী সকলেই আনন্দিত, উৎসাহিত, কিন্তু লক্ষ্মণের মনে যে সর্ব্বাপেক্ষা কিরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখ সঞ্চারিত হচ্ছে, তা আমি এক মুখে বোলতে পারিনে। সর্ব্বগুণাকর শ্রীরামচন্দ্র জনকতনয়া সহ রাজসিংহাসনে বোস্‌বেন, চারিদিকে রাজা, প্রজাগণ জয়ধ্বনি কোর্‌বে, আমিও অগ্রজকে চামর ব্যজন কোর্‌বো, এই সুখ-স্বপ্ন আমার এতদিনে ফলবতী হলো, প্রিয়ে! সর্ব্ব সাধারণেই রামকে ভালবাসে, সম্মান করে, কিন্তু রামের শরীরে যে আর আর কি গুণ আছে, সে সকল লক্ষ্মণ ভিন্ন কারও বিদিত নাই, আমার সমস্ত সুখ রাম-রাজ্যপ্রাপ্তিতেই সম্পূর্ণ হলো, এ অনিত্য মায়াময় সংসারে আর লক্ষ্মণের

কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই, তা আমরা যেমন অগ্রজের সহবাসে সর্ব্ব সুখী হবো, তোমরাও জানকী মাতার সহবাসেও তদনুরূপ সুখ সন্তোষে থাক্‌বে, আর্য্য সূর্য্যকুল এইবারে অদ্ভুত রূপে সুখ্যাতি সোপানে আরোহণ কোর্‌বে, রাম রাজ্য যে ভাবী কালের কারণ, রাজ্যসম্বন্ধীয় বিষয়ে উপমেয় স্থলে উল্লেখিত হবে, তা আমি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত কোর্‌লেম।

উর্ম্মিলা। যথার্থ, নাথ! আমার চির-মনোরথ যেন তোমার কথায় প্রতিফলিত হলো, আর্য্যপুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার কারণ সমস্ত রাজসংসারে যে রূপ আনন্দোৎসব হচ্চে, বোধ হয় কোন শুভকার্য্যোপলক্ষে এতাদৃশ ব্যাপার জগতে কুত্রাপি হয় নাই, আর্য্য ও মহারাণীর আজতো আনন্দের সীমা নাই।

লক্ষ্মণ। পিতা কি মধ্যমা মাতার নিকট গেছেন, না মহারাণীর প্রকোষ্ঠে নিদ্রা যাচ্ছেন?

উর্ম্মিলা। হ্যাঁ নাথ! আর্য্য মধ্যমা রাজ্ঞিকে আর্য্যপুত্রের অভিষেক বার্ত্তা শ্রবণ করাতে গিয়েছেন, বোধ হয় তিনি দিদিকে কোন নূতন অলঙ্কার উপহার দেবেন, কি হয়তো পিতৃদত্ত রত্নমুকুটই বা দেন, কারণ তিনি আর্যপুত্রকে সাতিশয় স্নেহ করেন।

লক্ষ্মণ। প্রিয়ে! মধ্যমা মাতা যে অগ্রজ মহাশয়কে ভাল বাস্‌বেন, একি বড় আশ্চর্য্যের বিষয়? যে রামচন্দ্রের গুণে হিংস্রক, শৃঙ্গী, নখর বনপশু পর্য্যন্ত বাধিত হয়, পাষাণ দ্রবিত হয়, সে রামকে যে পুত্রবৎসলা মাতাঠাকুরাণী স্নেহ কোর্‌বেন, তাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? আমার বোধ হয়, জননী

নুতন রাজা রাণী উভয়কেই বহুমূল্য রত্নালঙ্কার দেবেন, তার আর সন্দেহ নাই।

উর্ম্মি। নাথ! তবে চল আহারাদি কোরে নিদ্রা যাবে, আর রজনীও গভীরা হোয়েছে, আবার সকলের প্রত্যুষে উত্থান কোর্‌তে হবে, সপ্ত ঘটিকার মধ্যে আর্য্যপুত্র অধিষ্ঠিত হবেন।

লক্ষ্মণ। অতি বিবিধ কথা স্মরণ করে দিয়েছ, সানন্দে প্লুত হোয়ে আমার আহার নিদ্রা সমস্ত বিস্মরণ হোয়েছে, না হয় এমন সুখময়ী নিশা অনিদ্রায় অতিত কোর্‌বো।

উর্ম্মিলা। তা সত্য বটে, কিন্তু কাল আনন্দোৎসবে কত বেলায় আহারাদি হবে তার স্থিরতা নাই, সেই জন্য বোল্‌ছি যে রাত্রে কিঞ্চিৎ জলযোগ কোরে নেবে এস।

লক্ষ্মণ। আচ্ছা চল, তোমার কথা অগ্রাহ্য করা হোতে পারে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ছায়ারূপে দ্বেষ, লোভ ও বিষাদের প্রবেশ।)

দ্বেষ। আচ্ছা ভাই! আজকে জিৎ কার? দেখ আমি যেমন রাজবাড়ী প্রবেশ কোরেছি, কার ঘাড়ে পোড়্‌ব ভাব্‌ছি, এমন সময় অকালকুষ্মণ্ড কুঁজি মন্থরাই আমার সন্মুখে পোড়ে গেছে, তা দেখ্‌লুম যে তার ঘাড়ে চাপ্‌লে পড়্‌বারও বড় আ-শঙ্কা নাই, তা আর সে সুবিধে কি ছাড়ি? অম্‌নি ঘাড়ে চোড়ে বোস্‌লুম, তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছ।

লোভ। ওহে ভায়া! তোমার তো বাহাদুরি ঐ প-র্য্যন্ত,—আমার শোন, মন্থরার ঘাড়ে চোড়ে তুমি যখন ঘরে

ঢুকলে, আমি তো আগেই কৈকেয়ীর সিংহাসনের নিচে গেলেম, আর যাই মন্থরা ঐ প্রলোভন দেখাতে লাগ্‌ল, কৈকেয়ীর মন ক্রমে কোমল হোতে লাগ্‌ল, আমিও অম্‌নি ক্রমে রাণীকে অধিকার কোরে নিলেম, তার পর অযোধ্যাপতির প্রতি তার ব্যবহার,——আজকের জয়পত্র আমার।

বিষাদ। দেখ, লোভ! তোম্‌রা তো রাজাজ্ঞা সাধনে কোন শত্রু সম্মুখে দেখনি, আমায় অনেক কষ্ট পেতে হোয়েছে। প্রথমে যে মুহূর্ত্তমাত্র রাজবাটীতে প্রবেশ কোরি, দেখি না শান্তি, হর্ষ চারিদিকে মহা কলরব কোরে নৃত্য কোরে বেড়াচ্ছে, আমায় দেখে যে একেবারে খড়্গ হস্তে তেড়ে এয়েছে, আমি তখন কি করি? কোল্কে পেলেম না,—বেগতিক দেখে, লুক্কায়িত হোলেম, তার পর দিবাবসান হোলে, যখন রজনীর সমাগম হলো, তবু আর আমি বেরুতে পারি না, তার পর দেখি না মহারাজ দশরথ একাকী কৈকেয়ীর প্রকোষ্ঠে যাচ্ছেন, আমিও অম্‌নি তার পশ্চাৎ২ চল্লুম, তার পর সেখানে তোমাদের অধিষ্ঠান দেখে, প্রাণে কতক্‌টা সাহস হলো আর হর্ষের ভয় রৈল না, শেষে ক্রমে মহারাজের দেহে প্রবেশ কোর্‌লেম আর কি, ঐযে কথায় বলে "মারি তো রাজা" তা আমি তাই কোরেছি।

লোভ। বাঃ! তুমি আর আমাদের সঙ্গে আস্‌ছ কেন? সমস্ত রজনী রাজার কাছে থাক্‌ব তার পর কাল প্রাতে সমস্ত রাজবাটী ব্যাপৃত কোরে, নগরে চেরিয়ে পোড়্‌ব, আমাদের এই নূতন অধিকারে সফলতার বিষয় মহারাজ মোহের সমীপে জ্ঞাত করিগে।

বিষাদ। আচ্ছা, কাল যেন দেখা হয়, তবে আমি আবার কৈকেয়ী প্রকোষ্ঠে যাই।

[ভিন্ন২ দিক দিয়া সকলের প্রস্থান।

-০০-

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—অযোধ্যা রাজবাটী অন্তঃপুর গৃহ

(মূর্চ্ছাবস্থায় দশরথ শায়িত।)

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী ললিত-বিভাষ।—তাল আড়াঠেকা।

অস্তগত সুধাকর, নিশা হ'লো অবসান।
তরুণ অরুণ আভা, প্রকাশিছে দিনমান॥
কুমুদ মুদিত আঁখি, কমল প্রফুল্লমুখী,
শাখীপরে কত পাখী, গায় সুমধুর গান।
প্রস্ফুটিত নানা ফুল, সৌগন্ধে প্রাণ আকুল,
বহিছে মলয়ানিল, ব্যাপি দিকচয়;———
নাচে ময়ূরী ময়ূর, মারে তান পিকবর,
হানিছে কুসুমায়ুধ, পঞ্চ ফুলময় বাণ।
উঠ উঠ হে রাজন, শ্রীদুর্গা করি স্মরণ,
দেখ মেলিয়ে নয়ন, প্রকৃতি বয়ান॥

(চামরধারী বালকদ্বয়ের প্রবেশ।)

প্র-বা। (জানু পাতিয়া)

হে অযোধ্যাপতি! ত্বরা ত্যজি নিদ্রাবেশ।
চল নাথ ত্বরা করি,
রাজ-সিংহাসনোপরি,
উজ্জ্বলিতে সভাস্থল, ধরি রাজবেশ॥

মঙ্গল বাজনা কত, করিছে বাজন।
মিলে সবে এক তানে,
তব যশ গুণগানে,
আবাল বৃদ্ধ যুবতী, সকলে মগন॥

দ্বি-বা। রাম-অভিষেক বার্ত্তা, করিয়ে শ্রবণ।
আনন্দোৎসবে মতি,
অগণন নরপতি,
বসিয়াছে সভাস্থলে, দীপ্ত তারাগণ॥

সুপ্তবেশে নৃপবর! আছহ কেমনে?
গা তোল হে নরবর,
বিলম্ব না সহে আর,
ত্বরা অভিষেক রামে, কর সিংহাসনে॥

(উভয়ের ব্যজন।)

দশ। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) আঃ! পাপীয়সি! আমার হৃদয়-কানন দগ্ধ কোরে কি পুনর্ব্বার ব্যজনে হুতাশন প্রবল কোর্‌ছিস্? তুই আমার সম্মুখ হোতে দূর-হ, তুই নিকটে থাক্‌তে

আমি আর এ পাপ চক্ষু উন্মীলন কর্‌রো না। আঃ! এ আমার আর সহ্য হয় না।

(বেগে গাত্রোত্থান)

হাঃ! সে পাপীয়সী গেছে? বালকগণ! তোরা কে রে?

প্র-বা। মহারাজ! আমরা আপনার চামরধারী শিশু দ্বয়, আপনার ওঠ্‌বার বিলম্ব দেখে মন্ত্রীমহাশয় ও সভাসদ্গণ পাঠিয়ে দিলেন, রাজসভা সমস্ত সজ্জিত হোয়েছে, জনতায় একেবারে পরিপূর্ণ, আচার্য্যগণ বোল্‌ছেন, গুণাকর রামচন্দ্র কল্যাবধি উপবাসী আছেন, সকাল২ অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হওয়াই সকলের মনোনীত, সেই জন্য আমরা অনেক ক্ষণ এসেছি, আপনার প্রাতে নিদ্রাভাব দেখে উভয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

দশ। (সজল নয়নে) হা রাম! আমার কি হলো? আমি যে পুনর্ব্বার আমার এ জীবন সত্ত্বে শয্যা পরিত্যাগ করে উঠ্‌বো, এ স্বপ্নেও জানিনা,——বাবারে! আমা কর্ত্তৃকই সূর্য্য-কুল একেবারে কলঙ্কিত হলো? হায়! সভাস্থানে বিদেশীয় নৃপগণ, যারা রামাভিষেক বার্ত্তা শ্রবন কোরে, অশেষ প্রকার পথ যন্ত্রণা স্বীকার কোরে এসেছে, হায়! তারা আমায় কি বোল্‌বে? ওরে সর্ব্বস্বান্তকারিণী! তোর কি এই মনে ছিল?

(মৌনে স্থিতি)

প্র-বা। মহারাজ! আমরা শিশু আমাদের ভাল মন্দ জ্ঞান নাই, তত্রাচ আপনার ক্ষমা প্রার্থনা কোরে বল্‌ছি, যে আপনার বিশুষ্ক ওষ্ঠাধর, শূন্য নয়ন, ও বিশৃঙ্খল পরিচ্ছদ ও ছিন্নবেশ দেখে বোধ হচ্ছে, যে আপনি হয়তো কোন পীড়া-

ক্রান্ত হয়েছেন, কিম্বা কোন দুশ্চিন্তাপরিণত হয়ে সমস্ত রজনী নিদ্রা যান নাই, যাহাই হউক্, এক্ষণে আপনার কি রূপ অভি-রুচি, আজ্ঞা করুন।

দশ। বৎসগণ! তোমরা ত্বরায় সুমন্ত্রকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও, আর কাহার নিকট কোন কথা প্রকাশ করোনা।

উভয়ে। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আমরা অনতি-বিলম্বেই মন্ত্রীমহাশয়কে আপনার আজ্ঞা জ্ঞাত করিগে।

[ক্ষুণ্নভাবে উভয়ের প্রস্থান।

দশ। (স্বগত) হায়! আমি যখন এ কথা নিজ মনে চিন্তা কোর্লেই স্তম্ভিত হচ্ছি, তখন কি করে এই হৃদয় বিদা-রক কথা অন্যের নিকট ব্যক্ত কর্বো? উঃ! আমি কি করে এই সর্ব্বনাশ বৃত্তান্ত;——(মৌনে স্থিতি)

(সুমন্ত্রের প্রবেশ।)

সুমন্ত্র। (স্বগত) তাইতো! চামরধারী বালকগণের কথা-তেই তো আমার অন্তরাত্মা বিশুষ্ক হয়েছে, মহারাজের এরূপ ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ কি? আমার হৃদয় সাতিশয় ভীত হচ্ছে,বিগত কল্য রজনীর আচার্য্য বাক্যই বা প্রতিপালিত হয়, আমি যা নিবারণের চেষ্টানুধাবনের কারণ বাঞ্ছা কোরেছিলাম কিন্তু মহারাজের এরূপ অদ্ভুত ভাব দর্শনেই তো স্তম্ভিত হয়েছি, দেখি জিজ্ঞাসা করি, কোন পীড়াক্রান্ত কি অন্য কোন কারণের জন্য এ রূপ হয়েছেন? নিবারণের উপায় থাক্‌লে কখনই চেষ্টার ত্রুটি হবে না (প্রকাশ্যে) রাজন্! আপনি কি পী-ড়িত হয়েছেন? নতুবা এমন মহোৎসবের দিন, আপনি

শয্যাশায়ী ? অনুরোধ করি, একবার উঠুন, অভিষেকের সময় অতি প্রত্যুষেই নির্ধার্য্য হয়েছে, সমস্তই তো আপনি জানেন, তবে কিরূপে এ ভাবে আছেন ?

দশ। (মুখাবরণ করিয়া) সুমন্ত্র! তুমি আমার রাজ্য শাসনের চিরসহচর, তোমার নিকট আমার কোন কথাই গুপ্ত নাই, আমার মনে যা হোচ্ছে, তা আমি স্বয়ং প্রকাশ কোর্‌তে অক্ষম, সুদ্ধ আমার একটীমাত্র আজ্ঞা, না অনুরোধ পালন কর, আমার জীবসর্ব্বস্ব রামকে একবার ডেকে নিয়ে এস।

সুমন্ত্র। মহারাজ! আপনি যখন বিনা যাচ্ঞায়ও আমায় মনোভাব প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ কোর্‌লেন, তখন আমি জান্‌তে বাঞ্ছা করি না, কিন্তু রামচন্দ্রকে তো একেবারে সভা-স্থলেই দেখ্‌বেন, আর এখানে বিলম্বে আবশ্যক নাই, আবার শুভলগ্ন অতীত হবে।

দশ। (শিরে করাঘাত করিয়া) উঃ সুমন্ত্র! আমায় আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কোর না,আমার বল্‌বার শক্তি নাই, আর বিলম্ব কোর না, ত্বরায় আমার কাঙ্গালের ধন রামকে ডাক, আমি একবার তার বিধুমুখ দেখে তাপিত প্রাণ শীতল কোর্‌ব।

সুমন্ত্র। (স্বগতঃ) তাই তো, মহারাজের তো মনো-ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, রজনী মধ্যেই কি কোন পীড়া হলো নাকি ? সর্ব্বনাশ কোর্‌লে দেখছি, আজ যদি মহারাজের পীড়া বৃদ্ধি হয়, তা হোলেই তো সমস্ত আয়োজন বৃথা হবে যাই হোক, ওঁর আজ্ঞা পালন কোরেই দেখি না, রামকেই

বা কি বলেন, তার পর না হয় রাজবৈদ্যকে আহ্বান করা যাবে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আপনি স্থির হোন্, আমি বৎসকে ডেকে আন্ছি।

[প্রস্থান।

দশ। (স্বগতঃ) হৃদয়! দৈত্য-সমরে বহুবার সাতিশয় বীরত্ব প্রকাশ করেছ নির্ভয়চিত্তে শমনের কতরূপ প্রতিকৃতি দেখেছ, কখনই কাপুরুষত্ব বা ভয় প্রদর্শন কর নাই, কিন্তু আজ যদি পরাণপুতলি বৎস রামকে নিজ মুখে প্রকাশ কোরে বোল্‌তে পার, যে "বাবা! তোমার পরিবর্ত্তে ভরতকে রাজা কোরতে মানস কোরেছি, আর তোমাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বন-বাস দিতে স্বীকার কোরেছি,"——উঃ! আর যাতনা সহ্য হয় না।

(সুমন্ত্র সহকারে শ্রীরামের প্রবেশ।)

রাম। পিতঃ! প্রণাম হই।

দশ। (মৃদুস্বরে) বাবা! এসেছ? এসো বাবা।

(মৌনে স্থিতি)

সুমন্ত্র। (ক্ষণবিলম্বে) রাজন্! বৎসকে কি বোল্‌বেন, বোলে ডাক্‌লেন,—তা আবার নীরব হলেন যে?

দশ। (বিকৃতস্বরে) আঃ! কি যন্ত্রণা! কি প্রলাপ বোক্‌ছো, রাম চোলে গেছে?

রাম। না, পিতঃ! এই যে আমি আপনার অনুজ্ঞা শ্রবণাপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

দশ। ছি বাবা! চুপ কর, অমোন কথা বোলো না, ওরে কৈকেয়ি! তোর কি বিবেচনা হলো? পাপীষ্ঠা! দুর্ব্বৃত্তে!

রাম সাতিশয় অপরাধী তাই তাকে এমন নিষ্ঠুর কথা বোল্‌লি, ধিক্‌!

রাম। তাতঃ! আমি কি অপরাধ কোরেছি বলুন, এই দণ্ডে অপনোদন কোর্‌তে স্বীকৃত আছি।

দশ। আঃ! রাম তুমিও আমায় বিরক্ত কোর্‌ছো, হায়! কৈকেয়ীই সব জানে; আমি জীবন থাক্‌তে তা বোল্‌তে পার্‌বো না।

রাম। (সুমন্ত্রের প্রতি) মন্ত্রী মহাশয়! পিতা বোধ হয় কোন কারণের জন্য আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, সাতিশয় প্রগাঢ় স্নেহের কারণ প্রকাশ কোর্‌তে পাচ্ছেন না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যখন মধ্যমা মাতার নামোচ্চারণ কোচ্ছেন, তখন বোধ হয় তিনিই সমস্ত জানেন, তা আমি একবার কি তাঁর কাছে যাবো?

সুমন্ত্র। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগান্তে) বৎস! আমি আজকের ব্যাপার কিছুমাত্র বুঝতে পার্‌ছি না, একবার মধ্যমা রাজ্ঞীর মহলে যাও, তা হলে অবশ্য এর কারণ জানতে পারবে।

রাম। আচ্ছা, পিতাকে আপনি আমার গমন কারণ বোল্‌বেন।

[প্রস্থান।

সুমন্ত্র। (স্বগতঃ) মহারাজের এরূপ ভাব দেখে তো আমি স্তম্ভীত হোয়েছি, কিসে যে কি হবে, তাতো জানি না, হায়! আজ বোধ হোচ্ছে, সূর্য্যবংশে একটা মহা বিপদ ঘটনা উপস্থিত হবে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আজ আপনি থেকে থেকে এরূপ হোচ্ছেন কেন? আপনার মনোনীত ভাব প্রকাশ

কোরেই না হয় বলুন, রামকে আহ্বান কোল্লেন, কিন্তু কোন কথাই তাঁকে বোল্লেন না, এখান হোতে চলে গেল তাতেও নিবারণ কোল্লেন না, আপনি ধৈর্য্যতা গুণের উপমেও হোয়ে, আজ এরূপ অধৈর্য্যতা প্রকাশ কোচ্ছেন কেন ?

দশ। (সচকিতে) সুমন্ত্র! কৈ আমার রাম কৈ ? তুমি যে বাবাকে ডাকতে গেলে, বাবা এল না ?

সুমন্ত্র। সেকি মহারাজ ? রাম রাজপরিচ্ছদ পরিধান কর্‌বার উদ্‌যোগ কর্‌ছিলেন, তার পর আমি আপনার অনুজ্ঞা প্রকাশ মাত্র, ওমনি সমস্ত দ্রব্যাদি রেখে আমার সঙ্গে এলেন, আপনার সহ কথা কইতে লাগ্‌লেন, আপনি ভঙ্গস্বরে কি বোল্লেন, মধ্যে২ মধ্যমারাজ্ঞির নামোচ্চারণ কোর্‌লেন, তাইতে তিনি মনে কর্‌লেন, "যে আমিই কি কোন অপরাধ করেছি, তা পিতা স্নেহবশে বোল্‌তে পাচ্ছেন না মধ্যমামাতাকে জিজ্ঞাসা কোরে আসি" এই বোলে চলে গেছেন।

দশ। (ক্ষিপ্তবেশে উপবেশনান্তে) কি বোল্লে সুমন্ত্র! রামকে আমি কি বোলেছি তাই রাম আমার উপর অভিমান কোরে অন্যত্রে গেল ? কৈ আমি তো বৎসকে কিছু বলি নাই ?

সুমন্ত্র। তিনি অন্য কোথায় যান নাই, সুদ্ধ মধ্যমা রাজ্ঞির নিকট গেছেন।

দশ। এঁ্যা! রাম আমার কৈকেয়ীর মন্দিরে গেছে ? সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র বৎসকে রাক্ষসীর নিকট হতে প্রত্যাবর্ত্তন কোর্‌তে বলগে,—সে পিশাচীর কাছে রাম আমায় না বোলে কেন গেল, আমি তো বাবাকে দেখিনে, তাহলে কখনই সেখানে যেতে অনুমতি দিতেম না, হায়! আমার কি হবে ? সুমন্ত্র!

তুমি এখন বিলম্ব কোর্‌ছো কেন, তুমি জান না যে আমার আজ কি অত্যাহিত ঘটেছে,—আমি পীড়িত নই, আমি প্রলাপ বক্‌ছি না, আমার হৃদয়, কৈকেয়ী পিশাচীর কথায়, একেবারে শুষ্ক হয়ে গেছে, সুমন্ত্র! তুমি যে আমার এমন বিশ্বস্ত দাস তত্রাচ তোমার কাছেও আমার বোল্‌তে সাহস হোচ্ছে না।

সুমন্ত্র। মহারাজ! আপনার বাক্যগুলি শুনে আমার হৃদকম্প হোচ্ছে,—মধ্যমা রাজ্ঞী এমন কি গর্হিত কার্য্য কোরেছেন্, যে আপনি তাঁকে এতাদৃশ অবক্তব্য বাক্য সকল বোল্‌ছেন।

দশ। সুমন্ত্র! সে পাপীয়সীর কথা তুমি কি জিজ্ঞাসা কোর্‌ছো, সে একেবারেই আমার সুখ-তরুমূল ছেদ কোরেছে, মায়াবিনী সাপিনীর ন্যায় এতাবৎ কাল আমার যত্নে প্রতিপালিতা হয়ে, অবশেষে আমার শিরোদেশে দংশন কোরেছে, আমার প্রাণাধিক সর্ব্বগুণাকর রামের পরিবর্ত্তে ভরতকে রাজা কোর্‌তে বোলেছে, আঃ—উঃ! বোল্‌তে পার্‌লেম না, আমায় এখান হোতে নিয়ে চল আমি এখানে থাক্‌লেই সে পাপীয়সীর মুখদর্শন কোর্‌তে হবে।

সুমন্ত্র। হায়! তবে আচার্য্যের কথাই বুঝি হাতে২ ফল্‌লো, বিধি নির্ব্বন্ধ কখনই মনুষ্যের দ্বারা নিবারণ হতে পারে না।

দশ। সুমন্ত্র! আমায় বড় রাণীর প্রকোষ্ঠে নিয়ে চল, আর রামকে রাক্ষসীর নিকট হোতে শীঘ্র নিয়ে এসো, দুশ্চারিণী যদি আমার চাঁদকে গ্রাস করে ফেলে, আমায় একটু ধরে নিয়ে চলো। [সুমন্ত্রের সহ প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য, – অযোধ্যা, – রাজবাটী, – কৈকেয়ী মন্দির।

(কৈকয়ী ও মন্থরা সমাসীনা।)

মন্থরা। এখন দেখ্‌লি বাছা, তোরা যতই লিখুনে পড়ুনে হোস্‌ তবু তোরা ছেলে মানুষ, তোরা কতই বুদ্ধি ধরিস? আমরা আকাশ পথে যে পাখী উড়ে যায়, তার পালক গুনি, তা না হোলে এ কর্ম্মের মন্ত্রণা করে সিদ্ধ হওয়া কি আর কার সাধ্য ছিল? এখন অবধি বুঝিস্‌ যে এই মন্থরার পেটে কত গুণ।

কৈকেয়ী। যথার্থ, মন্থরা! তুই ভিন্ন এ কল্পনা কোর্‌তে কার সাধ্য হতো না, আমি প্রথমেতে কতই ভয় পেয়েছিলাম, মহারাজকে যে রূপ করে বাগিয়ে নিলুম, সে আর কি বোল্‌বো, অন্য মেয়ে মানুষ হলে কখনই তা পার্‌তো না।

মন্থরা। দেখ্‌! রামতো আজ বনে যাবেই, তা হলেই আমি একজন লোক ঠিক করে রেখেছি, তাকে নন্দিগ্রামে ভরতকে আন্‌তে পাঠিয়ে দি, সে গিয়ে বোল্‌বে, যে মহারাজ তোমায় ত্বরায় অযোধ্যা যেতে বোলেছেন, তা হলে আর কোন কথা হবে না, তার পর বাছা এসে দেখ্‌বে, যে তার জন্য আমরা একেবারে রাজসিংহাসন পেতে রেখেছি।

কৈকয়ী। (সপুলকে)। উঃ! তা হলে বাছা যে কতদূর আনন্দিত হবে, তা বলা যায় না। যাহোক, মন্থরে! তুই একবার ওদিকের খবরটা নিয়ে আয় দেখি, রাজাই বা রামকে কি বো-

লেছে, সভায় বা কি হোচ্ছে, রামের যাবার কি বিলম্ব, দিদিই বা কি রকম কোচ্ছে ?

মন্থরা। হুঁ! একবার বড় সোহাগীর ঐ দিকটে দেখে আসি, (নেপথ্যে দেখিয়া) ওলো! রামা ছোঁড়া যে মলিন মুখে তোর কাছেই আস্‌ছে, বোধ হয় তোর পায়ে হাতে ধরে বুঝি সব মিটমাট কোর্‌তে আস্‌ছে, এসব বোধ হয় বড়মাগীর শিখনেৎ, খবরদার, যা এতকাণ্ড কোরে পেয়েছ, সেটি যেন মিষ্টিকথায় ভুলে হারিও না।

কৈকয়ী। তা হবার যো নাই, আমি আর এখন তত হাবা নাই, হাজার হোক্ সতীন পো, এত মায়াই বা ওর ওপোর কি ? কায নেবার বেলা সকলেই নীচু হয়।

মন্থরা। তুমি আগে কিছু বলো না, ও কি বলে শোন, তার পর জবাব দিও।

(বিষণ্ণমুখে রামের প্রবেশ।)

রাম। জননি! প্রণাম হই।

কৈকেয়ী। বৎস! দীর্ঘায়ু হও, বোস, কি মনে কোরে আমার এখানে আসা ?

রাম। মা! আপনি শুনে থাক্‌বেন, যে পিতা প্রজানুরোধে বাধ্য হোয়ে আমায় আজ যুবরাজ কোর্‌তে মানস কোরেছেন, সেই জন্য গত কল্য হোতে আমি উপোষিত আছি।

কৈকেয়ী। হাঁ! এ কথা কাল শুনেছিলেম।

রাম। তা, জননি! ক্ষণকাল পূর্ব্বে আমি বেশ-গৃহে পরিচ্ছদাদি পরিধান কোর্‌তে গিয়েছি, এমন সময় সুমন্ত্র মহা-

শয় আমায় বোল্লেন, “ রাম ! মহারাজ তোমায় ডাকছেন !” আমি শ্রুত মাত্র পিতার নিকট গেলেম, সম্বোধন কোরে আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি মৌনেই রইলেন, আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে “হা হতোষ্মি,, ইত্যাদি বিলাপ কোর্‌তে লাগ্‌লেন, আর মধ্যে২ আপনার নাম ও আমার কি অপরাধের কথা উল্লেখ কোরেছেন, তা জননি ! আমি তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলেম, যে বিগত রাত্রে আমার বিষয় পিতা আপনার নিকট কিছু উল্লেখ কোরেছিলেন, আমি যে পিতার নিকট জ্ঞাতসারে কোন কারণে অপরাধী হয়েছি, তা জানুলে এখনি তার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত কোর্‌তে স্বীকার আছি।

মন্থরা। দেখ কৈকয়ি ! রাম বড় সুছেলে, তা ওকে আর বেশী কষ্ট দেওয়ার আবশ্যক নাই,—তু এক কথায় সব বল।

কৈকেয়ী। বৎস ! তুমি মহারাজের নিকট কোন অপরাধ কর নাই, তুমি যে রকম সুবোধ,শান্ত,জ্ঞানবান, এমন আর হয় না,—তা বাবা ! মহারাজ একটি কথা তোমায় লজ্জায় বোল্‌তে পারেন নি। দেখ, পুত্র মাত্রেরই এই কর্ম্ম, কোন জিজ্ঞাস্য ব্যতিত পিতৃ মাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করা, তা হলেই সে সংসারে যশস্বী হয়।

রাম। জননি ! ও সমস্তই আমি জানি, পতা আমায় যথেচ্ছা আজ্ঞা করুন, আমি অসন্দিগ্ধ চিত্তে এই মুহূর্ত্তের মধ্যে সাতিশয় নিকৃষ্ট কার্য্য হলেও কোর্‌বো।

কৈকেয়ী। বাবা ! তা নয়, মহারাজ আমার নিকট ত্রুটি

প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেন, সে দুটি তুমি স্বীকার না হোলে পালিত হয় না, তুমি যদি সুবোধ সন্তানের ন্যায় আপনার কষ্ট উপেক্ষা করে,তাঁরআজ্ঞা পালন কর.তাহলেই তিনি প্রতিজ্ঞা দায়ে মুক্ত হন,নতুবা উক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কলুষ সঞ্চয়ের কারণ তাঁকে পরিণামে নিরয়গামী হতে হয় এবং এ ঘটনার কারণ বিমল-সূর্য্য-কুল-যশোচন্দ্রে কলঙ্ক দেওয়া হয়।

রাম। জননি! আপনার অত বলা বাহুল্য, আমার কষ্ট স্বীকার কি বল্‌ছেন, যদ্যপি জীবন দিলেও পিতাকে মুক্ত কর্‌তে পারি, তাতেও এই মূহূর্ত্তে রাজী আছি, সামান্য সংসার ভোগ লালসায় অনুরক্ত হয়ে এমন দুরাচার কে আছে, যে গুরুজনকে অসত্যবাদী কর্‌বে? মাগো! সে কি বলুন, আমি এই দণ্ডেই প্রতিপালন কর্‌বো, কোন ক্রমেই না বল্‌বো না, জীবন বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত পণ, যা হোক আর বিলম্ব কর্‌বেন না।

কৈকেয়ী। দেখ, বৎস! আমি মনে উত্তম জানি, যে তুমি এই তরুণাবস্থাতেই সাতিশয় সমর-বিশারদ, নিতীজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, পিতৃ আজ্ঞা পালনে কখনই পরাঙ্মুখ হবেনা, কিন্তু মহারাজ মুখে তোমায় স্নেহবশে সে কথা বোল্‌তে না পেরে, ওরূপ অস্পষ্টভাবে মনোগতভাব ব্যক্ত কর্‌ছেন।

রাম। জননি! তবে অব্যক্ত মনোবাঞ্ছার কারণ পিতা বোধ হয় সাতিশয় কষ্ট পাচ্ছেন,আপনি বলুন্ আমায় কি কো-র্‌তে হবে, তা হোলে ত্বরায় পিতার কষ্টাপনোদন হয়।

কৈকেয়ী। বৎস! তবে বলি শোন,—তোমাদের জন্মের পূর্ব্বে মহারাজ একবার সুররাজের হয়ে দানবসমরে গিয়ে জয়ী হন, কিন্তু অনেক স্থানে আহত হয়ে আসেন, সে সময়ে আমি

তাঁর সেবা করায় তিনি আমায় একটি বর দিতে চান,আমি বলি "আবশ্যক মতে যাচ্ঞা করবো" তারপর তিনি পুনর্ব্বার একটি বিস্ফোটপীড়ার কারণ সাতিশয় কষ্ট পান, তাতেও আমি সেবা করে আরোগ্য করি, পুনর্ব্বার মহারাজ আমায় বর দিতে চান, আমি সেটীকেও পূর্ব্বমত সময়ান্তরের কারণ রাখি, কিন্তু গত কল্য আমার সেই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত দুটি বর কামনা করি। একটিতে তোমার পরিবর্ত্তে ভরতের রাজ্যাভিষেক ও অন্যটিতে তোমার চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বাসন,—তা বাবা! এই কথা শুনে মহারাজ সাতিশয় ব্যাকুল হয়েছেন, কেশ ছিঁড়ছেন, রোদন কচ্ছেন, কত বিলাপ কোচ্ছেন,অতএব বাপু! তিনি তোমায় বোল্‌তে পারেন নি,আমি বোল্লেম, এখন তোমার যা বিবেচনা হয় তাই কর, রাজ্য ভোগ বাসনা বড়; কি পিতাকে প্রতিজ্ঞাপাশ হতে মুক্ত করা উচিত সেটি তোমার সাধ্যায়ত্ত।

রাম। (হাস্যমুখে) মাগো! আমি যে পিতার প্রতিজ্ঞা দায় মুক্তির পাত্রী হলেম, এর অপেক্ষা আর আমার সুখের বিষয় কি আছে? অকিঞ্চিৎকর রাজ্যভোগ লালসায় পিতার মনে কষ্ট দোবো,তার অপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল,—জননি! আমি এই মুহূর্ত্তেই সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ কোরে সন্ন্যাসী-বেশে রাজবাটী পরিত্যাগ কচ্ছি। আপনি পিতাকে আমার প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করুন গে, তিনি উঠে স্নানদানাদি করুন।

কৈকেয়ী। বাছা! একটু সত্ত্বর প্রস্তুত হওগে, কারণ প্রতিজ্ঞা পালিত না হোলে আর তিনি কোন কার্য্য কোর্‌তে পাচ্ছেন না।

রাম। আচ্ছা, জননি! আমি শীঘ্রই যাচ্ছি, প্রণাম হই,

আমার শোকে পিতা আকুল হোলে আপনারা শান্ত কোর্‌বেন, আর ভাই ভরতকে উত্তমরূপে অপত্যস্নেহে প্রজাপালন কোর্‌তে বোল্‌বেন, আর আমার কোন কথা নাই, বিদায় হলেম

[প্রস্থান।

কৈকেয়ী। মন্থরে! রাম যে বিনা পরিতাপে রাজ্যখণ্ড পরিত্যাগ কোর্‌তে স্বীকৃত হবে তা আমি জান্‌তেম না, বৎস আমার যথার্থই গুণের আধার, এমন সন্তানকে বনবাসী কোর্‌তে আমার বড় মনস্তাপ হলো।

মন্থরা। আচ্ছা, এসো, আর মনস্তাপে কাজ নাই, ভরত রাজা হলে পর ভুলে যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—অযোধ্যা—রাজসভা।

উচ্চ মঞ্চে দুইখানা হেমময় সিংহাসন স্থাপিত, ছত্রধারী, চামর ধারী পরিচারকগণ দণ্ডায়মান,—সভাস্থলে নিমন্ত্রিত রাজাগণ, কোশল ও অযোধ্যা রাজ্যের প্রজাগণ সমাসীন, প্রহরী ও পুরোহিত দণ্ডায়মান।

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী মালকোষ।—তাল আড়াঠেকা।

আহা কিবা মনোলোভা, শোভে রাজসভাস্থল।
ত্রিদিব সমাজে যেন, শোভে সুরদল॥

হেমময় সিংহাসন, মণি খচিত আসন,
চারিদিকে প্রজাগণ, গায় সুমঙ্গল।
রাম চন্দ্রের অভিষেকে, নাচিছে সবে পুলকে,
আবাল বৃদ্ধ বনিতা, আরো যুবাদল,
কোথা হে অযোধ্যাপতি, এসো নাথ, শীঘ্রগতি,
দেহ রামে দণ্ড ছাতি, বিলম্বে কি ফল।
তোমার বিলম্ব দেখি, রাজা প্রজা মনোদুখি,
কোথা রাম কোথা জানকি, আন এই স্থল॥

জনেক প্রজা। (অন্যের প্রতি) ওহে! আজকের ব্যাপার কি? প্রাতঃকালেই শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক-কাল ধার্য্য হোয়েছিল, কিন্তু রাজবাটীর তো কারেও দেখ্‌তে পাই না, মহারাজ আসেন নি, রামচন্দ্রের দেখা নাই, রাজপুত্র লক্ষ্মণ বীরেরও কোন চিহ্ন নাই, এর ভাব কি? সুদ্ধ সুমন্ত্রদেব সভাস্থলে এত ক্ষণ ছিলেন, তিনিও আবার অন্তঃপুরে গেলেন, এ সকল সূচনা তো আমার বড় মঙ্গলজনক বোধ হচ্ছে না।

অন্য-প্রজা। কি জান ভাই, যুবরাজ ও জানকীদেবীর বেশভুষা কোর্‌তে হয়তো বিলম্ব হোচ্ছে, নব রাজা রাণীর মন কি সহজে ওঠে?

১ম প্রজা। রাজপুত্র সেরূপ নন, তাঁর সামান্য পরিচ্ছদের কারণ অত মান অভিমান নাই, প্রজাগণ কিসে সুখ সচ্ছন্দে থাক্‌বে, এইটি তাঁর আন্তরিক বাসনা, এই সমস্ত মাঙ্গলীক বিষয়ের চিন্তাতেই তিনি এই তরুণ বয়েসে ব্যাস্ত, অতএব তোমার কথা আমার গ্রাহ্য হলো না, অবশ্য এর মধ্যে অন্য কোন কারণ থাক্‌বে।

জনৈক পুরোহিত। ওহে প্রতিহারি! তুমি একবার অন্তঃ-

পুরে মহারাজকে সংবাদ দাও, যে অভিষেকের সময় হয়েছে, আর সমবেত রাজগণ ও প্রজাগণ নব রাজা রাজ্ঞী দেখ্বার জন্য সাতিশয় অধৈর্য্যতা প্রকাশ কোচ্ছেন, এর পর অভিষেকের মন্ত্র বোল্তেই বেলা দশটা বেজে যাবে।

প্রতি। মহাশয়! আমি কি রূপে বাটীর ভিতর যাই? মন্ত্রী মহাশয় গেছেন, আমার আজ কেমন বাড়িতে যেতে একটা ভয় হোচ্ছে।

আচার্য্য। পুরোহিত মহাশয়! এখন আমার কোন কথা বলা অবিধি, কিন্তু বোধ হয় আমাদের আজ রামাভিষেক কারণ হর্ষ বিনিময়ে মহা বিষাদিত হতে হবে।

পুরো। ওহে আচার্য্য! তোমার কথা শুনে যে আমার সমস্ত হৃদয় স্তম্ভিত হলো, অন্তরাত্মা বিশুষ্ক হলো, রামের অভিষেকে আবার ব্যাঘাত কি?

আচার্য্য। তা মহাশয়! সত্বরেই জান্তে পার্বেন্।

পুরো। ওহে আচার্য্য মহাশয়! তুমি সাতিশয় শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে যখন এমন কথা বোল্ছো, তখন আমাদের তাতে অপ্রত্যয় করার কোন কারণ নাই কিন্তু ভাল করে দেখ দেখি, যে তোমার গণনার ভ্রান্তি হয় নাই তো?

আচার্য্য। মহাশয়! আকাশে মেঘাচ্ছন্ন দেখ্লে যেমন বারিবর্ষণের আশা করা যায়, তেমনি আপনারা ন্যায় শাস্ত্রালোচনা করে দেখুন না, যে রাজপুরী কি রূপ ভাবাচ্ছন্ন হয়েছে,—চতুর্দ্দিকে শকুনি কাক পেচক প্রভৃতি অমঙ্গলসূচক পক্ষীগণ কর্কশস্বরে কলরব কর্ছে, সভামণ্ডপের পতাকায় বায়স বিকৃতস্বরে চিৎকার কোর্ছে, এ সকল কি শুভ ঘটনার চিহ্ন।

পুরো। তাইতো! তা হলেই তো মহাবিপদ, শ্রীরাম-চন্দ্রের অভিষেকে কে প্রতিবন্ধকতা দেবে? দেখা যাক না হয় মঙ্গলার্থে ইষ্ট দেবতার নাম জপ করা যাক্।

আচার্য্য। আচ্ছা, তাই করুন্, ক্ষণবিলম্বেই সমস্ত জানা যাবে।

পুরো। ঐযে হে, রাজবাটীতে শঙ্খধ্বনি হোচ্ছে, বোধ হয় দেবার্চ্চনা করে বুঝি সকলে বহিষ্কৃত হবেন।

আচার্য্য। মহাশয়! সে দুরাশা আপনি মনোমধ্যে স্থান দেবেন না।

পুরো। বটে! তাহলেই তো মহাবিভ্রাট, ব্রাহ্মণি যে একেবারে খেতে আস্‌বে, একেতো রাত্রে ঘুমুতে দেয় নাই, যাই হোক, এতসঙ্খ্যা লোক জন যখন নিস্তব্ধে আছে, তখন আমা-দেরই বা কি, দেখা যাক্।

আচার্য্য। তা বই কি মহাশয়, আপনি আসন পরিগ্রহণ করুন্।

[সকলের পূর্ব্বভাবে স্থিতি।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজবাটী,—কৌশল্যার অন্তঃপুর।

(কৌশল্যা ও দুইটী পরিচারিকা আসীনা।)

১ম-পরি। মা! তুমি তো নূতন রাণীকে আপাততঃ মস্তকাবধি সমস্ত মণিময়ালঙ্কার দিলে, মধ্যমা রাজ্ঞী মাতা কি দিলেন?

কৌশল্যা। ওগো কৈকেয়ী আমাদের সকলের অপেক্ষা ভাল দ্রব্য দেবে, কেকয় রাজের মহা আহ্লাদের পুত্রী, অতুল ধনের অধিকারিণী, বোধ হয় নানা রত্ন জড়িত পিতৃদত্ত মুকুট দেবে, আর কি দেয় তা বল্‌তে পারিনে, মুকুটের কথাই তো সর্ব্বদাই বোল্‌তো, দেখা যাক মহারাজ এলেই সমস্ত সংবাদ জানা যাবে।

২য়-পরি। মাগো আমি সভাস্থলে দেখে এলেম্, আহা! কি সভাই হোয়েছে, বোধ করি রাজা প্রজা বুঝি আর কোথাও নাই, সকলেই যেন নিদাঘের পিপাসী চাতক চাতকীর ন্যায়, মহারাজ ও যুবরাজের, আগমন প্রতিক্ষা কর্‌ছে, সকলের মুখে আর কোন কথা নাই, শুদ্ধ রামচন্দ্রের যশকীর্ত্তন কেউ বা তাঁর রূপের কেউ বা তাঁর গুণের কথা কোচ্ছে, এভিন্ন আর সভায় কোন কথাই নাই।

কৌশল্যা। দেখ, বাছারা! রাম বৈ আমার আর কে আছে, তা সে রাম যে সকলের প্রিয়, এর অপেক্ষা আর আমার সৌভাগ্যের বিষয় কি হবে? আর বধূমাতার সহাস্য চারুমুখ দেখে আমার ঐহিকের সমস্ত সুখপাত্র পূর্ণ হোয়েছে।

১ম-পরি। এই যে, ছোট মা আর২ সব আস্‌ছেন, যথার্থ, মা! ছেলে বুড়া সকলেরই যেন আজ মনের সুখ, অযোধ্যায় বোধ হয়, আর কেহই অসুখী নাই।

(পুষ্পহস্তে সুমিত্রা ও অন্যান্য পুর কামিনীগণের প্রবেশ।)

সুমিত্রা। বড় দিদি! এই ঠাকুরের প্রসাদি পুষ্প যাও, আমি বধূমাতা জানকীকে সিন্দুর পুষ্প দিয়ে এসেছি, উর্ম্মিলা আর২ বধূগণ সব তার সাজ সজ্জা কর্‌ছে, তুমি এই আশীর্ব্বাদী ফুল রামকে যাত্রাকালীন দিও, আর সময় ও নিকট হোয়ে এসেছে, সকলে শঙ্খধ্বনি ও মঙ্গলাচরণ কর।

(সকলের তদনুরূপ করণ।)

পরি। ঐ যে দুই ভায়ে মার আশীর্ব্বাদ নিতে আস্‌ছেন, আহা! দুটীরই কি সৌম্যমূর্ত্তি! বিশেষ লক্ষ্মণ দেব যেন রামচন্দ্রের ছায়া, যেখানে উনি সেখানেই লক্ষ্মণ, যথার্থই ভ্রাতৃপ্রিয় একেই বলে, আহা! আমাদের চক্ষু সার্থক হলো, হাঃ! লক্ষ্মণ বুঝি এলেন না।

(শ্রীরামের প্রবেশ।)

কৌশ। একি, বাবা! এখনো যে পরিচ্ছাদদি পরিধান কর নাই? গত কল্য অবধি উপোষিত রয়েছ, শীঘ্র২ অভিষেক কার্য্য সমাপ্ত হবে, বধূমাতার প্রায় সজ্জা সাঙ্গ হলো, এই আমি ঠাকুরের আশীর্ব্বাদী পুষ্প হাতে কোরে বোসে আছি, যাও বাবা, শীঘ্র রাজপরিচ্ছদাদি পরিধান করগে, আর বিলম্ব করোনা, মুখ খানি যে একেবারে শুখিয়ে গেছে।

রাম। (স্বগত) জননি! আশীর্ব্বাদী ফুলে আর আমার কি কোর্‌তে পারে? কালফণী যখন শিরোদেশে বিষাক্ত

দন্তে দংশন কোরেছে, তখন আর কিছুতেই সে হলাহল অধঃ হয় না, হায়! আমাকে যে অভিষেক দিনে নির্ব্বাসিত হোতে হলো, এতে আমি এক তিল মাত্র দুঃখিত নই, কিন্তু আমার নির্ব্বাসন কথা শুনলে,যে মা কি করবেন, এই আমার শঙ্কা ,ওঁর চক্ষে যদি আমায় না জল দেখ্‌তে হয়, তা হলে পিতাকে সত্য পাশ হতে মুক্ত করবার জন্য আমি সহস্র বৎসর বনবাসে অতিত করতে পারি, তাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষোভ থাক্‌বে না।

কৌশল্যা। (বিস্ময়ে) বাবা! তুমি যে এমন কোরে মুখ হেঁট কোরে, নিম্ন দৃষ্টে রইলে?

রাম। (সবিষাদে) জননি! স্থির হউন, দেবতাগণ আমাদের উপর প্রসন্ন নন, মাগো! সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় শোকপরতন্ত্রা হবেন না, আমাদের সকলের আশার ঠিক বিপরীত ফল ফলেছে. আমার রাজা হওয়ার ব্যাঘাত ঘটেছে, রাজ্যেশ্বর পিতার নিকট বরলব্ধা হোয়ে. মধ্যমা মাতা আমার বিনিময়ে ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি ও আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বন-বাস আজ্ঞা কোরেছেন, এই জন্য এখন পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করি নাই।

কৌশল্যা। রামরে! এমন বাদ কে সাধ্‌লে, রে বাবা!

(পতন ও মুর্চ্ছা)

সুমিত্রে। হায়! হায়! বাবা! এমন নিদারুণ কথা মার সম্মুখে বোল্‌তে হয় বাপ? ওগো! তোমরা দিদিকে দেখো।

সকলে। ওমা! কি হলো গো? রাজ্ঞীর যে একেবারে চৈতন্য নাই, হায়! এমন শত্রুতা কে সাধলে গো?

সুমিত্রা। উঃ! কৈকয়ি! তুই রাজকুলে জন্মে কি এই কায করা তোর বিহিত হলো? হায়! কোথায় অধিবাস না কোথায় বনবাস! আহা! মহারাজ কি কোল্লেন? এ অপযশ যে মোলেও যাবে না, দিদি! ওগো! তোমরা রাজ্ঞীকে বাতাস কর।

(কৌশল্যার মুখে জল সিঞ্চন ও ব্যজন।)

কৌশল্যা। (মুর্চ্ছাপনোদনে) বাবা রাম! তুমি কোথা?

রাম। এই যে জননী, আমি আপনার কাছে আছি।

কৌশল্যা। হাঃ! তবে তুমি রাজ্যত্যাগ ও মাতৃত্যাগ করে যাবে না? আহা বাবা! তবে আমায় অমন নিষ্ঠুর কথা কেন বোল্লে যাদু?

সুমিত্রা। দিদি! তুমি অগ্রে একটু স্থির হও, তার পর কথা কোয়ো, আগে আমরা ভেতরকার কথা সব জিজ্ঞাসা করি, তার পর যথা বিহিত ধার্য্য করা যাবে।

পরি। যথার্থ, জননি! আপনি অগ্রে একটু স্থির হোন।

কৌশল্যা। ওরে! তোরা আমাকে কি কোরে স্থির হোতে বল্‌ছিস্‌—রাম! তুমি কেন আমায় এমন নিষ্ঠুর কথা বোল্লে? আগে সকল কথা ভেঙ্গে বল তো বাবা।

রাম। মাগো! আপনি রাজ-দুহিতা, রাজমহিষি আপনার, অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় সামান্য কারণে শোক-পরতন্ত্রা হওয়া অবিধেয়, জননি! আপনি যদ্যপি ধৈর্য্যাবলম্বন করেন, তা হলে আপনাকে সমস্ত বিষয় বোল্‌তে পারি, নতুবা নহে।

কৌশল্যা। বাবা! আমায় তুমি কিসে দোষী কর্‌ছো? আজ তোমার রাজ্যাভিষেক, তোমার কুশলার্থে আমি এই

মুহূর্ত্ত মাত্র শুভসূচনীর পূজা কোরে আস্‌ছি, তোমার অভি-ষেকের সময় উপস্থিত, এমন সময় তুমি আমার মমতা পরিক্ষার জন্য এসে বোল্লে কি না “ মা ! আমার রাজা হওয়া হলোনা !” আচ্ছা বাবা ! না হোক্ রাজ্যে কায নাই, তার পর বাবা কেমন কথাটি কইলে ? এমন পাষাণান্তঃকরণা, মায়াহীনা প্রসূতী কে আছে,যে সন্তানের এমন বিপদের কথা শুনে স্থির হোতে পারে ?

রাম। জননি! আপনি আমার এই জগতে পরম গুরু, স্নেহময়ী গর্ভধারিণী, আমি আপনার সহ পরিহাস কর্‌বো ? কি মর্ম্মভেদী কথায় রহস্য কর্‌বো ? জননি। রাম ও সকল চা-তুরি বা ছলনা জানি না।

কৌশল্যা। (সভয়ে) বাবা ! তবে কি সত্য,—

সুমিত্রা। দিদি ! একটু ধৈর্য্য হও, আগে পূর্ব্বাপর শোন।

রাম। জননি ! আমি প্রথমাবধিই বোল্‌ছি, যদি আপ-নার ধৈর্য্যগুণ পরিশেষ হয়ে থাকি, তা হলে আমি আর কিছু বোল্‌বোনা।

কৌশল্যা। আচ্ছা বৎস ! তুমি সব বল, আমি কোন প্রতিবন্ধক দোবো না।

রাম। জননি। পূর্ব্বসেবার কারণ পিতা, মধ্যমা মাতার নিকট দুইটি বরদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন, গত রজনীতে পিতা মাতাকে সেই দুটি বর দিয়েছেন।

কৌশল্যা। উঃ ! সে কি ?

সুমিত্রা। দিদি! স্থির হও, উতলায় কোন ফল নাই।

রাম। মা! একটিতে আমার পরিবর্ত্তে ভাই ভরতের রাজ্য প্রাপ্তি,——

(একান্তে লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

কৌশল্যা। আর২ ? আবার কি ? বাবা! আরো যে কি বোল্‌ছো ?

রাম। আর একটিতে আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস !

কৌশল্যা। কি! রাক্ষসী আমার বৎসের 'পরিবর্ত্তে রাজ্য লয়েও সন্তোষ নাই, আবার আমার অঞ্চলের ধন, অন্ধের নয়ন পুত্র রত্ন রামের বিনাদোষে বনবাস ? (বক্ষে করাঘাত করিয়া) বাবা! তুমি কেন আমার উদরে জন্ম গ্রহণ কোরেছিলে ? তুমি কি দুঃখ ভোগের জন্য অভাগিনী কৌশল্যার জঠরে এসেছিলে ?

হায় রে সপত্নি! তুই, কেমনে সাধিলি,
এ হেন কঠিন বাদ! লোভান্বিতা হয়ে,
সার পুত্র-রত্ন-ধন,—অযোধ্যাজীবন,
সর্ব্ব গুণাকর রাম,—সর্ব্ব প্রিয়কর
তারে দিতে বনবাস, চাহিলি রাক্ষসি ?
সতিনী সাপিনী ন্যায়, কবে তোরে বল,
যন্ত্রণা গঞ্জনা আমি, কিম্বা কটুভাষা
কহিয়াছি কোন কালে, তাই রে নিষ্ঠুরা!
বিনাদোষে বনবাস দিবি শ্রীরামেরে ?
হা মাতঃ চণ্ডিকাদেবী! এই কি তোমার
হইল গো সুবিচার ভক্তদাসী প্রতি,
অভিষেক দিনে পুত্র, যাবে বনবাস!
হাঁরে রাম! কহ দেখি, সত্য করি মোরে,
স্বীকৃত হয়েছে ভূপ, নির্ব্বাসীতে তোরে ?

চিরদিন জানি আমি,—অন্ধের নয়ন,
অভাগার শিরোমণি, কাঙ্গালের ধন,
নয়ন পুতলি সম, তুই যে রাজার,
তবে কি কৈকেয়ী কথা, পালন করিতে,
নাশিতে সম্মত তিনি, জীবনের তরু ?
(ললাটে করাঘাত করিয়া)
আরে রে কঠিন প্রাণ ! কি নির্লজ্জ তুই,
এখন আছিস্ দেহে, শতধিক তোরে !
অঞ্চলের নিধি যদি, যায় বনবাসে,
কি কায আমার আর, এ রাজ-ভবনে ?—
ত্যজিব জীবন, কিম্বা, যাইব কাননে,
মাতা পুত্র একস্থলে, রব সুখ মনে।

সুমিত্রা। (সবিষাদে) দিদি! অবশ্য মহারাজ যে সহসা এতে সম্মত হোয়েছেন এমন বোধ হয় না, এর কোন নিগূঢ় রহস্য আছে।

রাম। জননি! এই যে আপনি বোল্লেন, যে সমস্ত অগ্রে স্থিরভাবে শুনবেন, কিন্তু তবে আমার কথা পরিশেষ হতে না হতে শোক সাগরে নিমগ্না হোচ্ছেন কেন ?

কৌশল্যা। বাবা! আমার যে এমন সর্ব্বনাশ হবে তা জানি না, রামরে! মহারাজ তোকে বনবাস দিতে প্রতিশ্রুত হোয়েছেন? উঃ! সুমিত্রে! আমায় একখান অস্ত্র দে, আমি এখনি আত্মহত্যা কোর্‌বো। (বেগে গাত্রোত্থান।)

রাম। (কৌশল্যাকে ধরিয়া) জননি! করেন কি? ও সকল কথা মুখে আন্‌তে আছে মা? পিতাকে আপনি বৃথা

দোষারোপ কর্‌ছেন, এ বিষয়ে পিতার কোন দোষ নাই, তিনি কিছু মধ্যমা মাতাকে আমার বনবাস বর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন না, দুটি বরের কারণ প্রতিশ্রুত ছিলেন, মধ্যমা জননি স্বাভিলাষ পূরণার্থে এই দুই বাঞ্ছা বর প্রসাদে সিদ্ধ কোরেছেন।

কৌশল্যা। বাবা! কৈকেয়ীর পরিণয়াবধি আমি সপত্নী-জ্বালা বিষে জর্জ্জরিত হোচ্ছি, দিবা নিশি অবশর নাই, কিন্তু সে জ্বালা আমার সহ্যনীয় ছিল, আর পূর্ব্বাপর তার তোমার উপর যে রূপ স্নেহভাব ছিল, বোধ করেছিলেম, যে তোমার গুণের বশবর্ত্তিনী হোয়ে তার সপত্নি বিদ্বেষভাব অন্তর্ভূত হবে, বাবা রে! তোমার রাজ্যাভিষেক বার্ত্তা শ্রবণে, লোভলোলুপা হোয়ে যে রাক্ষসী এমন অপরিসীম অমঙ্গল কামনা কোর্‌বে, এ আমি জান্‌তেম না, হায়! সুমিত্রে! তবে কি সত্য সত্যই আমার অদৃষ্ট ভাংলো? এ অবিচারের কি উপায় নাই?

লক্ষ্মণ। (সম্মুখে আসিয়া) জননিগণ! প্রণাম হই, অগ্রজ! আমি পশ্চাৎ হতে সমস্তই শুনেছি, তা লক্ষ্মণের জীবন সত্বে কখনই ভরত-মাতার বাসনা পূর্ণ হবে না, আর আমি সত্বে রাম ব্যতিত ও অযোধ্যা-রাজ-সিংহাসনে কেহই অধিরূঢ় হতে পার্‌বে না, পিতা তো আপনার নির্ব্বাসন বিষয়ে প্রতিশ্রুত হন নাই, তখন আপনি ভরত-মাতার আদেশে কি রূপে লব্ধ রাজ্যে বঞ্চিতা হবার আশঙ্কা কোর্‌ছেন? কে আপনাকে নির্ব্বাসীত কোরে সিংহাসন অধিকার কোর্‌বে? যদি লোকপালগণ সহায় কোরে ভরত আপনার রাজ্যাপহরণে আগুসার করে, আপনার ও জননীগণের আশীর্ব্বাদে তদ্দণ্ডেই সেই লোভান্ধ রাজ ও ভ্রাতৃবিরোধীর সৈন্য শোণিতে সরযূ প্লাবিত কোর্‌বো,

এবং সেই দুরাত্মার মস্তক দুর্গ প্রাচীরে লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করে শকুনীর ভক্ষার্থে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দিব। "রামের বনবাস!" এমন কথা কোন দুরাত্মা মুখে আনবে? বড় মা! আপনি দুঃখ কোরবেন না, অগ্রজ যাই বলুন, কে ওঁকে বনবাস দেয় সেইটে আমি দেখ্তে চাই।

সুমিত্রা। বাবা লক্ষ্মণ! তোর কথায় আমাদের হৃদয়ে যেন অমৃত বরিষণ হলো, বাবা রাম আমার বনে যাবে, একথা যার মুখ হোতে উচ্চারিত হলো, সেই মুখ মা কালা পুড়িয়ে দিন; আর কি বোল্‌বো, দিদি! বৎস লক্ষ্মণের কথা শুন্‌লে?

কৌশল্যা। বাবা রাম! দেখ দেখি, লক্ষ্মণ তোর কনিষ্ঠ, কিন্তু ওর এর মধ্যেই কেমন বিবেচনা শক্তি হয়েছে, বাবা! তুমি তাই কর, প্রজারা সব তোমার, কেন তুমি শত্রুর মুখোজ্জ্বল কর্‌তে উদ্যত হয়েছ?

লক্ষ্মণ। দাদা মহাশয়! আপনি কি বলেন?

রাম। ভাই লক্ষ্মণ তুমি যে প্রস্তাব কর্‌লে, ওটি স্ত্রীলোকের মনরঞ্জনীয় বটে এবং আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভাল বাসার চিহ্নও বটে,—কিন্তু ভাই! এটি বিবেচনা করা উচিত, যে জীবগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেই তিন ঋণে জড়িত হয়, তন্মধ্যে পিতৃঋণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ঐ তিন ঋণে মুক্তি লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু আজ আমার সেই সুখময় কাল উপস্থিত, অতএব যদ্যপিও আমি রাজ্যধনে বঞ্চিত হচ্ছি, তত্রাচ এ আমার কতদূর সৌভাগ্যের বিষয়, যে পিতা আমার দ্বারা সত্যপাশে মুক্তি লাভ কর্‌বেন। স্বীকার কোর্‌লেম যে তিনি জননী কৈকেয়ীকে আমার রাজ্যচ্যুত বা নির্ব্বাসন বিষয় প্রতিজ্ঞা

করেন নাই, সুদ্ধ মাতাকে যুগল বর দিতে স্বীকার কোরেছিলেন, কিন্তু বিবেচনা কর, যে রাজ্ঞি যখন উক্ত দুটি বিষয় ব্যতিত তুষ্ট নয়, তখন দাতার সত্য অসম্পূর্ণ থাক্‌বে, তাতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে,এবং সেই সঞ্চিত পাপেরজন্য আমাদের রাজ্যেশ্বর পিতাকে চরম কালে নরকগামী হতে হবে, তা অনুজ! পিতার ঔরসজাত পুত্র হোয়ে কি তাঁকে, সামান্য রাজ্যসম্পদ লালসায় লোলুপ হয়ে, চরমে নরকগামী কর্‌বো? আমি উত্তম রূপে জানি, পিতা আমার বিরহে জীবন্মৃত হবেন, জননী শোকসন্তপ্তা, তোমরা মুগ্ধচিত্ত,পরিণীতা ভার্য্যা জানকী হর্ষ বিনিময়ে বিষাদিতা, পৌর জনের বিষন্ন বদন, প্রজাগণ সকলেই অসুখী হবে, কিন্তু আমার উপায়ান্তর নাই, আমার যদি যাবজ্জীবন বনবাসে অতিত কোর্‌লেও পিতার সত্যবন্ধন বিমোচন হয়, তাতেও আমি অস্বীকার নাই, সুদ্ধ জননীর অশ্রুপূর্ণ বদন দেখে আমার দুঃখ বোধ হচ্ছে।

কৌশল্যা। রাম! বাবা! আর বলিস্‌নে, ওরে চণ্ডালিনি, তুই কোন প্রাণে আমার নিরাপরাধী রামকে বনে দিলি? পাষাণি! একবার আমার রামের মুখের কথা শুনে যা। বাবা! মহারাজকে সত্যবন্ধন হোতে মুক্ত কর্‌বার জন্য সর্ব্বত্যাগ কোরে বনে যেতে ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু বাবা! এই দুঃখিনা অনাথিনী মায়ের কি কোরে গেলি? বাবা! পিতার ঔরসযাতক পুত্র বোলে সেই ঋণ অগ্রে পরিশোধ কোর্‌ছ, কিন্তু আমি যে তোমায় দশমাস জঠরে ধারণ কোরে কত কষ্ট পেয়ে প্রসব কোয়েছি, দেহের সার পদার্থ দিয়ে জীবন শীতল কোরেছি, তখন মহারাজ কোথায় ছিল? অনর্থক অবোধ

বালক নিয়ত রোদন কোর্‌তে, তখন কে হৃদয়ে ধারণ কোরে সান্ত্বনা কোর্‌ত? শৈশবাবস্থায় ক্ষুদ্র বিপদ হোতে কে রক্ষা কোর্‌ত? কে তোমার দন্তবিহীন মুখে মৃদু২ হাসি দেখে আপনাকে চরিতার্থ হোত? কার নাম বাক্য নিঃসরণ মাত্র ঐ মুখে উচ্চারিত হোয়েছিল? বাবা! আমি কি কেউ নই? যার জন্য এত কোরেছি, সেই ধন তুমি অম্লান বদনে আমায় বোল্লে কি, যে "পিতার আদেশে আমি বনগামী হব" রামরে! মহারাজও যেমন তোমার গুরু, আমিও তোমার তদনুরূপ পাত্র, তা বৎস! রাক্ষসীমায়া জড়িত, পিশাচী-বশবর্ত্তী অজ্ঞানান্ধ মহারাজের কথাই তোমার অগ্রে শিরোধার্য্য হল? বাছা! তুমি ধার্ম্মিক, মহারাজ তোমায় বনবাস দিলেন, আমি তোমায় নিষেধ কোর্‌ছি, এখন বৎস! ধর্ম্মানুরোধে তোমার কি কর্ত্তব্য? আমার কথা অগ্রাহ্য কর্‌লে, আমি এই দণ্ডেই আত্মঘাতিনী হব, তখন সে মাতৃহত্যা পাপ কাকে অর্শাবে? বাবারে! আমি এ প্রাণ থাকতে তোমায় কখন বনবাসে যেতে দোব না, যদি একান্তই যাও, আমি আত্মহত্যা করি দেখ, তার পর, যেও।

রাম। (সবিনয়ে) জননি! আপনি রাজকন্যা, ভাল মন্দ আপনার স্থির বিবেচনা আছে, স্বামী রমণীর পরম গুরু, স্বামী যথেচ্ছাচারী হলেও, সহধর্ম্মিনী তাকে ভৎসনা কোর্‌তে সক্ষমা নন, পিতা অবশ্য পূর্ব্বসেবা জন্য মধ্যমা মাতাকে যুগল বরের জন্য প্রতিশ্রুত, মধ্যমা জননী, তাঁর স্বীয় কামনা পূরণার্থ আমার পরিবর্ত্তে ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি ও আমার চৌদ্দ বৎসর বনবাস কামনা কোরেছেন, তখন আপনি তাঁকে

কিরূপে দোষী কোর্‌ছেন? জালবদ্ধ হরিণের ন্যায়, তিনি ইচ্ছা সত্বেও ক্ষমতা বিহীন; অজ্ঞাতসারে আপনি তাঁকে যথেচ্ছা ভৎসনা কোর্‌ছেন.—আর আমি যে তাঁর সত্যপাশ মোচনে বনবাসী হর্চ্ছি, আমায় অনিত্য রাজসম্পদের প্রলোভনে বা স্নেহের পক্ষপাতী কথায় প্রতিবন্ধক দিয়ে রাখা, তাতেও আপনার পাপ সঞ্চয় আছে। এ অবস্থায় জননি! আপনি বৃথা শোক প্রদর্শন কোরে কেন আমায় কষ্ট দেন? অশ্রু সম্বরণ করুন, প্রীত মনে পিত্রাদেশ পালনে অনুমতি দিন।

কৌশল্যা। বাবা! তোমার কথায় আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মিলীত হলো, কিন্তু রামরে! তোর মুখশ্রী না দেখে যে আমি থাক্‌তে পার্‌বোনা, বাবা! আমায় তুমি সঙ্গে নে যাও, তাতে আর কোন দোষ নাই, মহারাজ কৈকেয়ী নিয়ে থাকুন।

রাম। মা! সেটিও আপনার ভ্রম, সত্য, পিতা প্রতিজ্ঞানুরোধে মধ্যমামাতার কথা লঙ্ঘন কর্‌তে সমর্থ নন, কিন্তু আমি তাঁর যে রূপ অবস্থা দেখে এসেছি, আপনারা তাঁর নিকটে না থাক্‌লে, বোধ হয় তাঁর শারীরিক মহা ব্যাঘাত ঘটনার সম্ভাবনা, আর আমার একমাত্র অনুরোধ এই, যে আমার বনগমনের পর একে পিতা আমার শোকবিষে জ্বরজ্বরিত হবেন, তার উপর আপনারা আরকোন গঞ্জনা দেবেন না। (লক্ষ্মণের প্রতি) অনুজ রে! বিধিকৃত নিয়ম লঙ্ঘণ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, তা ভাই! আমার অদৃষ্টে বনবাস না থাক্‌লে, কেহই সংঘটন্ কোর্‌তো সমর্থ হতোনা, এখন তোমার প্রতি আমার এই বক্তব্য, যে পিতা তো সাতিশয় শোকপরতন্ত্র হোয়েছেন,

জননীও তদনুরূপ, অতএব এঁরা যেন আমার বিরহে কোন প্রকার কষ্ট পান না, আর ভ্রাতা ভরতও তোমার জ্যেষ্ঠ, যাতে ভরতের মনস্তুষ্টি সাধিত হয়, তাই কোরো, কোনক্রমে তার সহ মনান্তর করোনা।

লক্ষ্মণ। অগ্রজ! মাতৃগণের মত আমি তো পুরস্ত্রী নই, যে আমাকে নানা বিষয় বোলে, নিরস্থ কোরে গৃহে রেখে যাবেন, আমি আপনার চিরভৃত্য, আমায় কখনই পরিত্যাগ করে যেতে পার্‌বেন না,—এখানে আপনি শতং দাস দাসী পরিবেষ্টিত থাকাতেও লক্ষ্মণ আপনার দাস, তখন বিজন স্থানে বনমধ্যে লক্ষ্মণ ব্যতীত আপনি কি কোরে যেতে বাঞ্ছা করেন? আপনার বনবাসে আমি ভরতের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাক্‌ব? এবং তার ছললব্ধ রাজ্যে সহায় হবো? দয়াময়! আমায় ক্ষমা করুন, আপনি বলুন, বা নাই বলুন, চিরভৃত্য লক্ষ্মণ যথাস্থানে রামের পদানুসরণ কোর্‌বো

সুমিত্রা। বৎস লক্ষ্মণ! তোমার ভ্রাতৃবাৎসল্যগুণে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আমি তোমায় অনুজ্ঞা কোর্‌লেম,যে তুমি নির্ব্বিবাদে বৎসের সহ গমন কোর্‌তে পার।

কৌশল্যা। আহা সুমিত্রে! তোর স্নেহভাবের যদি কৈকেয়ীর শরীরে কণাবৎ থাক্‌তো, তা হলে আজ আমায় এই মহাবিষাদ সাগরে নিমগ্না হতে হতো না।

(জনেক পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। জননিগণ! মহারাজ সাতিশয় ছিন্নভিন্নবেশে, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, ক্ষিপ্তের ন্যায় হিমগৃহ দ্বারে শায়ীত হয়েছেন, আপনারা ত্বরায় আসুন; তিনি কত কি প্রলাপ বোক্‌ছেন।

রাম। জননিগণ! শীঘ্র যান, যাতে পিতা সুস্থতা লাভ করেন, তাই করুন, মা! প্রণাম হই, ছোট মা! প্রণাম হই, আশীর্ব্বাদ করুন, ত্বরায় পিতার আজ্ঞা পালন কোরে স্বদেশ প্রত্যাগমন করি, ভাই লক্ষ্মণ! যদি একান্তই ভাগ্যহীন রামের বনকষ্ট, আশ্রমকষ্ট সমভোগ করবে, তবে যাও, উর্ম্মিলার নিকট বিদায় হওগে।

কৌশল্যা। উঃ! মা ভগবতি! আমার কি অবশেষে এই কোল্লে মা? কোথায় রাজ্যপদ, না কোথায় বনবাস? হাঃ! সুমিত্রে, আমায় ধরে নে, আমি আর চল্‌তে পারিনে।

সুমিত্রা। দিদি, আর কেঁদো না।

রাম। চলুন, জননি! চলুন, এসো প্রাণের অনুজ এসো।

[সকলের প্রস্থান।

৩য় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য রাজবাটী, অন্তঃপুর,—সীতার প্রকোষ্ঠ।

(সীতা, উর্ম্মিলা ও দুইজন সখী সমাসীনা।)

১ম-সখী। দেখ ভাই! জানকীর আজ এ বেশ দেখ্‌লে যুবরাজ একেবারে মোহিত হয়ে যাবে, সখীর আঁচল ছেড়ে আর কোথাও থাক্‌তে পারবেন না, মাইরি! শ্রুতিমুল কি শোভান্বিত! সীমন্তের সিঁতা যেন মুখমণ্ডল অতুল লাবণ্যবশিষ্ট হয়েছে, আর অঙ্গাবয়বের কথা কি বোল্‌বো, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আঃ! আমাদের পরম সৌভাগ্য, যে এমন লক্ষ্মীর পরি-

চারিকা, এখন সুদ্ধ ওঁরা সিংহাসনে বোস্‌লে আবাল বৃদ্ধ সকলের মনস্তুষ্টি সাধিত হয়।

উর্ম্মিলা। যথার্থ, দিদি! তোমার আজ রূপের কথা কি বোল্‌বো, বড়ঠাকুর দেখ্‌লে আর পলকের জন্য চক্ষের অন্তরাল কোরতে পার্‌বেন না।

সীতা। কেনলা ছুঁড়ি! আমার বুঝি কোনখানটা মন্দ হয়েছে, তাই ঠাট্টা কোর্‌ছিস?

উর্ম্মিলা। যার স্বাভাবিক রূপ লাবণ্যে সমস্ত জগৎ মোহ প্রাপ্ত হয়, তার সে রূপ কি কিত্রিম সজ্জায় বিকৃতি প্রাপ্ত হয়? দিদি! আমরা জনশ্রুতিতে ও চিত্রকরের তুলি ধারে দেখি, যে কামপত্নি রতি সাতিশয় রূপবতী, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তোমার একটা কড়ে আঙ্গুলের রূপ তার সমস্ত দেহে নাই।

রাগিণী বাহার।—তাল মধ্যমান।

তোমার রূপের তুলনা।
ত্রিভুবন অন্বেষিলে কোথাও মিলেনা॥
তিলোত্তমা রম্ভারতি, কিবা মদনের রতি,
কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী, সুরজা শচী,—
রোহিণী চন্দ্র প্রেয়সী, আলোকেতে যেন মসী,
চাঁদের কিরণে যেন, তারাদল রহেনা।

সীতা। (সহাস্যে) ওগো ময়না! তোমার আর অত বাহুল্যেতে কায নাই, তোমার বিধু মুখখানি একবার দর্পণে দেখে এসো দেখি, আমরা আবার কোথায় লাগি, তা না হলে আমার চঞ্চলমনা দেবর কি সাধ করে বশ হয়েছে?

সমসখী। প্রিয়সখি! তা সত্য বটে, কিন্তু তত্রাচ তো-

মার সহ কাহারও তুলনা নাই, তোমার সৌন্দর্য্যতা মানুষিক নয় তোমার অঙ্গ জ্যোতি একপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবিশিষ্ট.সে রূপ মর্ত্যবাসিনীগণের দেহে দৃষ্ট হয় না, আর তুমিও যে মানুষি তাও বোধ হয় না।

সীতা। উর্ম্মিলে! হটাৎ আমার সমস্ত দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দিত হলো কেন? আমার হৃদয় যেন কোন অদ্ভুতভাবে জড়িত হোয়ে আস্‌ছে, — কোন অজ্ঞাত ভারাক্রান্ত হোয়ে পরিণত হোতে লাগ্‌লো, এর কারণ কি? মাতাঠাকুরাণীর মুখে এবং তাঁহার নিজের মুখেও শুনেছিলেম, যে অদ্য অতি প্রত্যুষেই অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হবে, কিন্তু যদ্যপিও বেলা প্রায় প্রহরাতীত,তত্রাচ কাহারও কোন সংবাদ নাই,পাছে এই মহোৎসবের দিন একটা বিপদ ঘটনা হয়, আমার সেই চিন্তা হোচ্ছে।

উর্ম্মিলা। দেখ দিদি! তোমার ভাই সব অন্যায় কথা, এমন শুভদিনে কি ওরূপ অমঙ্গল সূচনার কথা কইতে আছে? আর্য্যপুত্র যেরূপ সর্ব্বজন প্রিয় সর্ব্বজন মনরঞ্জক, তাঁর বিঘ্ন কে কর্‌তে পারক হবে?

সীতা। ভগ্নি! আমি অবোধ বালিকা নই, যে আমাকে সকল বিষয় স্পষ্টরূপে না বোল্লে, আমি বুঝতে পারি না, আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তি পাচ্ছি, যে কাহারও যদ্যপি কিছু না হয়, তত্রাচ আমার একটা মহাবিপদ ঘটনা হবে, কিন্তু আমি যখন প্রাণেশ্বরের সুখ দুঃখের সমভাগিনী,তখন তাঁর অমঙ্গল ব্যতিত আর আমার কি হোতে পারে?

১ম-সখী। জানকি! স্থির হও, সামান্য ভ্রমজনিত ক-ল্পনা মনোমধ্যে স্থান দিয়ে আপনার চিত্ত ধৈর্য্যতা বিনাশ ক-

রোনা, আমি স্থির বোল্‌ছি, শীঘ্রই যুবরাজ সহাস্যমুখে, এসে তোমার করধারণ কোরে সিংহাসনারূঢ় হবেন।

সীতা। ভাই! তাই তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, আমার মনের কল্পনা যেন মিথ্যাই হয়।

দ্বি-সখী। ও ভাই, তুমি নাকি তাঁকে ছেড়ে থাক্‌তে পার না, সেই জন্য তোমার ওরূপ বোধ হচ্ছে, তা আর ভাবনা নাই ঐ দেখ তোমার হৃদয়াকাশের শশধর আস্তে২ পদক্ষেপ কোরে তোমার আন্ধারময় মন মন্দির আলোকিত কর্‌তে আস্‌ছেন।

(শ্রীরামের প্রবেশ।)

যুবরাজ! জানকী তোমার অদর্শনে একেবারে হতচেতনা হয়েছিলেন,—এখন ত্বরায় তাঁকে সান্ত্বনা কোরে রাজসভায় নিয়ে যান, উনি কোন প্রাতে সাজ সজ্জা কোরে বোসে আছেন।

সীতা। যথার্থ, নাথ! গতকল্যাবধি উপোষিত রয়েছেন, অভিষেকের সময় অতি প্রাতে ধার্য্য হয়েছিল, কিন্তু এখনো আপনি পরিচ্ছদাদি পরিধান করেন নাই।—(মুখ দৃষ্টি করিয়া) আর আপনার মুখমণ্ডল বিশুষ্ক, মলিন, ললাট যেন মহাভাবনায় কুঞ্চিত, এ সকলের কারণ কি?

রাম। (শূন্যনয়নে) কি প্রেয়সি! কি জিজ্ঞাসা কোর্‌লে? আমার মুখ শুষ্ক বোল্‌ছো? না, ওটা তোমার মমতা জনক ভ্রম।

সীতা। (সভয়ে) প্রাণেশ্বর! আমার কি কথায় আপনি কি উত্তর দিলেন, অকারণে এরূপ ভাব কেন? শ্বশ্রূগণ কি আর কাহারও কোন বিপদ ঘটনা হোয়েছে, স্পষ্ট কোরে বল না।

শ্রীরাম। (উপবেশনান্তে) প্রেয়সি! তুমি জান যে,

আমি স্বার্থ পর নহি, আমার নিজের মহাবিপদ হলেও, আমি তৃণবৎ লঘু জ্ঞান করি, কিন্তু অন্যের সামান্য কষ্টেও আমার মহাদুঃখ হয়? জানকি! তুমি এই যে নবরাজার সহধর্ম্মিণী স্থলে উপবেশন কোর্‌বে বোলে সপুলকে সজ্জা করেছ, সেই-টিতে নৈরাশ হলে, এই আমার দুঃখের কারণ।

সীতা। প্রাণেশ্বর! কেন এমন নিদারুণ কথা বোল্লেন?

শ্রীরাম। প্রিয়ে! আমার আজ পরম সৌভাগ্যের দি-বস,সুদ্ধ তুমি ও জননীকে যে মহাবিষাদে নিমগ্না হোতে হলো, নতুবা আমার উপর যে দেবকার্য্যের ভার অর্পিত,তা আমি অতি আহ্লাদ সহকারে পালনে ব্রতী হলেম।

সীতা। নাথ! তোমার পায়ে পড়ি, বল কেন এ সকল কথা সূচনা কোর্‌ছো?

রাম। প্রিয়ে! মহারাজ মধ্যমা মাতাকে পূর্ব্বকৃত সেবার জন্য যুগল বর দানে স্বীকৃত ছিলেন, মাতা গতকল্য আমার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার কল্পনা শ্রবণ কোরে পিতার নিকট সেই দুটী বর কামনা করেন,একটিতে আমার বিনিময়ে ভরতের রাজ্যপ্রাপ্ত, অন্যটিতে,—

সকলে। এঁ্যা! কি সর্ব্বনাশ!

সীতা। প্রাণেশ্বর! একথায় আর্য্য সম্মত হোলেন?

রাম। তিনি যখন সত্যপাশে বদ্ধ তখন তাঁর উপায় কি? আর অন্যটিতে আমায় অদ্যকার দিবস হইতে,—প্রিয়ে! ধৈ-র্য্যাবলম্বন কর,—আমায় চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস!

সকলে। ওমা! কি সর্ব্বনাশের কথা গো! হায়২! এমন শক্রতা কে সাধ্‌লে?

সীতা। নাথ! আপনার মত কি?

রাম। পিতাকে সত্যপাশ হোতে মুক্ত করা,—আমার আজ পরম শুভ দিন, যে পিতার উপকারের পাত্রী হোলেম, শুদ্ধ জননী ও তোমার দুঃখের কারণ আমার হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্ছে, আর সখিগণ! তোমরাও নৈরাশ হোলে, কিন্তু উপায় কি! বিধাতার ইচ্ছা প্রবল।

সীতা। যুবরাজ! কেকয়সুতা কি কোরে আপনার আশায় নৈরাশ কোর্‌তে প্রবৃত্ত হল? হায়২! উঃ মহা-রাণীর দশা কি হবে?

রাম। প্রিয়ে! মাতা যদ্যপিও যারপর নাই শোক-পরতন্ত্রা হোয়েছেন, তত্রাচ তাঁকে যথাবিহিত সান্তনা কোরে এসেছি, তিনি ও ছোট মা মহারাজের সেবার্থে গিয়েছেন।

সীতা। (গম্ভীরস্বরে) প্রাণনাথ! আপনি যে রাজ্য-ভোগ লালসা পরিত্যাগ কোরে আর্য্যকে সত্যপাশ হোতে মুক্ত কোরতে স্বীকৃত হোয়েছেন, এতে আমার মহা বিষাদেও সুখপদ হলো, নাথ তবে আপনার বনযাত্রার আর বিলম্ব কি?

রাম। (বিস্ময়ে) জানকি! এবম্প্রকার ভয়ানক সং-বাদেও তোমার স্থির মুখভঙ্গিমা ও গম্ভীর স্বর শ্রবণে যে আমার মহা ভয় হলো, তোমার কি ইচ্ছা?

সীতা। (গর্ব্বস্বরে) নাথ! আপনার বিস্ময়ের বিষয় কি? আমি বীরাঙ্গনা নই? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী হোয়ে যখন পাপ পুণ্যের অংশভাগিনী, তখন আর্য্যকে সত্য হোতে মুক্তি দেওয়াও আমার সমান ভাব, আপনি মার ও অন্যের নিকট বিদায় গ্রহণ কোরেছেন, আমি আর দেখা

দ্বিতীয়বার শোকাকুলা কোর্‌ব না, মনেং তাঁদের চরণে প্রণাম কোর্‌লেম, ভগ্নিগণ! তোমাদের সকলের আশারই বিপরীত ফল লাভ হলো, কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? আমরা আজ মহা পুণ্যাহ কার্য্যের ব্রতী, আহা! নাথ! আপনার গুনে আমিও ধন্যা হবো।

রাম। (দ্বিগুণ বিস্ময়ে) প্রিয়ে! আমি তোমার কথা বুঝতে পাল্লেম না।

সীতা। নাথ! সে সকল মনোভাব উভয়ে বিরলে শীলাতলে, বৃক্ষমূলে, প্রান্তরে তটিনী তটে, প্রকাশ কোর্‌ব, "শুভস্য শীঘ্রং" উর্ম্মিলে! তোরা রৈলি, শ্বশ্রুগণকে দেখিস্, আর আমার এই পরিচ্ছদ অলঙ্কার সব তোদের দিলেম। (প্রদান।)

রাম। প্রিয়ে! তুমি আমার সহগামিনী হোতে বাঞ্ছা কর নাকি?

সীতা। সে বিষয় আর জিজ্ঞাস্য কি? ছায়া কি দেহ ছাড়া অন্যত্রে থাকতে পারে? তা কখনই না,—হাঃ! এই যে দেবর আসছে।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। একি! দেবী যে সমস্ত অলঙ্কারাদি খুলেছেনকেন?

সীতা। সেকি কথা দেবর, পরমগুরু প্রভু, পিতৃজ্ঞায় বনবাসী, আমি চরণের চিরদাসী, আমি কোথায় থাকব? তখন আমার ও সকলেই বা প্রয়োজন কি?

উর্ম্মিলা। দয়াময়! এ কি রূপ?

রাম। জানকি! ভাই লক্ষ্মণও আমার সহ বনগামী হলেম, তুমিও যদি সেই পথ অবলম্বন কর, তা জনক জননীর সেবা করে কে?

উর্ম্মিলা। হাঃ নাথ! তুমিও আর্য্যপুত্রের সহগামী হলে? বিধে! এতদিনে কি আমাদের এমন বিষাদে নিক্ষেপ কল্লি, উঃ! প্রাণ! তুই কি কঠিন?

রাম। জানকি! তুমি দেখি একান্তই আমার সহ গমনে ব্রেতী হলে, কিন্তু সাবধান! রাজকন্যা কখনই পদব্রজে গমন কোর্‌তে পারবে না, বিশেষতঃ সে পথ সমস্ত কণ্টক ও বল্লরী আচ্ছাদিত।

সীতা। (সহাস্যে) নাথ! গুরুআজ্ঞা পালনে যদি কষ্টই না থাকে, তা হোলে তার ফল কি? স্বর্ণ অগ্নিতে দগ্ধ না হোলে কি পরিশুদ্ধা হয়? ও সমস্ত বৃথা আশঙ্কা দেখিয়ে আমায় প্রতিবন্ধকতা দেবেন না।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! জানকীকে প্রতিনিবৃত্তা করা নিস্ফল, চল ত্বরায় তিন জনে যাত্রা করি।

লক্ষ্মণ। ঊর্ম্মিলে! পিতা রইলেন, জননীগণ রইলেন, যাবৎকাল আমরা প্রত্যাবর্ত্তন না করি, ততকাল যতনে তাঁদের সেবা শুশ্রুষা করো, এক্ষণে আমরা বিদায় হোলেম, দেবি! আপনি মধ্যগামিনী হউন, চলুন অগ্রজ।

রাম। এস ভাই!

ঊর্ম্মিলা। (উচ্চৈঃস্বরে) ওগো! কি সর্ব্বনাশ হোলো।

সকলে। হায়২! এমন সুখে কে বাদী হল গো?

[সকলের বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—অযোধ্যা,—রাজান্তঃপুর,—মৃত্যুশয্যায় দশরথ শায়ীত।

(কৌশল্যা, সুমিত্রা ও ঊর্ম্মিলা আসীনা।)

কৌশল্যা। প্রাণেশ্বর! আমি যখন প্রাণ প্রিয়তম পুত্র ও বধ বিরহে জীবন ধারণ কোরে রয়েছি তখন আপনি এতদূর অধীর হোচ্ছেন কেন? এখন সুদ্ধ আপনি আমাদের একমাত্র জীবন ধারণের উপায় ও অবলম্বন, তখন আপনি এরূপ হলে, আমরা কি করে প্রাণধারণ করি?

সুমিত্রা যথার্থ রাজন! আপনি এতাদৃশ ধীর ও স্থৈর্য্যতা গুণ বিশিষ্ট হোয়ে এমন হলেন? আমাদের মুখ চেয়ে আপনি ধৈর্য্য হউন।

দশরথ। সুমিত্রে! তোমরা কি এখন আমার জীবনের প্রত্যাশা কর? রাম বিরহে যে দশরথ এখন নির্জীব হয় নাই, এই পরম আশ্চর্য্য; আঃ! জল দাও, বড় তৃষ্ণা;—

কৌশল্যা। (মুখে বারি সিঞ্চনান্তে) মহারাজ! একে প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের নির্ব্বাসনে জীবন্মৃতা হোয়েছি, তাতে আপনি ওরূপ হতাশসূচক কথা কইলে, আমাদের আর কি কোরে প্রাণ থাকে?

দশরথ। (সবিষাদে) মহিষি! আমি বড় পাতকী, স্ত্রীর বশবর্ত্তী হোয়ে পুত্ররত্ন রামকে রাজ্যধনে বঞ্চিত কোরে স্বচ্ছন্দে বনে দিলেম?আঃ! কণ্ঠতালু শুষ্ক—মহিষি আর একটু জল দাও। (মূর্চ্ছা)

কৌশল্যা। সুমিত্রে! আমার প্রাণ যে কেঁদে২ উঠছে, একদিনে কি স্বামীপুত্র দুই হারাব? ওরে সপত্নি! দেখে যা তোর লোভের কি এল ফলে, উঃ! স্বামীঘাতিনি! মহারাজ! আপনি ওমন কোরে রইলেন কেন?

সুমিত্রা। দিদি! গুরু বশিষ্ঠ আসছেন, আহা! মহর্ষির মুখমণ্ডল শুষ্ক হোয়ে গেছে।

(অধোমুখে বশিষ্টের প্রবেশ।)

কৌশল্যা। (ক্রন্দনস্বরে) গুরুদেব! আমার রাম সীতা বিসর্জ্জন দিয়ে এলেন?হায়২! দেখুন, আবার বুঝি সূর্য্যকুলচন্দ্র অস্ত যায়।

বশি। তাই তো! মহারাজ যে একেবারে অবসন্ন হোয়ে পড়েছেন,আহা! রামের শোকে যখন সমস্ত অযোধ্যাপুরী ক্ষিপ্ত হোয়েছে, তখন তোমার বা মহারাজের এরূপ গতি হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? ভগবান! তোমার অদ্ভুত চক্র

দশ। (অস্পষ্টস্বরে) আমার রামের নাম কে করে? কৈ আমার রাম কি ফিরে এলো? বাবা! আমার কাছে এসো।

বশি। মহারাজ! অগ্রে যখন না বুঝে প্রতিশ্রুত হোয়ে ছিলেন, তখন সে বিষয়ের কারণ অনুতাপ করা অনুচিত।

দশ। (চকিতভাবে) হাঃ! গুরুদেব! প্রণাম হই, পদধুলি দিন, আমার সময় নিকট, আমার রাম কি গিয়েছে?

বশিষ্ঠ। হাঁ মহারাজ! পাছে তিনি রাজ্যে থাকলে আপনার জলগ্রহণ না হয়, এই শঙ্কায় তিনি সরযূর অপর কুলে উত্তীর্ণ হয়েছেন, সমস্ত অযোধ্যাবাসিগণ তাঁর সহ বনগমনের জন্য স্থির প্রতিজ্ঞা প্রদর্শন করাতে তিনি সকলকেই প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য কত কথাই বোলেছেন, কিন্তু কেহই আর এ রাজ্যে প্রত্যাগমনে স্বীকৃত নয়।

কৌশল্যা। উঃ বৎস! বাবা! তুমি কখন সামান্য ব্যক্তি নও, মহারাজ! আমাদের সর্ব্বসুখ সাধ পূর্ণ হলো।

সুমি। (উচ্চৈস্বরে) দিদি! মহারাজ যে আর কথা কন না।

কৌশ। ওমা! তবে কি সত্য সত্যই আমাদের সর্ব্বনাশ হলো? নাথ!

দশ। (মৃত্যুস্বরে) গুরুদেব! সব রৈলো, মহিষি! অপরাধ ——আমি পাপী, উঃ! তৃষ্ণা। মস্তক ঘূর্ণায়মান——হৃদয় বিদীর্ণ হাঃ রাম!—হা জানকি! মহিষি! এই শেষ—গুরো—সব রইল— রাম—কই বাবা—রাম—হা! (মৃত্যু)

কৌশল্যা। সুমিত্রা! মহারাজ আমাকে রেখে কোথায় গেলেন? দাসীকে নিন, হা রাম! (মূর্চ্ছা)

বশিষ্ঠ। আঃ! কি ভীষণ ব্যাপার, প্রভু! অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

নেপথ্যে। ওগো! কি সর্ব্বনাশ হোল গো।

যবনিকা পতন।